بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى - (سورة النجم ٣-٤)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(সূরা নজম ৩-৪)

انی ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ابدا کتاب الله و سنتی

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযূর রহ.)

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

আল–হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশক ঃ

মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

আল-হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ

যুল-হিজ্জা, ১৪৩৪ হিজরী, ২০১৩ ইং, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ২৪০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
  চকবাজার ও ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

* **নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী**
  ৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
  ও
  ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ঝঅঐঐওঐ গটঝখওগ ঝঐঅজওঋ : ১১[ঃয] াড়ষঁসব ঃৎধহংষধঃবফ রিঃয বংংবহঃরধষ বীঢ়ষধহধঃরড়হ রহঃড় ইধহমষধ নু গড়ষিধহধ গঁযধসসধফ অনঁষ ঋধঃধয ইযঁঃঃড় ধহফ ঢ়ঁনষরংযবফ নু অষ-ঐধফরঃয চৎড়শধংযড়হু, ২ ডধরংব ছঁধৎহর জড়ধফ, গড়যধসসধফ ঘধমধৎ, গঁহংযরযধঃর, অংযৎধভধনধফ, কধসৎধহমরৎপযধৎ, উযধশধ-১২১১, ইধহমষধফবংয. চৎরপব: ঞশ. ২৪০.০০. টঝ৳- ৫.০০.

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الصِّيَامِ

অধ্যায় ঃ রোযার আহকামের বিবরণ

যাকাত অধ্যায়ের পর সিয়াম অধ্যায় স্থাপনের হিকমত সম্পর্কে 'আল ইযাহ' গ্রন্থকার বলেন, নিশ্চয়ই সাওম দ্বীনের রুকনসমূহের মধ্যে এক বিরাট রুকন ও সুসংহত শরীয়তের কানূনসমূহের মধ্যে এক সুদৃঢ় কানূন। ইহার মাধ্যমেই কুপ্রবৃত্তির মন্দকে দমন করা যায়। সাওম হইল আমলে কলব এবং পূর্ণদিন পানাহার ও যৌনকর্ম হইতে বিরত এতদুভয় কর্মের যৌগিক বস্তু। আর ইহা সুন্দরতর স্বভাবসমূহের একটি। তবে ইহা অর্জনে আত্মাকে কঠিনতর কষ্ট প্রদান করিতে হয়। এই কারণেই হিকমতে এলাহীর চাহিদা মতে বান্দাকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে লঘু কষ্টকর ইবাদত দ্বারা শুরু করার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। আর উহা হইতেছে সালাত, মধ্যমস্তরের কষ্টকর ইবাদত হইতেছে যাকাত এবং কঠিনতর ইবাদত হইতেছে সাওম। এইদিকে ইশারা করিয়াই প্রশংসার স্থলে নিম্ন ক্রমানুসারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ (বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারিণী নারী। -সূরা আহযাব- ৩৫) এই আয়াতে ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে প্রথমে সালাত প্রতিষ্ঠা, যাকাত আদায় এবং রমাযান মাসে সাওম সাধনার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার অনুসরণেই ইসলামী শরীআতের ইমামগণ স্বীয় রচনাসমূহে অবলম্বন করিয়াছেন। -(শরহে ইবনুশ্ শালবী)

صوم এর আভিধানিক ও পারিভষিক অর্থ- صوم এবং صيام উভয় শব্দই মাসদার। ইহার অর্থ উপবাস থাকা, চুপ থাকা, বিরত থাকা এবং আত্মসংযম ইত্যাদি। হানাফী মতাবলম্বী 'সাহিবুল বাদাঈ' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, صوم এর আভিধানিক অর্থ হইতেছে هو الامساك المطلق وهو الامساك عن اى شئ (নিরংকুশ বিরত থাকা তথা যে কোন প্রকার বস্তু হইতে বিরত থাকাকে صوم বলে)। এই কারণেই কথাবার্তা বলা হইতে বিরত থাকিয়া নীরবতা অবলম্বনকারীকে صائما বলা হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا (আমি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সাওমের মানত করিয়াছি। -সূরা মারইয়াম-২৬) এই আয়াতে صوما শব্দের মর্ম صمتا (নীরব থাকা)।

صوم এর পারিভাষিক অর্থ ঃ هو الامساك عن اشياء مخصوصة وهى الاكل والشرب والجماع بشرائط مخصوصة (নির্দিষ্ট শর্তাবলীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট বস্তুসমূহ তথা পানাহার ও যৌনকর্ম হইতে বিরত থাকাকে 'সাওম' বলে। -(আল-বাদাঈ)

'লুবাব' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, الامساك عن المفطرات (الاكل والشرب والجماع) حقيقة او حكما (فان اكل او شرب او جماع ناسيا لم يفطر لانه ممسك حكما وان كان غير ممسك حقيقة) فى وقت مخصوص (وهو من طلوع الفجر الى الغروب) بنية (وهو ان يكون على قصد التقرب) من اهلها (وهو ان يكون مسلما عاقلا طاهرا من الحيض والنفاس) (যোগ্য (তথা মুসলমান আকিল হায়িয-নিফাস হইতে পবিত্র) ব্যক্তি নিয়্যতের সহিত (আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে) নির্দিষ্ট সময়ে (তথা সুবহে সাদিক হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত) সময়ে ইফতার (তথা পানাহার ও স্ত্রী সহবাস) করা হইতে বাস্তবে কিংবা আইনত বিরত (অর্থাৎ কেহ যদি ভুল করিয়া পানাহার কিংবা স্ত্রী সহবাস করে তাহা হইলে ইফতারকারী বলিয়া গণ্য হইবে না। কেননা সে বাস্তবে ইফতারকারী হইলেও আইনত বিরত রহিয়াছে বলিয়া গণ্য) থাকাকে صوم বলে।

শরয়ী রোযার প্রকারভেদ ও দলীল ঃ صوم شرعى সাধারণতঃ তিন প্রকার। ফরয, ওয়াজিব ও নফল। ফরয রোযা হইতেছে যাহা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করা ফরযকৃত। যেমন রমাযানের রোযা। পবিত্র কিতাব, সুন্নত, ইজমা এবং আকলী প্রমাণের ভিত্তিতে রমাযান মাসের রোযা ফরয বলিয়া প্রমাণিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَاۤيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (হে ঈমানদারগণ তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হইয়াছে। যেইরূপ ফরয করা হইয়াছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করিতে পার। -সূরা বাকারা ১৮৩)
এই আয়াতে كتب عليكم দ্বারা فرض عليكم (তোমাদের উপর ফরয) মর্ম।

অন্য আয়াতে আছে- فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (কাজেই তোমাদের মধ্যে যেই লোক এই মাসটি পাইবে, সে এই মাসের রোযা রাখিবে। -সূরা বাকারা ১৮৫)

সুন্নত ভিত্তিক দলীল ঃ قال النبى صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و اقام الصلوة و ايتاء الزكوة وصوم رمضان و حج البيت من استطاع اليه سبيلا (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। নামায কায়িম করা, যাকাত আদায় করা, রমাযানের রোযা রাখা এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করা। যেই ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ্যবান হয়)।

ইজমা ভিত্তিক দলীল ঃ রমাযান মাসের রোযা ফরয হইবার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাফির ব্যতীত কেহ ইহার অস্বীকারকারী নাই।

যুক্তি ভিত্তিক (معقولى) দলীল ঃ (১) রোযা নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের ওসীলা হয়। কেননা, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস আল্লাহ তা'আলার বিশেষ নিয়ামত। নির্দিষ্ট সময় এই সকল নিয়ামত বন্ধ থাকিলে উহার মূল্য বুঝে আসে। অতঃপর প্রাপ্ত হইলে শুকরিয়া আদায়ের তাওফীক হয়। আর যুক্তি ও শরয়ী দৃষ্টিতে নিয়ামত দাতার শুকরিয়া আদায় করা সমীচীন। এই দিকেই আল্লাহ তা'আলা রোযার আয়াতে ইশারা করিয়াছেন لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (যাহাতে তাহারা শুকরিয়া করে)।

(২) রোযা তাকওয়া লাভের ওসীলা হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁহার কঠিন শাস্তি হইতে পরিত্রাণের প্রত্যাশায় যখন হালাল বস্তু দ্বারা নফস তথা প্রবৃত্তি উপকৃত না হওয়ার উপর অভ্যস্ত করিতে সক্ষম হয় তখন উত্তমভাবেই সে হারাম বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হইবে। কাজেই রোযা হারাম বস্তু

হইতে বাঁচিবার কারণ হইল। আর আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকা ফরয। এই দিকেই আল্লাহ তা'আলা সাওমের আয়াতের শেষ দিকে ইশারা করিয়াছেন যে, لعلكم تتقون (যাহাতে তোমরা আল্লাহভীরু হও)।

(৩) রোযা স্বভাবকে কষ্টে নিপতিত করে এবং কামাসক্তিকে ভাঙ্গিয়া দেয়। কেননা, উদর পূর্ণ থাকিলে নফস যৌনকর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। আর ক্ষুধার্ত থাকিলে প্রবৃত্তিকে বিরত রাখে। এই জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- من خشى منكم الباءة فليصم فان الصوم له وجاء (তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি যৌন গুনাহে সমাবৃত হওয়ার আশংকা করে সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তাহার কামোত্তেজনাকে রহিত করে)। কাজেই রোযা তাহাকে গুনাহ হইতে বিরত রাখিতে ওসীলা হইয়াছে। আর গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা ফরয।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, ইসলামী শরীআতে প্রথমে কোন্ রোযা ওয়াজিব তথা ফরয হইয়াছিল এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন, প্রথমে আশুরার রোযা ফরয ছিল। আর কেউ বলেন, প্রতি চন্দ্র মাসের তিনদিন তথা আইয়্যামে বিয-এর রোযা ফরয ছিল। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারা তাশরীফ নিয়া প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখিতেন। (বায়হাকী) অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (কাজেই তোমাদের মধ্যে যেই লোক এই মাসটি পাইবে, সে এই মাসের রোযা রাখিবে। -সূরা বাকারা ১৮৫) দ্বারা রমাযান মাস ছাড়া অন্যান্য রোযার ফরযিয়্যাত মানসূখ হইয়া যায়। অর্থাৎ রমাযানের রোযা ফরয হইবার পর আশুরা এবং আইয়্যামে বিয-এর রোযা ইচ্ছাধীন করিয়া দেওয়া হইল। যাহার ইচ্ছা রাখিবে আর যাহার ইচ্ছা রাখিবে না।

দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে রমাযানের রোযা ফরয হয়। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (৯ বৎসরে) নয়টি রমাযান মাসের রোযা রাখিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৫-১০৬)

بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমাযান মাসের ফযীলত

(২৩৮৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ ".

(২৩৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়ূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যখন রমাযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় আর শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ (যখন রমাযান আসে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, شهر (মাস) শব্দ সংযোজন করা ব্যতীত শুধু রমাযান বলা মাকরূহবিহীন জায়িয। তবে কতক মালিকী মতাবলম্বীদের হইতে মাকরূহ বলিয়া বর্ণিত আছে। আর অধিকাংশ শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মতে যেই স্থলে রমাযানকে মাস মর্মে ব্যবহারের লক্ষণ থাকিবে সেই স্থানে শুধু রমাযান বলা মাকরূহ নহে। জমহুরে উলামায়ে কিরাম বলেন, শুধু রমাযান বলা সর্বাবস্থায় জায়িয।

যাহারা শুধু রমাযান বলা মাকরূহ হইবার প্রবক্তা তাহাদের দলীল একটি যঈফ হাদীছ যাহা আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফূ হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, لا تقولوا رمضان فان رمضان اسم من اسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان (তোমরা শুধু রমাযান বলিও না। কেননা, রমাযান হইতেছে আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের একটি নাম। কাজেই তোমরা 'শাহরু রমাযান' বল)। আল্লামা ইবন আদী (রহ.) স্বীয় 'আল কামিল' গ্রন্থে নকল করিয়া ইহাকে যঈফ বলিয়াছেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সহীহ দলীল ব্যতীত রমাযানকে আল্লাহ তা'আলার নাম বলিয়া প্রমাণিত করা যাইবে না। আর যদিও ইহা আল্লাহ তা'আলার নাম বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও ইহা মাকরূহ হওয়া অত্যাবশ্যক নহে।

আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) বলেন, মাশায়িখে কিরাম শুধু রমাযান বলা মাকরূহ মনে করেন না। কেননা, সহীহ হাদীছসমূহে কেবল রমাযান বর্ণিত হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– من صام رمضان ايمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه و عمرة فى رمضان تعدل حجة (যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত ছাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে রমাযানের রোযা রাখিবে তাহার পূর্বেকৃত (সগীরা) গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। আর রমাযানে উমরা পালন করা (ছাওয়াবের দিক দিয়া) একটি হজ্জ পালনের সমতুল্য)। আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) আরও বলেন, মাশহুর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নহে যে, রমাযান আল্লাহ তা'আলার (গুণবাচক) নামসমূহের একটি নাম। 'দিরায়া' গ্রন্থে অনুরূপ আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৬)

فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়)। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, فُتِّحَتْ শব্দটির ت বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠনই অধিক। আর مفعول অধিক হওয়ার কারণে তাশদীদসহ পড়া যায়। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, এই বাক্যের মর্ম হইতেছে تقريبا للرحمة الى العباد (আল্লাহ তা'আলার রহমত বান্দার নিকটবর্তী হওয়া)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৬)

غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ (জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়)। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, غُلِّقَتْ শব্দটি অধিকাংশ তাশদীদসহ পঠিত। আর আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, এই বাক্যের মর্ম হইতেছে تبعيدا للعقاب من النار (আল্লাহ তা'আলার আযাব জাহান্নাম হইতে বান্দা দূরবর্তী থাকা)। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়ার কারণে রমাযানে কাফিরদের মৃত্যুবরণ ও তাহাদেরকে জাহান্নামের শক্তি প্রদানে প্রতিবন্ধক হইবে না। কেননা, প্রতিশ্রুত বড় বড় দরজাসমূহ ছাড়া ছোট একটি দরজা তাহাদের সমাধিস্থল হইতে জাহান্নামের দিকে খোলা রাখার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়াই যথেষ্ট। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৬)

وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ (আর শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়)। صُفِّدَتِ শব্দটির ص বর্ণে পেশ এবং ف বর্ণে তাশদীদসহ যের দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ شدت بالاصفاد (শিকল দ্বারা শক্তভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হয়)। যেমন পরবর্তী রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ (আর শৃঙ্খলিত করিয়া দেওয়া হয় শয়তানগুলিকে) কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ শরীফের ইরশাদসমূহকে ইহার প্রকাশ্য ও প্রকৃত অর্থের উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আর এই সকলই রমাযান মাসের আগমন, ইহার ইয্যত-সম্মান এবং শয়তানগুলিকে মুমিনগণের ক্ষতি সাধন হইতে বিরত রাখার আলামত।

অথবা ইহা দ্বারা রমাযান মাসের ছওয়াব ও ক্ষমার আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর শয়তানগুলির প্ররোচনা হ্রাস পাইবে। কাজেই উহারা যেন শৃঙ্খলিত অবস্থার ন্যায় হইবে। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পরবর্তী রিওয়ায়ত দ্বারা পক্ষপাতিত্ব হয় যে, فتحت ابواب الرحمة (রহমতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়)।

অথবা 'জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়' দ্বারা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের নেক আ'মালের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া মর্ম। ফলে ইহা জান্নাতের প্রবেশের উপায় হইবে। আর 'জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, দ্বারা বান্দা গুনাহের অভিপ্রায় হইতে ফিরিয়া থাকার কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহা তাহাদেরকে জাহান্নামের উপযোগী করিয়া দিত। আর শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলিত করিয়া দেওয়া হয়' দ্বারা মুমিনগণের সামনে তাহাদের কুপ্রবৃত্তিকে সৌন্দর্য্যাকারে প্রকাশ করিয়া পথভ্রষ্ট করা হইতে শয়তানগুলির অক্ষম হওয়ার কথা প্রকাশ করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হয় যে, রমাযান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় তবে লোকদের দ্বারা গুনাহের কর্ম কিভাবে সম্পাদিত হয়?

মুহাদ্দিছগণ ইহার বিভিন্ন জবাব দিয়াছেন।

(ক) শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ করার দ্বারা সকল শয়তান মর্ম নহে; বরং জঘন্য ও দুষ্ট প্রকৃতির শয়তান মর্ম। যেমন কতক রিওয়ায়তে অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) ইহা দ্বারা রমাযান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় জঘন্য ও মন্দ কর্ম কম সংঘটিত হওয়া মর্ম। আর ইহা বাস্তবেও দেখা যায় যে, রমাযান মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় পাপাচারের মাত্রা হ্রাস পায়।

(গ) আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, পাপাচার ও অবাধ্যতা কেবল শয়তানের প্ররোচনার মাধ্যমে সম্পাদিত হওয়া নির্দিষ্ট নহে; বরং কুপ্রবৃত্তি, মন্দ-স্বভাব ও মানবরূপী শয়তানের প্রভাবেও মানুষ পাপাচারে লিপ্ত হয়।

(ঘ) রমাযান মাসে শয়তান শিকল পরানো থাকিলেও অন্যান্য মাসে শয়তানের প্রতারণার দ্বারা যেই মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হইয়াছিল উহার কারণে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৬-১০৭, আইনী ৫ঃ১৮১)

(২৩৮৬) وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِى أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ".

(২৩৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন রমাযান আগমন করে তখন রহমতের দরজাসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং শয়তানগুলিকে শৃঙ্খলিত করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(২৩৮৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৩৮৭) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلْوَانِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى نَافِعُ بْنُ أَبِى أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ". بِمِثْلِهِ.

(২৩৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন রমাযান আগমন করে, অতঃপর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ وَأَنَّهُ إِذَا غُمَّ فِي أَوَّلِهِ أَوْ آخِرِهِ أُكْمِلَتْ عِدَّةُ الشَّهْرِ ثَلاَثِينَ يَوْمًا

অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখার পর রমাযানের রোযা ফরয এবং চাঁদ দেখার পর রোযা ভঙ্গ করা ফরয। মাসের প্রথম এবং শেষ তারিখে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ হইবে

(২৩৮৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ "لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ".

(২৩৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের কথা আলোচনা করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা (রমাযানের) চাঁদ না দেখিয়া রোযা (আরম্ভ) করিবে না এবং (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখিয়া ইফতার করিবে না। যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে তোমরা উহার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لاَ تَصُومُوا الخ (তোমরা চাঁদ না দেখিয়া রোযা (আরম্ভ) করিবে না)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের এই ইরশাদ দ্বারা বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, রাত্রে কিংবা দিবসের যে কোন সময় চাঁদ দেখা যাইবে সেই সময়ই রমাযান মাসের রোযা আরম্ভ করা ফরয। বস্তুতভাবে ইহার মর্ম এইরূপ নহে; বরং হুকুমটি 'পরবর্তী দিনের সুবেহ সাদিক হইতে রোযা রাখা আরম্ভ করার উপর' প্রয়োগ হইবে। দ্বিতীয়তঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকুক কিংবা না, সকল অবস্থায়-ই চাঁদ দেখার পূর্বে রমাযানের রোযা আরম্ভ করা নিষেধ। কিন্তু হাদীছ শরীফের বাক্য فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ (যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে উহার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করিবে) এর দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, আকাশ পরিষ্কার এবং মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থার হুকুম এক নহে। চাঁদ দেখার হুকুমটি আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থার সহিত নির্দিষ্ট। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থার হুকুম ভিন্ন হইবে। কিন্তু বস্তুতভাবে এতদুভয় অবস্থার হুকুমে কোন পার্থক্য নাই; বরং দ্বিতীয় অবস্থাটি প্রথম অবস্থার তায়ীদ মাত্র। ইহার মর্ম হইতেছে, যেই কোন কারণে চাঁদ দেখা না গেলে শাবান কিংবা রমাযান মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে। অধিকন্তু ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য ইরশাদখানা চাঁদের অস্তিত্বের সহিত সম্পর্কশীল নহে; বরং দেখার সহিত সম্পর্কশীল। কাজেই শা'বান মাসের ২৯ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা না গেলে সংশ্লিষ্ট মাস ৩০ দিনের বলিয়া বুঝিতে হইবে। আর যদি উক্ত তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না যায় তাহা হইলেও শা'বান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করিবে। যেমন পরবর্তী রিওয়ায়তে فَاقْدِرُوا لَهُ (৩০ দিন পরিমাণ পূর্ণ কর) বাক্য রহিয়াছে। 'তাজুল উরূস' গ্রন্থকার (রহ.) অভিধানে غُمَّ (মেঘাচ্ছন্ন) শব্দটির প্রয়োগ

বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, غم الهلال على الناس বাক্যটি সেই সময় বলা হয় যখন মানুষ এবং চাঁদের মধ্যস্থলে কোন মেঘ কিংবা অন্য কোন বস্তু পর্দা হইয়া যাওয়ার কারণে চাঁদ দেখা না যায়।

বলা বাহুল্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং চাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া এই হুকুম দিয়াছেন। কেননা, পর্দা হইয়া যাওয়ার দ্বারা বস্তুটির অস্তিত্ব থাকা জরুরী। যেই বস্তুর অস্তিত্ব নাই, উহাকে অস্তিত্বহীন বলা হয়। বাক পদ্ধতিতে উহাকে পর্দার আড়ালে বলা হয় না। আর ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, চাঁদ আচ্ছাদিত বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। উহার মধ্যে যে কোন কারণ উপস্থিত হইয়া চাঁদকে দৃষ্টির অন্তরালে করিবে শরীআতের হুকুম সেই মুতাবিক হইবে। চাঁদ দেখা গেলে রোযা ও ঈদ প্রভৃতি করিবে। অন্যথায় ত্রিশ দিন পূর্ণ করিয়া রোযা ও ঈদ প্রভৃতি করিবে।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় কিংবা অন্য কোন কারণে ২৯শে শাবান দিবাগত রাত্রে চাঁদ দেখা না গেলে ৩০শে শা'বান রোযা রাখা যাইবে কি না এই বিষয়ে ৩টি অভিমত রহিয়াছে।

(ক) ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে উক্ত দিন রমাযানের রোযা হিসাবে রোযা রাখা ওয়াজিব।

(খ) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে উক্ত দিন ফরয কিংবা নফল কোন রোযাই রাখা জায়িয নাই। এমনকি কাযা, কাফ্ফারা ও মানতের রোযাও নহে।

(গ) ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে রমাযানের ফরয রোযা রাখা জায়িয নাই। তাহা ছাড়া অন্যান্য রোযা রাখা জায়িয আছে।

يَوْمُ الشَّكِّ (সন্দেহের দিন)-এ রোযা রাখা জায়িয কি না? মাওয়াহিব ও শরহে মাওয়াহিব গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ يَوْمُ الشَّك -এ রোযা রাখা জায়িয না হইবার দলীল। আর يَوْمُ الشَّكِّ (সন্দেহের দিন) হইতেছে, ২৯ শাবান দিবাগত রাত্রে চাঁদ না দেখা সত্ত্বেও ৩০শে শাবান সম্পর্কে লোকদের মধ্যে রমাযান বলিয়া পরস্পর আলোচনা হওয়া কিংবা এমন ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়া যাহার সাক্ষ্য শরীআতে গ্রহণযোগ্য নহে কিংবা তাহার সাক্ষী কাযী কর্তৃক নাকচ হইয়া গিয়াছে।

কতক বিশেষজ্ঞ يَوْمُ الشَّكِّ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, শাবানের ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না গেলে ৩০শে শাবান يَوْمُ الشَّكِّ (সন্দেহের দিন) হইবে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা যথার্থ নহে; কেননা হাদীছ শরীফের নস দ্বারা ইহা ৩০শে শাবান বলিয়া প্রমাণিত।

আল্লামা শাওকানী (রহ.) বলেন, يَوْمُ الشَّكِّ (সন্দেহের দিন) রোযা রাখা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের আমল বিভিন্ন রূপ পরিলক্ষিত হয়। সাহাবায়ে কিরামের এক জামাআত উক্ত দিনে রোযা রাখা মাকরূহ মনে করিতেন। আর অপর জামাআত রোযা রাখার পক্ষে রহিয়াছেন। আল্লামা আবদুল বার (রহ.) বলেন, যেই সকল সাহাবা (রাযিঃ) يَوْمُ الشَّكِّ -এ রোযা রাখা মাকরূহ মনে করিতেন তাহাদের মধ্যে হযরত উমর বিন খাত্তাব, আলী বিন আবী তালিব, আম্মার, ইবন মাসউদ, হুযায়ফা, ইবন আব্বাস, আবূ হুরায়রা ও আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) রহিয়াছেন। এই বিষয়ে পরবর্তী ২৪০৮নং হাদীছে لَاتَقَدَّمُوْا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَايَوْمَيْنِ হাদীছের ব্যাখ্যায় ইনশাআল্লাহু তা'আলা আলোচনা করা হইবে।

হানাফীগণের মধ্যে البدائع গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, يَوْمُ الشَّك (সন্দেহের দিন)-এ নফল রোযা রাখা, না রাখা কিংবা দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এই তিন প্রকার আমলের কোন্‌টি উত্তম এই বিষয়ে মাশায়িখে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে।

(ক) কতক মাশায়িখ বলেন, নফল রোযা রাখা উত্তম। কেননা হযরত আয়িশা ও হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা উভয়ই يَوْمُ الشَّك -এ নফল রোযার নিয়্যতে রোযা রাখিয়াছেন। আর তাঁহারা বলিতেন,

রমাযানের দিন রোযা না রাখা হইতে শাবানের দিন রোযা রাখা আমাদের কাছে অধিক প্রিয়। তাঁহারা আরও বলিতেন, এই দিনটি হয়তো রমাযানের হইবে কিংবা শাবানের। রোযা রাখা অবস্থায় ইহা রমাযানের রোযা হইবে কিংবা শাবানের হইবে। পক্ষান্তরে রোযা না রাখা অবস্থায় রমাযানের রোযা ভঙ্গ হইবে কিংবা শাবানের রোযা। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনে রোযা রাখাই উত্তম।

(খ) কতক মাশায়িখ বলেন, الافطار افضل (রোযা না রাখা উত্তম)। মুহাম্মদ বিন সালামা অনুরূপ ফতোয়া দিতেন। يَوْمُ الشَّك (সন্দেহের দিন)-এ তাঁহার কাছে একটি পানির মগ রাখিতেন। কেহ ফতোয়া চাহিতে আগমন করিলে মগ হইতে পানি পান করিয়া দেখাইয়া 'সন্দেহের দিন' রোযা না রাখার ফতোয়া দিতেন।

(গ) কতকের মতে, গোপনে রোযা রাখা উত্তম। কিন্তু সাধারণ লোকদেরকে রোযা রাখার জন্য ফতোয়া দিবে না। ইহাতে তাহারা ভুল ধারণায় পতিত হইয়া রমাযানের মধ্যে একটি রোযা বৃদ্ধি করিয়া দিবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে যে, তাঁহার নিকট কেহ يَوْمُ الشَّك -এ রোযা রাখা সম্পর্কে ফতোয়া তলব করিলে তিনি তাহাকে রোযা না রাখার ফতোয়া দিতেন। অতঃপর ফতোয়া তলবকারীকে নিজের দিকে টানিয়া নিয়া গোপনে বলিয়া দিতেন যে, আমি রোযা রাখিয়াছি।

(ঘ) কতক বলেন, দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। অর্থাৎ রোযার নিয়্যত করিবে না আবার পানাহারও করিবে না। অতঃপর দ্বিপ্রহরের পূর্বে রমাযান বলিয়া অবগত হইলে রমাযানের নিয়্যত করিয়া নিবে। অন্যথায় পানাহার করিয়া ফেলিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৭ ও ১০৮)

حَتّٰى تَرَوُا الْهِلَالَ (তোমরা (রমাযানের) চাঁদ না দেখিয়া (রোযা আরম্ভ করিবে না))। ইহা দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি চাঁদ দেখিয়া রোযা আরম্ভ করা মর্ম নহে; বরং কতক লোক চাঁদ দেখা মর্ম। অর্থাৎ কতক লোক চাঁদ দেখিলে সকলের উপর রোযা রাখা ফরয। রমাযানের চাঁদ প্রমাণিত হইবার জন্য জমহুরে উলামার মতে একজন ন্যায় পরায়ণ লোক দেখার সাক্ষ্য দিলেই যথেষ্ট। অপর কতক বিশেষজ্ঞের মতে দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন।

হানাফীগণ জমহুরে উলামার সহিত রহিয়াছেন। তবে ইহাকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কিংবা অন্য কোন অন্তরালের ক্ষেত্রে শর্তায়িত করেন। আকাশ পরিষ্কার থাকা অবস্থায় একদল লোক চাঁদ দেখিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া ব্যতীত চাঁদ দেখা প্রমাণিত হইবে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে রমাযানের রোযা রাখার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ লোকের চাঁদ দেখা গ্রহণীয় হওয়ার প্রমাণ ঃ

عن ابن عمر قال ترائى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم انى رائيته فصام و امر الناس بصيامه - (ابو داود و دار قطنى)

"হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, লোকেরা আমাকে নতুন চাঁদ দেখাইলেন। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলাম যে, আমি রমাযানের চাঁদ দেখিয়াছি। তখন তিনি রোযা রাখিলেন এবং লোকদেরকে রোযা রাখার জন্য হুকুম করিলেন।"

عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت الهلال يعنى رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن فى الناس فليصوموا غدا - (رواه الخمسة الا احمد و رواه ابو داود)

"ইকরামা (রহ.) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আগমন করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি রমাযানের নতুন চাঁদ দেখিয়াছি। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি একক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই বলিয়া সাক্ষ্য দাও। সে

জবাবে আরয করিল, হ্যাঁ। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি 'মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলার রাসূল' বলিয়া সাক্ষ্য দাও। সে জবাবে আরয করিল, হ্যাঁ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে বিলাল! তুমি লোকদের মধ্যে ঘোষণা করিয়া দাও। তাহারা যেন আগামী কাল রোযা রাখে।"

উপর্যুক্ত সকল ব্যাখ্যাই রমাযানের রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রোযা ভঙ্গ তথা শাওয়ালের চাঁদ দেখার ব্যাপারে শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সকল ইমামের মতে শাওয়ালের চাঁদ একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত নহে; বরং দুই জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ কিংবা একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য দেওয়া শর্ত। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে রমাযানের চাঁদ ও শাওয়ালের চাঁদ উভয়টি প্রমাণের জন্য একদল লোকের চাঁদ দেখা শর্ত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৯)

فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ (যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে)। অর্থাৎ فان ستر عليكم (যদি তোমাদের হইতে (চাঁদ) পর্দার অন্তরালে থাকে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, فان غم عليكم বাক্যের অর্থ فان حال بينكم و بينه غيم (যদি তোমাদের এবং চাঁদের মধ্যস্থলে মেঘ অন্তরাল হয়)। আর غم - غمى এবং اغمى - غمى শব্দদ্বয় غ বর্ণে পেশসহ م বর্ণে তাশদীদসহ ও তাশদীদ বিহীন পঠিত। সবগুলি ব্যবহারই সহীহ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৯)

فَاقْدِرُوا لَهُ (তাহা হইলে তোমরা উহার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করিবে)। 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে আছে, অভিধানবিদ বলেন, আরবীগণ কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে قدرت الشئ اقدِرُه و اقدُرُه বলে, এই বাক্যে اقدره ও اقدره -এর د বর্ণে যের এবং পেশ দ্বারা পঠিত। এবং قدرته و اقدرته تقدير সবগুলি শব্দ (পরিমাণ) হইতে একই অর্থে ব্যবহৃত। ইমাম শাফেয়ী, হানাফী এবং জমহুরে উলামার মতে فاقدروا له বাক্যটির অর্থ হইতেছে فاقدروا له تمام الثلاثين يوما (তাহা হইলে তোমরা উহার সময় ত্রিশ দিন পরিমাণ পূর্ণ করিবে)। (এই হিসাবেই হাদীছের অনুবাদ করা হইয়াছে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৯)

(২৩৮৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلاَثِينَ"

(২৩৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের আলোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মুবারক হাতদ্বয়ের (আঙ্গুলগুলি দেখাইয়া) ইঙ্গিত পূর্বক ইরশাদ করিলেন, মাস এতদিনে, এতদিনে এবং এতদিনে হয়। তৃতীয়বার (দেখাইবার সময়) তিনি একটি বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করিয়া নিলেন। কাজেই তোমরা (রমাযানের) চাঁদ দেখিয়া রোযা (শুরু) করিবে এবং (শাওয়ালের) চাঁদ দেখিয়া ইফতার (ঈদ) করিবে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহা হইলে মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا (চন্দ্র মাস এতদিনে, এতদিনে ...)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম এবং দ্বিতীয়বার স্বীয় মুবারক হাতদ্বয়ের সকল আঙ্গুল তথা দশটি আঙ্গুল দ্বারা এবং তৃতীয়বার একটি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটাইয়া (নয়টি আঙ্গুল দ্বারা) ইশারা করিয়া বুঝাইলেন চন্দ্র মাস (অধিকাংশ) ২৯ দিনে হয়। যেমন পরবর্তী

(২৩৯১ নং) হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (চন্দ্র) মাস ২৯ দিনেও হয়। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ হাতদ্বয়ের আঙ্গুল দ্বারা বোধগম্য ইঙ্গিতের উপর ভরসা (বিশ্বস্ত গণ্য) করা জায়িয আছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৯)

(২৩৯০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ "فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلاَثِينَ". نَحْوَ حَدِيثِ أَبِى أُسَامَةَ.

(২৩৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন যে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (চন্দ্র) মাস এতদিনে, এতদিনে এবং এতদিনে হয়। কাজেই আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে। এই হাদীছখানা রাবী আবূ উসামা (রহ.)-এর বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীছের অনুরূপ।

(২৩৯১) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَقَالَ "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". وَقَالَ "فَاقْدِرُوا لَهُ". وَلَمْ يَقُلْ "ثَلاَثِينَ".

(২৩৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন এবং বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের আলোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, (চন্দ্র) মাস তো উনত্রিশ দিনেও হয়। (অতঃপর তিনি স্বীয় মুবারক হাতদ্বয়ের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিয়া বলিলেন) মাস এতদিনে, এতদিনে এবং এতদিনে হয়। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, কাজেই তোমরা উহার সময় পূর্ণ কর। আর (তিনি এই হাদীছে) ثلاثين (ত্রিশ) বলেন নাই।

(২৩৯২) وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ".

(২৩৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই (চন্দ্র) মাস (অধিকাংশ) উনত্রিশ দিনে হয়। কাজেই তোমরা চাঁদ না দেখিয়া (রমাযানের) রোযা (আরম্ভ) করিবে না এবং (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখিয়া ইফতারও করিবে না। আর আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে উহার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ (নিশ্চয়ই মাস উনত্রিশ দিনে হয়)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফের এই ইরশাদ দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় চন্দ্র মাস উনত্রিশ দিনের মধ্যে সীমিত। অথচ চন্দ্র মাস উনত্রিশ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং কখনও ত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে। ইহার জবাব এই যে, চন্দ্রমাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে। অথবা চন্দ্র মাস অধিকাংশ উনত্রিশ দিনে হয়। যেমন হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, ماصمنا مع النبى صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রমাযানের রোযা ত্রিশ দিনে মাস হইতে উনত্রিশ দিনে মাস অধিক পালন করিয়াছি)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় নয়টি রমাযান মাসের অধিকাংশই উনত্রিশ দিনে মাস ছিল। - (ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১০৯-১১০)

(২৩৯৩) وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ".

(২৩৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন মাসআদা বাহিলী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে। যখন তোমরা (নতুন) চাঁদ দেখিবে তখন (রমাযানের) রোযা রাখা আরম্ভ করিবে আর যখন তোমরা (শাওয়ালের) চাঁদ দেখিবে তখন ইফতার (ঈদুল ফিতর) করিবে। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে উহার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করিবে।

(২৩৯৪) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ".

(২৩৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যখন তোমরা (রমাযানের) চাঁদ দেখিবে তখন রোযা আরম্ভ করিবে আর যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখিবে তখন ইফতার (ঈদুল ফিতর) করিবে। আর যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে তাহা হইলে উহার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করিবে।

(২৩৯৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلاَّ أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ".

(২৩৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাস উনত্রিশ রাত বিশিষ্ট হয়। সুতরাং তোমরা চাঁদ না দেখিয়া রোযা শুরু করিবে না এবং (শাওয়ালের) চাঁদ না দেখিয়া তোমরা ইফতারও করিবে না। তবে যদি (শাবানের উনত্রিশ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায়) আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে। আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহা হইলে উহার সময় (ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করিবে।

(২৩৯৬) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ.

(২৩৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, মাস এতদিনে, এতদিনে এবং এতদিনে হয়। আর তৃতীয়বার তিনি একটি বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(২৩৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৩৯৭) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا حَسَنٌ الأَشْيَبُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ " .

(২৩৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়।

(২৩৯৮) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا " .

(২৩৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাহল বিন উছমান (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, (চন্দ্র) মাস এতদিনে, এতদিনে এবং এতদিনে হয়। এই সময়ে প্রথমবার তিনি দশ আঙ্গুল, দ্বিতীয়বার দশ আঙ্গুল এবং তৃতীয়বার নয় আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করিলেন।

(২৩৯৯) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا " . وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِي الصَّفْقَةِ الثَّالِثَةِ إِبْهَامَ الْيُمْنَى أَوِ الْيُسْرَى.

(২৩৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাস এতদিনে, এতদিনে এবং এতদিনে হয়। এই সময় তিনি স্বীয় মুবারক হাতদ্বয় উত্তোলন করিলেন এবং প্রথম দুইবার ইঙ্গিত করিবার সময় হাতদ্বয়ের আঙ্গুলগুলি উঠাইয়া রাখিলেন। আর তৃতীয়বার ইঙ্গিত করিবার সময় ডান কিংবা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটি গুটাইয়া রাখিলেন।

(২৪০০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ". وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ. قَالَ عُقْبَةُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ "الشَّهْرُ ثَلاَثُونَ" وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ.

(২৪০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মাস উনত্রিশ দিনে হয়। এই সময় রাবী শু'বা (রহ.) নিজ উভয় হাত তিনবার ইঙ্গিত করিলেন। তবে তৃতীয় বারে একটি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটাইয়া রাখিলেন। আর রাবী উকবা (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলিয়াছেন, মাস ত্রিশ দিনেও হয়। এই সময় তিনি স্বীয় হাতদ্বয় তিনবার উত্তোলন করিয়া ইঙ্গিত করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(২৩৯২ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৪০১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَعَقَدَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا". يَعْنِي تَمَامَ ثَلاَثِينَ.

(২৪০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন। তিনি ইরশাদ করেন, আমরা উম্মী জাতি। আমরা লিখি না এবং হিসাবও জানি না। (অতঃপর তিনি দুই হাতের আঙ্গুলগুলি তুলিয়া ইশারা করে বলেন,) চন্দ্র মাস এত এত এবং এতদিনে হয়। আর তৃতীয়বার বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করিয়া নিলেন। অতঃপর (পুনরায় অনুরূপ ইরশাদ করিলেন) মাস এত, এত এবং এতদিনে হয়। অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনেও মাস হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ (আমরা উম্মী জাতি)। অর্থাৎ আরব। আর কতক বলেন, ইহা দ্বারা তিনি স্বীয় সত্তা মর্ম নিয়াছেন। أُمِّيَّةٌ শব্দটি ام (মা)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। কেহ কেহ বলেন, আরব জাতি মর্ম। কেননা, তাহাদের অধিকাংশ লিখিতে জানিত না কিংবা امهات (মা-দের) সহিত সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ তাহারা জন্মের সময়ের অবস্থার উপর থাকিয়া যাইতেন কিংবা ام (মা)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। মা-গণ অধিকাংশ লেখা জানিত না। আর কেহ কেহ বলেন, ইহা ام القرى (মূল জনপদ, পবিত্র মক্কা নগরীর অপর নাম)-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত। আর لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ (আমরা লিখি না এবং হিসাবও জানি না) বাক্যটি উহার ব্যাখ্যা। কেননা, পবিত্র মক্কা নগরীর লোকেরা নিরক্ষরই ছিলেন। আরবরা এই পদবীতে সুবিদিত। কারণ তখনকার সময়ে তাহাদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ (তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য হইতে তাহাদেরই একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। -সূরা জুমুআ, ২)। ইহার উপর প্রশ্ন করা যায় না

মুসলিম ফর্মা -১১-২/১

যে, তাহাদের মধ্যে তো এমন লোকও ছিল যাহারা লিখা এবং হিসাব জানিতেন। কেননা, তাহাদের মধ্যে লিখা জানিতেন খুবই কম সংখ্যক। আর হুকুম অধিকাংশের উপর প্রয়োগ হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১০)

وَلَانَحْسُبُ (আর আমরা হিসাবও জানি না)। نحسب শব্দের س বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই স্থলে حساب (গণনা) দ্বারা حساب النجوم (জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদদের গণনা) মর্ম। যাহা সূক্ষ্ম গণনার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। ফলে ইহা শহর ও শিক্ষিত জনপদের জন্য প্রযোজ্য হইলেও পাহাড় ও গ্রামের মানুষেরা অসুবিধায় পতিত হইত। অথচ শরীআত সকলের জন্য পালনীয়। তাই সার্বজনীন বিবেচনায় চন্দ্র মাসের সহিত সম্পর্কিত রোযা ও অন্যান্য ইবাদত পালনের জন্য জ্যোতিষবিদদের গণনায় চাঁদের উদয়ের তারিখ নির্ণয়ের সহিত সম্পর্ক করা হয় নাই। তাই পূর্বে উল্লিখিত হাদীছে فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين (যদি আকাশ মেঘাবৃত থাকে তাহা হইলে তোমরা ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে) ইরশাদ করিয়াছেন। তিনি فسئلوا اهل الحساب (তোমরা জ্যোতিষবিদ ও দার্শনিকগণের কাছে জিজ্ঞাসা কর) ইরশাদ করেন নাই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবার হুকুম থাকায় مكلفون (আদিষ্টগণ)-এর মধ্যে মতানৈক্য ও বাদানুবাদের কোন অবকাশ নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১০)

(২৪০২) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي ثَلاَثِينَ.

(২৪০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আসওয়াদ বিন কায়স (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। 'তবে (হাদীছের) দ্বিতীয় (অংশে উল্লিখিত) মাসটি ত্রিশ দিনে হয়।' কথাটি তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(২৪০৩) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما رَجُلاً يَقُولُ اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النِّصْفِ فَقَالَ لَهُ مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا". وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ "وَهَكَذَا". فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ".

(২৪০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন উবায়দা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) এক ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিলেন। তিনি বলিতেছেন, (অদ্য) রাত্রি অর্ধ (মাসের) রাত্রি। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাকে কে বলিয়াছে যে, অদ্য অর্ধ (মাসের) রাত্রি। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি দুইবার দুই হাতের দশ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিয়া ইরশাদ করিলেন। মাস এতদিনে, এতদিনে অতঃপর তৃতীয় বার তিনি একটি বৃদ্ধাঙ্গুলি গুটাইয়া কিংবা (রাবীর সন্দেহ) ভাঁজ করিয়া রাখিয়া বাকী সকল আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিয়া ইরশাদ করিলেন এবং এতদিনে হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَبَسَ أَوْ خَنَسَ (গুটাইয়া কিংবা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া) বাক্যটি রাবী সন্দেহসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। خنس শব্দটি خ এবং ن বর্ণ দ্বারা পঠিত। ইহা حبس (গুটাইয়া) রিওয়ায়ত হইতে উত্তম। আর حبس শব্দটি ح এবং ب বর্ণ দ্বারা পঠিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১০)

(২৪০৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ يَوْمًا ".

(২৪০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন তোমরা (রমাযানের) চাঁদ দেখিবে তখন রোযা আরম্ভ করিবে। আর যখন তোমরা (শাওয়ালের) চাঁদ দেখিবে তখন ইফতার (ঈদ) করিবে। তবে যদি (উনত্রিশে রমাযান) আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে।

(২৪০৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلاَّمٍ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ ".

(২৪০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুর রহমান বিন সাল্লাম জুমাহী (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা (শুরু) করিবে এবং চাঁদ দেখিয়া ইফতার (ঈদুল ফিতর) করিবে। তবে আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তাহা হইলে তোমরা সংখ্যা (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করিবে।

(২৪০৬) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ".

(২৪০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা আরম্ভ করিবে এবং চাঁদ দেখিয়া ইফতার করিবে। আর যদি আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে তাহা হইলে মাস ত্রিশ দিনে পূর্ণ করিবে।

(২৪০৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْهِلاَلَ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ ".

(২৪০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা যখন (রমাযানের নতুন) চাঁদ দেখিবে তখন রোযা আরম্ভ করিবে আর যখন (শাওয়ালের নতুন) চাঁদ দেখিবে তখন ইফতার করিবে। তবে যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে সংখ্যা ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে।

(২৪০৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ".

(২৪০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রমাযানের একদিন কিংবা দুইদিন আগে হইতে রোযা আরম্ভ করিবে না। তবে সেই ব্যক্তি যে এই সময় রোযা পালনে অভ্যস্ত হয় তাহা হইলে সে সেই দিন রোযা রাখিতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ (তোমরা রমাযানের একদিন কিংবা দুইদিন আগে হইতে রোযা আরম্ভ করিবে না)। উলামায়ে কিরাম বলেন, এই হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, لاتستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط رمضان (সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে রমাযানকে তোমরা রমাযানের নিয়্যতে (এক কিংবা দুইটি) রোযা রাখার মাধ্যমে অগ্রগামী করিবে না)। আল্লামা তিরমিযী (রহ.) বলেন, এই হাদীছের উপর আহলে ইলমের আমল রহিয়াছে। তাহারা মনে করেন রমাযান মাস প্রবেশের পূর্বে তড়িঘড়ি করিয়া কোন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা মাকরূহ। আর আলোচ্য হাদীছে একদিন কিংবা দুইদিন উল্লেখ করার উপর সীমাবদ্ধ (اقتصر) করিবার কারণ হইতেছে যে, সাধারণত যাহারা এইরূপ করেন তাহাদের অধিকাংশ একদিন কিংবা দুইদিনই (রোযা) করিয়া থাকেন। কিংবা প্রশ্নকারীর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে একদিন কিংবা দুইদিন উল্লেখ করা হইয়াছে। 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين فقلنا يا رسول الله الا نتقدم قبله بيوم او يومين فغضب و قال لا . (হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা আরম্ভ করিবে এবং চাঁদ দেখিয়া ইফতার করিবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে তোমরা গণনার ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে। তখন আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি রমাযানের পূর্বে একদিন কিংবা দুইদিন রোযা রাখিতে পারি না? তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, না)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রশ্নকারী এই দুইটি সংখ্যা উল্লেখ করিবার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংখ্যাদ্বয় তথা একদিন কিংবা দুইদিন নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশের মতে, রমাযানের পূর্বে রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞাটি শা'বান মাসের ১৬ তারিখ হইতে আরম্ভ হয়। তাহাদের দলীল নিম্নোক্ত হাদীছ–

عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابى هريرة مرفوعا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا - (اخرجه اصحاب السنن)

(আলা বিন আবদুর রহমান হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফূ হাদীছরূপে রিওয়ায়ত করেন যে, যখন শা'বান মাস অর্ধেক হইয়া যাইবে, ইহার পর তোমরা রোযা রাখিবে না)। -আসহাবুস সুনান, ইবন হিব্বান প্রমুখ উহাকে সহীহ বলিয়াছেন। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মধ্য হইতে الروياني বলেন, অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ দ্বারা রমাযানের আগে একদিন কিংবা দুইদিন রোযা রাখা হারাম বলিয়া প্রমাণিত হয়। আর আসহাবুস সুনানের হাদীছ শা'বান মাসের অর্ধেকের পর রোযা করা মাকরূহ প্রমাণিত হয়।

জমহূরে উলামা বলেন, শা'বান মাসের অর্ধেকের পর নফল রোযা রাখা জায়িয আছে। তাহারা বলেন, আসহাবে সুনান কর্তৃক 'আলা বিন আবদুর রহমান সূত্রে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফু হিসাবে বর্ণিত হাদীছখানা যঈফ।

অধিকন্তু অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছের মর্মার্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের আগে দুই দিনের বেশী রোযা রাখা জায়িয। আর আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন, اذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يكون رمضان (যখন শা'বানের অর্ধেক হইয়া যায় তখন (নফল) রোযা রাখা হইতে বিরত থাক। যাহাতে রমাযানের রোযা যথাযথভাবে পালন করিতে সক্ষম হও)। -এই হাদীছ হাসান। কাজেই অনুচ্ছেদের হাদীছ জায়িয হওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে এবং নিষেধাজ্ঞার হাদীছ উত্তম হওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (বিস্তারিত ২৩৮৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১১)

(২৪০৯) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

(২৪০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন বিশর হারীরী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ইয়াহইয়া বিন কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৪১০) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ " إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ".

(২৪১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম করিলেন যে, তিনি এক মাস পর্যন্ত তাঁহার বিবিদের কাছে যাইবেন না। ইমাম যুহরী (রহ.) উরওয়া (রহ.)-এর সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন উনত্রিশ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল আমি উহা হিসাব রাখিয়াছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসিলেন। আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তিনি আমার হইতেই আরম্ভ করিলেন। এই সময় আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাস পর্যন্ত আমাদের নিকট না আসার কসম করিয়াছিলেন। অথচ আপনি উনত্রিশ তারিখের পরই চলিয়া আসিয়াছেন। আমি তাহা গণনা করিয়া রাখিয়াছিলাম। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে। (এই মাস উনত্রিশ দিনে ছিল)।

(২৪১১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْنَا إِنَّمَا الْيَوْمُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ . فَقَالَ "إِنَّمَا الشَّهْرُ" . وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَحَبَسَ إِصْبَعًا وَاحِدَةً فِي الآخِرَةِ .

(২৪১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মাস স্বীয় স্ত্রীগণ হইতে পৃথক থাকেন। অতঃপর উনত্রিশ দিন পরে তিনি বাহির হইয়া আমাদের কাছে আসিলেন। আমরা আরয করিলাম, আজকে উনত্রিশ দিন শেষ হইল। তখন তিনি তাঁহার দুই হাত (-এর আঙ্গুলগুলি খুলিয়া) তিনবার ইশারা করিয়া শেষবার একটি আঙ্গুল গুটাইয়া রাখিয়া বলিলেন, মাস অনুরূপ (উনত্রিশ দিন)ও হয়।

(২৪১২) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما يَقُولُ اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ" . ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ ثَلاَثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كُلِّهَا وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا .

(২৪১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ ও হাজ্জাজ বিন শায়ির (রহ.) তাহারা ... হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় বিবি সাহেবাগণ হইতে এক মাসের জন্য পৃথক থাকিলেন। অতঃপর উনত্রিশ দিনের (পরের) সকালে তিনি আমাদের কাছে তশরীফ আনিলেন। আমাদের মধ্য হইতে কেহ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ উনত্রিশ তারিখ (সমাপনের) সকাল বেলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক হাতদ্বয়ের সকল আঙ্গুলগুলি খুলিয়া দুইবার ইশারা করিলেন এবং তৃতীয়বার নয়টি আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করিলেন।

(২৪১৩) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَلَفَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا غَدَا عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا . قَالَ "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا" .

(২৪১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি জানান, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পরিবারের

কতকের কাছে একমাস যাইবেন না বলিয়া শপথ করেন। অতঃপর উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন তিনি সকাল কিংবা বিকালে তাহাদের নিকট গমন করিলেন। তখন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলা হইল যে, হে নবী আল্লাহ! আপনি তো এক মাস আমাদের নিকট আগমন না করার কসম করিয়াছিলেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে।

(২৪১৪) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(২৪১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... ইবনু জুরাইজ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৪১৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضى الله عنه قَالَ ضَرَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ عَلَى الأُخْرَى فَقَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا " . ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا.

(২৪১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় এক হাত অপর হাতের সহিত মিলাইয়া ইরশাদ করিলেন, মাস এইভাবে এইভাবে হয়। অতঃপর তৃতীয়বার তিনি একটি আঙ্গুল গুটাইয়া রাখিলেন।

(২৪১৬) وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " . عَشْرًا وَعَشْرًا وَتِسْعًا مَرَّةً.

(২৪১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... সা'দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি প্রথমবার দশ, দ্বিতীয়বার দশ এবং তৃতীয়বার নয়টি আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া ইরশাদ করিলেন, মাস এইভাবে, এইভাবে এবং এইভাবে হইয়া থাকে।

(২৪১৭) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُهْزَاذَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ وَسَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ فِي هٰذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمَا.

(২৪১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন কুহযায (রহ.) তিনি ... ইসমাঈল বিন আবূ খালিদ (রহ.) হইতে এই সনদে উপর্যুক্ত দুইখানা হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوُا الْهِلاَلَ بِبَلَدٍ لاَ يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য তাহাদের নতুন চাঁদ দেখা তাহাদের জন্য গ্রহণযোগ্য। কাজেই কোন শহরের লোক নতুন চাঁদ দেখিলে তাহাদের জন্য প্রযোজ্য এই হুকুম তাহাদের হইতে দূরবর্তী শহরের জন্য প্রযোজ্য নহে

(২৪১৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلاَلَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلاَلَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلاَثِينَ أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ أَوَلاَ تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَشَكَّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي.

(২৪১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... কুরাইব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল ফযল বিনত হারিছ তাহাকে সিরিয়ায় হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর কাছে প্রেরণ করেন। রাবী (কুরায়ব) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌঁছিলাম এবং তাহার নির্দেশিত কাজটি সমাধা করিলাম। আর আমি সিরিয়ায় থাকা অবস্থায় রমযানের নতুন চাঁদ দেখা গেল। আর আমি জুমুআর দিন সন্ধ্যায় নতুন চাঁদ দেখিলাম। অতঃপর (রমাযান) মাসের শেষ দিকে মদীনা মুনাওয়ারায় আসিলাম। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং নতুন চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, কখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখিয়াছিলে। আমি বলিলাম, আমরা জুমুআর দিন সন্ধ্যায় দেখিয়াছি। অতঃপর বলিলেন, তুমি চাঁদ দেখিয়াছিলে? আমি বলিলাম হ্যাঁ, আমি দেখিয়াছি এবং লোকেরাও দেখিয়াছে। তাহারা রোযা রাখিয়াছে এবং হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)ও রোযা রাখিয়াছেন। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমরা শনিবার সন্ধ্যায় (রমাযানের) নতুন চাঁদ দেখিয়াছি। সুতরাং আমরা রোযা পালন করিতে থাকিব যেই পর্যন্ত না ত্রিশ দিন পূর্ণ হয় কিংবা (শাওয়ালের নতুন) চাঁদ দেখিব। আমি বলিলাম, হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)-এর চাঁদ দেখা এবং তাহার রোযা রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নহে? তিনি বলিলেন, না, যথেষ্ট নহে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এইরূপ করার জন্য হুকুম দিয়াছেন। আর রাবী ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) نكتفى (আমাদের জন্য যথেষ্ট) কিংবা تكتفى (আপনার জন্য যথেষ্ট) সন্দেহসহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনুরূপই করার নির্দেশ দিয়াছেন)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের জন্য তাহাদের চাঁদ দেখা তাহাদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। অন্য দেশের মানুষের জন্য নহে। সুতরাং কোন দেশের লোক যদি নতুন চাঁদ দেখে তবে এই হুকুম তাহাদের হইতে দূরবর্তী দেশীয় লোকদের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

সূর্য এবং চাঁদের উদয় সময় বিভিন্নতার বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত এবং ইহাকে অস্বীকার করার অবকাশ নাই। কেননা, অনেক সময় দুইটি শহরের দূরত্বের কারণে চাঁদের উদয় বিভিন্ন হইয়া যায় যে, এক শহরে এক তারিখ এবং অন্য শহরে অন্য তারিখ গণনা করিতে হয়। অনুরূপ একই সময়ে কোন শহরে সুবহে সাদিক এবং কোন শহরে সূর্যোদয়। কোন শহরে সূর্যাস্ত আবার কোন শহরে অর্ধরাত্রি। যাহার বিস্তারিত বিবরণ علم هيئت وافلاك -এর কিতাব অধ্যয়নের দ্বারা জানা যায়। -(শরহে কানজ)

যাহা হউক চাঁদ এবং সূর্যের উদয় সময় বিভিন্নতা হওয়া একটি প্রকাশ্য, বাস্তব এবং প্রমাণিত বস্তু। ফলে ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। অধিকন্তু উম্মতের সকল উলামায়ে কিরামের এই বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, রমাযানের রোযা ছাড়া অন্য সকল ইবাদতের মাসয়ালা-মাসায়িল ও আহকামে শরীআ এই উদয় সময়ের বিভিন্নতা গ্রহণীয় হইবে এবং প্রত্যেক শহরের মানুষ নিজ নিজ উদয়-অস্তের সময় অনুযায়ী আমল করিবে।

এই কারণেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়, দৈনন্দিন সাহরী, ইফতার, যাকাতের মাসায়িল, দুই ঈদ, কুরবানী এবং ইদ্দত প্রভৃতির জন্য প্রত্যেকের নিজ নিজ শহরের উদয়-অস্তের ভিত্তিতে কার্যকর হইবে। ইহাতে উম্মতে মুসলিমার দ্বিমত নাই। তবে শুধু রমাযানের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে মতানৈক্য হইয়াছে যে, চাঁদ উদয়স্থল ও সময়ের এই ভিন্নতা গ্রহণীয় হইবে কি না? এই বিষয়ে প্রধানতঃ দুই অভিমত দেখা যায়।

(ক) ইমাম শাফেয়ী, ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহ.) প্রমুখের মতে চাঁদ উদয় সময়ের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য। প্রত্যেক (দূরবর্তী) শহরের অধিবাসীগণ নিজ নিজ দেশের নতুন চাঁদ দেখা মুতাবিক রোযা রাখিবে। আর ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর এক অভিমত। হানাফী মতাবলম্বী বিশিষ্ট আলিম আল্লামা হাফিয যায়লয়ী (রহ.) স্বীয় তাবয়ীনুল হাকায়িক শরহে কাঞ্জুদ্দাকায়িক গ্রন্থের ১ঃ৩২১ পৃষ্ঠায় লিখেন, দূরবর্তী দুই দেশের মধ্যে উদয় সময় বিভিন্নতা আমাদের মতেও গ্রহণযোগ্য।

চাঁদের তারিখ একদিন কিংবা দুইদিন বেশ-কম হয় এমন দূরবর্তী কোন শহর ও দেশের নতুন চাঁদ দেখা অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য নহে; বরং প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ নতুন চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করিয়া রোযা রাখিবে। মুতায়াখখিরীনে হানাফী উলামায়ে কিরাম ইহার উপরই ফতোয়া দিয়াছেন। -(আল বাদাঈস সানায়ী ২ঃ৮৩)

(দুই) ইমাম আযম আবূ হানীফা (এক রিওয়ায়ত মতে), ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (রহ.) প্রমুখের মতে রমাযানের নতুন চাঁদ প্রমাণের জন্য উদয় স্থল ও সময়ের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নহে। কাজেই এক শহরে চাঁদ দেখিলে এবং উহা শরীআত সম্মতভাবে প্রমাণিত হইলে সকল শহরের মুসলমানদের উপর রোযা রাখা ফরয হইবে।

আল্লামা হুসায়ন আহমদ মাদানী (রহ.) স্বীয় 'মাআরিফুল মাদানিয়্যাহ শরহে সুনানু তিরমিযী' গ্রন্থের ৩ঃ২৩ পৃষ্ঠায় লিখেন, দ্বিতীয় মত এই যে, চাঁদ উদয় সময় বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নহে। ইহা প্রকাশ্য রিওয়ায়ত। হানাফী, মালিকী এবং হাম্বলী মাযহাবের মতে ইহাই গ্রহণীয়। তবে যদি দুই দেশের মধ্যে এতখানি দূরত্ব হয় যাহাতে চাঁদের তারিখ একদিন কিংবা ইহার অধিক দিন কম-বেশী হইয়া যায় তাহা হইলে এই রকম দুই দেশের মধ্যে চাঁদ উদয় সময়ের বিভিন্নতা গ্রহণীয় হইবে। কেননা, হাদীছ শরীফে প্রকাশ্যভাবে বলা হইয়াছে, মাস ২৯ দিনের কম এবং ৩০ দিনের বেশী হইবে না। কাজেই যেই স্থানে ইহার বিপরীত করা জরুরী হয় সেই স্থানে উহার উপর আমল করা যাইবে না। কেননা, মাস ২৮ কিংবা ৩১ দিনে হওয়া অত্যাবশ্যক হয়। -(শামী)

রমাযানের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে উপর্যুক্ত দুইটি মতের উপস্থাপকগণের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চারি ইমাম রহিয়াছেন। আর মূল মতবিরোধ ইহাই। অবশ্য পরবর্তীতে দুই মতের অনুসারীগণ উক্ত মতদ্বয়ের সমর্থনে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। সকল মত উপস্থাপন করিয়া মাসয়ালা দীর্ঘায়িত করা যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রকাশ থাকে যে, উভয় মতের প্রবক্তাগণের দলীল প্রায় একই। যেমন পবিত্র কুরআন মজীদের বাণী فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (কাজেই তোমাদের মধ্যে যেই লোক এই মাসটি পাইবে সে এই মাসে রোযা রাখিবে। -সূরা বাকারা ১৮৫)

যাহারা চাঁদ উদয় স্থল ও সময়ের বিভিন্নতা গ্রহণ করেন না তাহারা আয়াতে من শব্দটিকে عام (ব্যাপক) অর্থে প্রয়োগ করেন। আর যাহারা চাঁদ উদয় স্থল ও সময়ের ভিন্নতা গ্রহণ করেন তাহারা من শব্দটিকে خاص (সীমিত) সম্বোধন অর্থে প্রয়োগ করেন।

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) স্বীয় 'মাআরিফুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেন, এই একটি মাত্র আয়াত রোযা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাসয়ালা-মাসায়িলের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। شهد শব্দটি شهود হইতে গঠিত। ইহার অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে الشهر অর্থ মাস। এই স্থানে অর্থ রমাযান মাস। কাজেই আয়াতখানার অর্থ দাঁড়াইল এই যে, তোমাদের মধ্য হইতে যেই ব্যক্তি রমাযান মাসে উপস্থিত থাকিবে অর্থাৎ বর্তমান থাকিবে তাহার উপর গোটা রমাযান মাসের রোযা কর্তব্য। রমাযান মাস উপস্থিত বা বর্তমান থাকার অর্থ হইল, রমাযান মাসটিকে এমন অবস্থায় পাওয়া যাহাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম এবং হায়িয-নিফাস হইতে পাক অবস্থায় রমাযান মাস বর্তমান থাকা।

যেই সকল দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হইয়া থাকে সেই সকল দেশে বাহ্যতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ রমাযান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সেই দেশের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফিকহবিদগণের মধ্যে আল্লামা হালওয়ানী ও কেবালী (রহ.) প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও অনুরূপ ফতোয়া দিয়াছেন যে, তাহাদের উপর নিজেদের দিন রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম বর্তাইবে। অর্থাৎ যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে সাদিক হইয়া যায়, সেই দেশে ইশার নামায ফরয হয় না। -(শামী)

ইহার তাকাদা হইল এই যে, যেই দেশে ছয় মাসের দিন-রাত্রি হয় সেই স্থানে বৎসরে পাঁচ ওয়াক্ত এবং যেই দেশে মাগরিবের পরপর সুবহে সাদিক হইয়া যায় সেই দেশে চার ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। রমাযান আদৌ আসিবে না। হাকীমুল উম্মত হযরত থানুবী (রহ.) স্বীয় 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' গ্রন্থে রোযা সম্পর্কে এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। (মাঃ কুঃ)

হাদীছ শরীফের দলীল,

عن ابى عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان لاتصوموا حتى تروا الهلال ولاتفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له -

(হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের কথা আলোচনা করিয়া ইরশাদ করেন, তোমরা রোযা রাখা আরম্ভ করিবে না যে পর্যন্ত না নতুন চাঁদ দেখিবে। অনুরূপ তোমরা ইফতার (ঈদ) করিবে না যে পর্যন্ত না (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখিবে। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে তোমাদের হইতে চাঁদ গোপন থাকে তাহা হইলে (শাবান মাস ত্রিশ দিন) পরিমাণ পূর্ণ করিবে। -(সহীহ বুখারী ১৭৮৫ নং হাদীছ)

عن محمد بن زياد قال سمعت ابا هريرة رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرويته وافطروا لرويته فان غم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين -

মুহাম্মদ বিন যিয়াদ (রহ.) হইতে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা (রমাযানের নতুন) চাঁদ দেখিয়া রোযা আরম্ভ করিবে এবং (শাওয়ালের নতুন) চাঁদ দেখিয়া ইফতার (ঈদ) করিবে। যদি মেঘের কারণে তোমাদের হইতে উহা গোপন থাকে তবে (শাবান) মাস পূর্ণ কর ত্রিশ দিনে। -(সহীহ মুসলিম ২৪০৬ নং হাদীছ)

এই দুইখানা হাদীছের মধ্যে 'তোমরা' বলিয়া সম্বোধনটি দেশ ও এলাকা বিশেষ خاص (সীমিত) অর্থে প্রয়োগ হইবে। কেননা, হাদীছের শেষে خاص (সীমিত) সম্বোধন অর্থে প্রয়োগ فان غم عليكم (যদি মেঘের কারণে চাঁদ তোমাদের হইতে গোপন থাকে) বাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুকুমটি মেঘে ঢাকা এলাকার জন্য সীমিত। আর ইহা পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত যে, পৃথিবীর সকল দেশে একই সঙ্গে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে না। এমনকি এক দেশের এক শহরে মেঘ থাকিলে অন্য শহরে আকাশ স্বচ্ছ থাকে। হ্যাঁ, ছোট দেশ হইলে ঘটনাক্রমে কখনও হয়তো দেশের সকল শহরে একসাথে মেঘাচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

এতদুভয় হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে নিকটস্থ শহরসমূহ এবং দুরবর্তী শহর বা দেশের হুকুম এক নহে।

অন্য হাদীছে আছে

عن ابن عمر قال ترا الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم انى رايته فصام وامر الناس بصيامه - (رواه ابو داؤد - دارمى)

(হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা বহু লোক মিলিত হইয়া (রমাযানের) নতুন চাঁদ দেখিতে এবং দেখাইতে লাগিল। আমি উহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইয়া বলিলাম যে, আমি (রমাযানের) নতুন চাঁদ দেখিয়াছি। তখন তিনি নিজেও রোযা রাখিলেন এবং লোকদেরকেও রোযা রাখার জন্য হুকুম দিলেন। -(আবূ দাউদ, দারেমী)

عن ابن عباس قال جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان فقال اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم قال اتشهد ان محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال اذن فى الناس ان يصوموا غدا -

(আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একজন বেদুঈন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি নতুন চাঁদ তথা রমাযানের নতুন চাঁদ দেখিয়াছি। তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি 'আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই' এই কথার সাক্ষ্য প্রদান কর? সে আরয করিল, হ্যাঁ। তিনি (পুনরায়) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল' বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান কর। সে জবাবে আরয করিল, হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে বিলাল! মানুষের কাছে ঘোষণা করিয়া দাও, তাহারা যেন আগামী দিন রোযা রাখে। -(আবূ দাউদ ৩২০ পৃ. তিরমিযী ১৪৮ পৃ.)

عن ابى عمير بن انس عن عمومة له من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاؤا الى النبى صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم راو الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا و اذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم - (رواه ابو داؤد والنسائى)

(হযরত আবূ উমায়র বিন আনাস তাঁহার এক চাচা হইতে বর্ণনা করেন যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের একজন ছিলেন ঃ একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট একদল আরোহী (৩০শে রমাযান দ্বিপ্রহরের সময়) আসিয়া সাক্ষ্য দিলেন যে, তাঁহারা গতকল্য (রমাযানের ২৯ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যায় শাওয়ালের) নতুন চাঁদ দেখিয়াছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে ইফতার করিয়া রোযা ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন। (ঈদের নামাযের সময় না থাকায়) পরের দিন (২রা শাওয়াল) সকালে সকলেই ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হইলেন। -(আবূ দাউদ, নাসায়ী)

উপর্যুক্ত তিনখানা হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যের চাঁদ দেখার প্রমাণের ভিত্তিতে রোযা রাখা এবং ইফতার তথা ঈদ করার আমল প্রমাণিত হইয়াছে। যাহাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয় ঃ

প্রথম দুইটি হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমাযান মাসের নতুন চাঁদ প্রমাণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা জরুরী নয়। হানাফী মাযহাব মতে যদি আকাশ মেঘে কিংবা অন্য কোন কারণে ঢাকা থাকে তবে একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং আকাশ স্বচ্ছ থাকিলে এক জামাআত মুসলমানের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ প্রমাণিত হইবে এবং সকলকে রোযা রাখিতে হইবে।

* সেই সময় হয়তো মদীনার আকাশ স্বচ্ছ ছিল না। তাই একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা রাখার হুকুম দিয়াছিলেন।

* প্রথম দুইটি হাদীছে উল্লিখিত চাঁদ প্রদর্শনকারী মদীনার উপকণ্ঠের অপর কোন শহর কিংবা গ্রাম হইতে আগত। কারণ তাহারা শাবানের ২৯ তারিখ দিবাগত রাত্রিতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ফলে তাহারা দূরবর্তী কোন শহর কিংবা দেশ হইতে আগমন করেন নাই। যেই দুই শহরের মধ্যে চাঁদের তারিখ কম-বেশী হয় না তাহাতে উদয় সময়ের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নহে। ইহাতে সকল ইমাম একমত।

* তৃতীয় হাদীছখানা মিশকাত গ্রন্থকার মিশকাত শরীফের ১২৭ পৃষ্ঠায় সংকলন করিয়াছেন। মিশকাতের হাশিয়া লিখক বলেন, ঐ বছর মদীনা মুনাওয়ারায় ২৯শে রমাযান দিবাগত রাত্রে শাওয়ালের চাঁদ দেখা যায় নাই। তাই মদীনাবাসী ৩০শে রমাযান রোযা রাখিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় ঐ দিন দ্বিপ্রহরে একদল সাওয়ারী অন্য শহর হইতে আসিলেন এবং তাহারা সাক্ষ্য দিলেন যে, নিশ্চয়ই তাহারা ২৯ তারিখ দিবাগত রাত্রিতে চাঁদ দেখিয়াছেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের এই সংবাদ গ্রহণ করিয়া সকলকে রোযা ছাড়িয়া দেওয়ার হুকুম দিলেন এবং পরের দিন (২রা শাওয়াল) ঈদের নামায পড়ার হুকুম দিলেন।

* সাওয়ারী দল রমাযানের ২৯ তারিখ চাঁদ দেখার পর মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছা পর্যন্ত নিদ্রার ৬ ঘন্টা বাদ দিয়া মোটামুটি ১৫ ঘণ্টা সফর করিয়াছেন। ঘোড়া, উট, গাধায় আরোহণ করিয়া প্রতি ঘণ্টা দশ কিলো. চলিলেও বেশীর চাইতে বেশী ১৫০ কিলো. অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। আর ২ থেকে ৪ শত কিলো-এর মধ্যে চাঁদ উদয়ের দিন তারিখ সাধারণতঃ কম-বেশী হয় না।

* ইফতারের (শাওয়ালের নতুন চাঁদ গ্রহণের) জন্য হানাফী মাযহাব মতে একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিমের সাক্ষ্য যথেষ্ট নহে। অন্ততঃ দুইজন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন। এই হাদীছে সাক্ষীর সংখ্যা যথেষ্ট আছে। এই সকল ক্ষেত্রে রমাযানের চাঁদ উদয় সময়ের বিভিন্নতা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নহে।

অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছে হযরত কুরায়ব (রহ.) রমাযানের শেষ দিকে শাম দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানাইলেন যে, তাহারা তথায় জুমুআর রাত্রে রমাযানের নতুন চাঁদ দেখিয়াছেন এবং সেই স্থানের আমীর হযরত মু'আবিয়া (রাযিঃ)সহ সকলেই রোযা রাখিয়াছেন। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা মদীনা মুনাওয়ারার আকাশে শনিবার রাত্রে চাঁদ দেখিয়াছি। আমরা আমাদের দেখার ভিত্তিতে ত্রিশ দিন পূর্ণ করিব কিংবা ২৯শে দিবাগত রাত্রে শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখিয়া ঈদ করিব। অতঃপর তিনি স্বপ্রমাণে বলিলেন, অনুরূপই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়াছেন। তথা চাঁদের উদয়ের সময়ের বিভিন্নতা একদিন বা ততোধিক কম-বেশী হইলে নিজ নিজ শহরের দেখা মুতাবিক আমল করিতে হইবে।

হযরত কুরায়ব (রহ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছের শেষ অংশ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) ইজতিহাদের ভিত্তিতে অনুরূপ করেন নাই; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

হাদীছ শরীফ কুরআন মজীদের ব্যাখ্যা। ফলে উল্লিখিত আয়াতে من শব্দটিকে عام (ব্যাপক) সম্বোধন অর্থে প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকিলেও خاص (সীমিত) সম্বোধন অর্থে প্রয়োগ প্রাধান্য হইবে। কেননা ইসলামের প্রাথমিক

প্রায় ১০০০ বৎসর পর্যন্ত ২/৩ হাজার মাইল দূরবর্তী দেশে চাঁদ দেখার বিষয়টি সর্বসাধারণের জানার কোন উপায় ছিল না। আর ইসলামী বিধান সার্বজনীন। এক (২৪০১ নং) হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমরা উম্মী জাতি, লিখিতে জানি না, হিসাবও জানি না। তবে মাস হয় এত, এত ও এতদিনে (এই বলিয়া তিনি দুই হাতের দশ আঙ্গুল তিনবার দেখাইলেন) এবং তৃতীয়বার (এক হাতের) বৃদ্ধা আঙ্গুল বন্ধ রাখিলেন (তথা মাস ২৯ দিনে হয়)। অতঃপর এত, এত ও এতদিনে অর্থাৎ পূর্ণ ত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে।

এই কারণেই আল্লামা আবদুল বার (রহ.) বলেন, রমাযানের চাঁদ উদয় স্থল ও সময় বিভিন্নতা গৃহীত হওয়ার উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, খুরাসান শহরে চাঁদ দেখার উপর অন্দুলুস অধিবাসীদের জন্য সেই মোতাবিক রোযা রাখা জরুরী নয়।

সারকথা নিকটবর্তী শহরসমূহ (যাহা চন্দ্র মাসের তারিখে কম-বেশী হয় না) উদয় সময়ের বিভিন্নতা গৃহীত নহে। আর দূরবর্তী শহর ও দেশসমূহের (যাহাতে চন্দ্র মাসের তারিখ কম-বেশী হয় যেমন সউদী আরব ও বাংলাদেশ) উদয় সময়ের বিভিন্নতা গৃহীত হইবে। অর্থাৎ সাউদী আরবের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে বাংলাদেশের লোকদের রোযা রাখা ফরয হইবে না; বরং প্রত্যেকই নিজ নিজ দেশে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করিবে।

হানাফী আলিমগণের ফতোয়া হইতেছে যে, চাঁদের উদয় সময়ের বিভিন্নতা গ্রহণীয় হইবে এবং প্রত্যেক দেশীয় মানুষ নিজ নিজ উদয় স্থল ও সময় অনুযায়ী আমল করিবে। এক দেশের চাঁদ দেখা দূরবর্তী অন্য দেশের জন্য রোযা রাখা জরুরী নয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১২, ১১৪ ও অন্যান্য)

বর্তমানে উদ্ভূত বিষয়ের সমাধান

ইসলামের চৌদ্দশত বৎসর পর বাংলাদেশে কতক স্থানে হানাফী মতাদর্শের দোহাই দিয়া সৌদী আরবের সহিত রোযা ও ঈদ প্রভৃতি আদায় করা আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে ডঃ মুফতী মাওলানা এ.কে.এম. মাহবুবুর রহমান প্রমুখ একটি গবেষণা পত্র লিখিয়াছেন। যাহার একটি কপি আমার হাতে পৌঁছিয়াছে। উক্ত গবেষণা পত্রে তিনি লিখেন রোযা, ঈদ, কুরবানী, তাকবীরে তাশরীক, পবিত্র লায়লাতুল কদর, লায়লাতুল বারাআত প্রভৃতি চাঁদের তারিখ নির্ভর ইবাদতসমূহ বর্তমান বাংলাদেশে নিজ দেশে আকাশ সীমায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে পালিত হওয়ায় যে সমস্যাবলী সৃষ্টি হয় বলিয়া কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছেন ইহার দুই একটি উল্লেখপূর্বক জবাব উল্লেখ করিতেছি। আর এই জবাবের মধ্যে অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান খুঁজে পাওয়া যাইবে।

"এক. পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়ে গেলে রোযা রাখা ফরয, রোযা না রাখা হারাম। অথচ পৃথিবীর আকাশে পবিত্র রমাযানের চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাওয়ার পরেও ঐ দিন রোযা শুরু না করায় বাংলাদেশের মুসলমানের এক বা দুইটি ফরয রোযা ছুটে যাবে। অথচ ইচ্ছাকৃত ১টি রোযা তরকের জন্য ধারাবাহিক ৬০টি রোযা কাযা করার বিধান সকলেরই জানা।"

জনাব আপনি অবশ্যই জ্ঞাত যে, পৃথিবীর আকাশে পবিত্র রমাযানের চাঁদ সর্বপ্রথম কোথায় উদয় হইয়াছে উহা পৃথিবীর সকল স্থানের সকল শ্রেণীর মুসলমানগণের জন্য অবগত হওয়া অসম্ভব। হ্যাঁ, বর্তমানে টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে সৌদী আরবের চাঁদ দেখার বিষয়টি শহর বন্দরের লোকেরা জানিতে পারে। তাই সৌদী আরবের চাঁদ উদয়ের বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। আপনি লিখিয়াছেন, "সৌদী আরব আমাদের বাংলাদেশের একদিন বা দুই দিন আগে চাঁদ উঠে। ফলে বাংলাদেশীদের এক বা দুইটি রোযা ছুটিয়া যায়। আর ইচ্ছাকৃত একটি রোযা তরক করিলে ধারাবাহিক ৬০টি রোযা কাযা করার বিধান সকলের জানা।"

এই মাসয়ালাটি আপনি ভুল লিখিয়াছেন। কেননা, একটি কিংবা দুইটি রোযা ইচ্ছা করিয়া না রাখা কবীরা গোনাহ বটে। কিন্তু তাহার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না। একটি বা দুইটি রোযা কাযা করা ওয়াজিব হইবে। হ্যাঁ, কেহ যদি একটি রোযা ওযর ছাড়া ইচ্ছা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহা হইলে তাহার উপর কাফ্ফারা হিসাবে ধারাবাহিক ৬০টি রোযা করা ওয়াজিব হইবে এবং একটি রোযা কাযাও করিতে হইবে।

পক্ষান্তরে সৌদী আরবের সহিত বাংলাদেশীদের রোযা ও ঈদ পালন করিলে আপনিই আপনার উল্লিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হইবেন। কেননা, চন্দ্র মাস ২৯/৩০ দিনে হইলেও ২৯শে মাসই অধিক যাইবে বলিয়া প্রমাণিত। ২৯ দিন (তথা ৬৯৬ ঘন্টা)-এর কমে মাস হইবে না। রোযা রমাযান মাস তথা চন্দ্র মাস হিসাবে ফরয এবং রোযা শুরু ও শেষ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সহিত সম্পর্কিত। এখন ধরুন সৌদী আরবে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে চাঁদ দেখা গেল। তাহাদের সহিত বাংলাদেশীগণ রোযা আরম্ভ করিলে অন্ততঃ তিন ঘন্টা পূর্বে আরম্ভ করিতে হইবে। কেননা, বাংলাদেশীগণের সুবহে সাদিক সৌদী আরবের তিন ঘন্টা পূর্বে হয়। অবশ্য রমাযানের অভ্যন্তরে হওয়ায় রোযা রাখার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু চন্দ্র মাস যদি উনত্রিশ দিনে হয় তবে পরবর্তী পঞ্চম বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর সৌদী আরবে চাঁদ দেখার সম্ভাবনা থাকে। বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর চাঁদ দেখার পূর্বে রমাযান মাস বিদ্যমান থাকে। অথচ বাংলাদেশীগণের জন্য ৬৯৩ ঘন্টা পর রমাযান তিন ঘন্টা বাকী থাকিতেই ইফতার করিতে হইবে। কারণ সৌদী আরবের তিন ঘন্টা পূর্বে বাংলাদেশে ইফতারের সময় হয়। চন্দ্র মাস ২৯ দিনের কমে যেহেতু হয় না সেহেতু আপনি রমাযান ২৯ দিন পূর্ণ হইবার পূর্বে ইফতার করিতে পারিবেন না। যদি শাওয়ালের চাঁদ না দেখিয়া ইফতার করেন তবে ইফতার হইবে না; বরং রোযা ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ হইবে, ইচ্ছাকৃত রোযা ভঙ্গ করিলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হয়। অবশ্য আপনি যদি সৌদী আরবে শাওয়ালের নতুন চাঁদ দেখার পর তথা বাংলাদেশে সূর্যাস্তের তিন ঘন্টা পর সৌদী বাসিন্দাদের অনুকরণে ইফতার করেন, তাহা হইলে আপনার রমাযান পূর্ণ মাস রোযা রাখা হইবে এবং ভঙ্গের দায়ে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না বটে; কিন্তু সূর্যাস্তের পরপর ইফতার না করিলে পবিত্র কুরআনের আয়াত ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ (অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। -সূরা বাকারা ১৮৭)-এর উপর আমল হইল না। অথচ কুরআন মাজীদের উপর আমল করা জরুরী। সুতরাং কুরআন মাজীদ ও হাদীছ শরীফের উপর আমল করার লক্ষ্যেই চন্দ্র মাসের তারিখ পরিবর্তন হইয়া যায় এমন দুই দেশের ক্ষেত্রে উদয় অস্তের সময় বিভিন্নতা গ্রহণ করিতে হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। আর আপনার উল্লিখিত অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান লিখিলে বিষয়টি দীর্ঘায়িত হইয়া যাইবে। তবে এই একটির উপর ন্যায়নিষ্ঠভাবে চিন্তা করিলে আপনার অন্যান্য সমস্যাগুলির সমাধান পাইবেন। -(অনুবাদক)

بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلَالِ وَصِغَرِهِ وَأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى أَمَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ غُمَّ فَلْيُكْمَلْ ثَلَاثُونَ

অনুচ্ছেদ ঃ নতুন চাঁদ বড় ছোট হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য নহে। চাঁদ দেখা যাওয়ার জন্যই আল্লাহ তা'আলা উহাকে বর্ধিত আকারে উদিত করিয়াছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে (মাস) ত্রিশ দিন পূর্ণ করিবে

(২৪১৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَةَ قَالَ تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ. وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ قَالَ فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْنَا إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ أَيَّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ قَالَ فَقُلْنَا لَيْلَةَ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللّٰهَ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ".

(২৪১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... আবুল বাখতারী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা উমরা করার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম এবং 'বাতনে নাখলা' নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম তখন আমরা (রমাযানের নতুন) চাঁদ প্রত্যক্ষ করিলাম। তখন কেহ কেহ বলিলেন, ইহা তিন রাত্রির চাঁদ। আর কেহ কেহ বলিলেন, ইহা দুই রাত্রির চাঁদ। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং বলিলাম, আমরা নতুন চাঁদ দেখিয়াছি। তবে আমাদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা তৃতীয় রাত্রির চাঁদ। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা দুই রাত্রির চাঁদ। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কোন রাত্রিতে চাঁদ দেখিয়াছ। আমরা বলিলাম, অমুক অমুক রাত্রিতে, তখন তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দেখার সুবিধার্থে ইহাকে বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত ইহা সেই রাত্রির চাঁদ যেই রাত্রিতে তোমরা দেখিয়াছ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِيِّ (আবুল বাখতারী (রহ.) হইতে)। الْبَخْتَرِيِّ শব্দটির ب বর্ণে যবর خ বর্ণে সাকীন এবং ت বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তিনি ছিকাহ রাবী ছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৪)

بِبَطْنِ نَخْلَةَ (বাতনে নাখলা) মক্কা মুকাররমার পূর্ব দিকের একটি প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম। বর্তমানে ইহার নাম المضيق (আল মাযীক)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৪)

(২৪২০) حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ قَالَ أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما يَسْأَلُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ أُغْمِىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ".

(২৪২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না ও ইবনুল বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আবুল বাখতারী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা 'যাতু ইরক' নামক স্থানে অবস্থানকালে রমাযানের নতুন চাঁদ দেখিলাম। তখন আমরা এক ব্যক্তিকে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট প্রেরণ করিলাম। তাহাকে উক্ত (পূর্ববর্তী হাদীছে উল্লিখিত) বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দেখার সুবিধার্থে নতুন চাঁদকে বর্ধিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে তবে তোমরা গণনায় (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ (আমরা 'যাতু ইরক' নামক স্থানে অবস্থানকালে)। عِرْقٍ শব্দটির ع বর্ণে যের ر বর্ণে সাকীন দ্বারা পঠিত। ইবন হাজার (রহ.) বলেন, 'যাতু ইরক' স্থানটি 'বাতনে নাখলা'-এর উপরের দিকে। ইহা মক্কা মুকাররমা হইতে দুই মারহালা দূরে অবস্থিত। আর 'বাতলে নাখলা' মক্কা মুকাররমা হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৪)

فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ অর্থাৎ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما (কাজেই তোমরা শাবান মাসের গণনায় ত্রিশ দিন পূর্ণ কর)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৪)

بَابُ بَيَانِ مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ, 'ঈদের দুই মাস পরপর ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) হয় না'-এর মর্মের বিবরণ

(২৪২১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ"

(২৪২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ বাকরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, ঈদের দুইটি মাস পরপর ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) হয় না। এই মাস দুইটি হইল রমাযান এবং যুলহিজ্জা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ (ঈদের দুইটি মাস পরপর ঘাটতি হয় না)। মুহাদ্দিছগণ এই হাদীছের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে দিয়াছেন। সর্বাধিক প্রাধান্য ব্যাখ্যা হইতেছে, ইহা দ্বারা মাসের দিনের সংখ্যা মর্ম। অর্থাৎ এই দুই মাস পরপর ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) হয় না। একটি উনত্রিশ দিনে হইলে অপরটি ত্রিশ দিনে হয়। কেননা, এই দুইটি মাস শ্রেষ্ঠ মাস। এই দুইটি মাসকে ঘাটতি গুণে গুণান্বিত করা সমীচীন নহে। পক্ষান্তরে অন্যান্য মাস।

আল্লামা আবুল হাসান (রহ.) বলেন, আল্লামা ইসহাক বিন রাহওয়াই (রহ.) বলিতেন, এই দুই মাস উনত্রিশ দিনে হউক কিংবা ত্রিশ দিনে, ফযীলতের দিক দিয়া কোন ঘাটতি নাই; বরং সমান।

আর কেহ কেহ বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই বৎসরে দুইটি মাস পরপর ঘাটতি হয় না। তবে ঘটনাক্রমে হইতে পারে যাহা দুর্লভ।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, রমাযানের ছাওয়াব হইতে যুলহিজ্জার ছাওয়াবে ঘাটতি নাই। তবে এই সকল মতের মধ্যে প্রথম অভিমতটি প্রাধান্য।

رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ (রমাযান এবং যুলহিজ্জা)। ঈদের মাসের সংলগ্ন হইবার কারণে রমাযান মাসকে ঈদের মাস বলা হইয়াছে। আর শরীয়তে ইহার নযীর রহিয়াছে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, المغرب و ترا لنهار (মাগরিব হইতেছে দিনের বিত্‌র (নামায)। -তিরমিযী ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছে)। অথচ মাগরিব নামায কিরাআতে জাহরিয়াসহ রাত্রির নামায। কাজেই দিনের নিকটবর্তী হইবার কারণে ইহাকে দিনের বিত্‌র (নামায) বলা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৫)

(২৪২২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ وَخَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ" فِي حَدِيثِ خَالِدٍ "شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ ".

(২৪২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ বাকরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঈদের দুইটি মাস পরপর ঘাটতি (উনত্রিশ দিনে) হয় না। আর রাবী খালিদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, ঈদের দুই মাস হইতেছে রমাযান এবং যুলহিজ্জা।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الدُّخُولَ فِي الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَأَنَّ لَهُ الأَكْلَ وَغَيْرَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ الأَحْكَامُ مِنَ الدُّخُولِ فِي الصَّوْمِ وَدُخُولِ وَقْتِ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার করা বৈধ। তবে সুবেহ সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোযা আরম্ভ হইয়া যায়। আর কুরআন মাজীদে রোযার আহকাম সম্পর্কে উল্লিখিত ফজর শব্দটির অর্থ সুবহে সাদিক। এই সময় হইতেই রোযা আরম্ভ হয় এবং ফজর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। সুতরাং রোযার আহকামের সহিত সুবহে কাযিবের কোন সম্পর্ক নাই

(২৪২৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ قَالَ لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ".

(২৪২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আদী বিন হাতিম (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যখন حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা হইতে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। -সূরা বাকারা ১৮৭) নাযিল হইল তখন আদী বিন হাতিম (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার বালিশের নীচে একটি কালো ও একটি সাদা রঙ্গের রশি রাখিয়া দিয়াছি। ইহা দ্বারা আমি রাত্রি ও দিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিয়া থাকি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই তোমার বালিশ খুব চওড়া। ইহা তো রাত্রির অন্ধকার এবং দিনের শুভ্রতা মর্ম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمَّا نَزَلَتْ (যখন নাযিল হইল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় হাদীছ শরীফে উল্লিখিত সূরা বাকারার ১৮৭ নং আয়াতখানা নাযিলের সময় হযরত আদী বিন হাতিম (রাযিঃ) উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এই আয়াত নাযিলের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃভাবে এইরূপ নহে; বরং রোযা ফরয হইয়াছিল ২য় হিজরীতে। আর আদী বিন হাতিম (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন হিজরী ৯ম কিংবা ১০ম সনে। আর এইরূপও বলা যায় না যে, আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত আয়াতখানা রোযা ফরয হওয়ার পরে অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং হযরত আদী বিন হাতিম (রাযিঃ)-এর এই কথা لَمَّا نَزَلَتْ (যখন এই আয়াত নাযিল হইল) এর মর্ম لما تليت على عند الاسلامى (আমার ইসলাম গ্রহণের সময় আমার সামনে যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করা হইল) কিংবা لما بلغنى نزول الاية (যখন আমার নিকট এই আয়াত নাযিল হওয়ার বিষয়টি পৌঁছিল) হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৫)

إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ (নিশ্চয়ই তোমার বালিশ খুব চওড়া)। আর কতক রিওয়ায়তে فضحك (তখন তিনি মুচকি হাসিলেন) রহিয়াছে। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) স্বীয় 'আল মুআলিম' গ্রন্থে বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ إِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ সম্পর্কে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। একটি হইতেছে যে, ইহা দ্বারা ان نومك لكثير (নিশ্চয়ই তোমার নিদ্রা অবশ্যই বেশী) মর্ম নিয়াছেন। আর وسادة (বালিশ) দ্বারা نوم (নিদ্রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কেননা, নিদ্রা যাপনকারী বালিশের উপর মাথা রাখে। কিংবা ইহা

দ্বারা ان لـيـلـك لـطـويـل (নিশ্চয়ই তোমার রাত্রি খুবই দীর্ঘ) মর্ম নেওয়া উদ্দেশ্য যে, তুমি রশির শুভ্রতা দেখার পূর্বে পানাহার শেষ করিতে পার না। আর শেষোক্ত অভিমতের ভিত্তিতে وسـادة (বালিশ) দ্বারা সেই স্থান মর্ম যাহাতে নিদ্রার সময় মাথা এবং গ্রীবা রাখা হয়। এই কারণে অমনোযোগিতা, অসতর্কতা বুঝাইতে আরবীগণ فـلان عـريـض الـقـفـا বলিয়া থাকে। আর এই আলোচ্য হাদীছ অন্য সূত্রে انـك عـريـض الـقـفـا বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৬)

إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ (ইহা তো রাত্রির অন্ধকার এবং ভোরের আলো)। আয়াতের অর্থ হইতেছে যে, রাত্রির অন্ধকার হইতে দিনের শুভ্রতা (সুবহে সাদিক) প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত। আর ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুবহে সাদিকের পর দিনের অংশ। আল্লামা আবূ উবায়দা (রহ.) বলেন, الـخـيـط الاسـود (কালো রেখা) দ্বারা الـلـيـل (রাত্রি) মর্ম এবং الـخـيـط الابـيـض (শুভ্র রেখা) দ্বারা الـفـجـر الـصـادق (সুবহে সাদিক) মর্ম। আর الـخـيـط (রেখা)-এর অর্থ الـلـون (রং)। আর কেহ বলেন الـخـيـط الابـيـض (সুবহে সাদিক) হইতেছে পূর্বাকাশে প্রশস্ত ভাবে তথা উত্তর-দক্ষিণে সাদা রং প্রকাশ পাওয়া। আর الـخـيـط الاسـود (সুবহে কাযিব) হইতেছে যে, নিম্নদিক হইতে উপরের দিকের রেখা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৬)

(২৪২৪) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ خَيْطًا أَبْيَضَ وَخَيْطًا أَسْوَدَ فَيَأْكُلُ حَتَّى يَسْتَبِينَهُمَا حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {مِنَ الْفَجْرِ} فَبَيَّنَ ذَلِكَ.

(২৪২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ (আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা হইতে (ভোরের) শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। -সূরা বাকারা ১৮৭) নাযিল হইল। রাবী বলেন, তখন লোকেরা একটি কাল এবং একটি সাদা রাশি রাখিতেন এবং সাদা কাল এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য না দেখা পর্যন্ত তাহারা পানাহার করিতে থাকিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ (ফজর শুরু পর্যন্ত) নাযিল করিয়া বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়া দিলেন।

(২৪২৫) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ { قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الأَبْيَضَ فَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رِئْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ {مِنَ الْفَجْرِ} فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.

(২৪২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাহল তামীমী ও আবূ বকর বিন ইসহাক (রহ.) তাহারা ... সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল ঃ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ (আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা হইতে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত হয়)। তখন রোযা রাখিতে ইচ্ছুক লোকেরা নিজেদের দুই পায়ে একটি কাল এবং একটি সাদা সুতলি বাঁধিয়া নিতেন এবং কাল ও সাদা এই দুইটির

মুসলিম ফর্মা -১১-৩/২

মধ্যে পার্থক্য না দেখা পর্যন্ত তাঁহারা পানাহার করিতে থাকিতেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা مِنَ الْفَجْرِ (ফজর পর্যন্ত) আয়াতাংশটি নাযিল করিলে সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল রাত (-এর আঁধার) এবং দিন (-এর আলো)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ (তাহাদের প্রত্যেকেই দুই পায়ে কাল ও সাদা সুতলি বাঁধিয়া নিতেন)। আলোচ্য সাহল বিন সা'দ (রাযি.)-এর বর্ণিত হাদীছে প্রত্যেকের পদযুগলে কাল ও সাদা সুতলি বাঁধিয়া রাখার কথা বর্ণিত হইয়াছে। আর ২৪২৩ নং আদী বিন হাতিম (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে তিনি বালিশের নীচে একটি সাদা সুতলি ও একটি কাল রংয়ের সুতলি রাখার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এতদুভয় রিওয়ায়ত বিরোধপূর্ণ নহে। কেননা কেহ কেহ সাদা-কাল সুতলি বালিশের নীচে রাখিতেন আর কেহ কেহ পদযুগলে বাঁধিয়া রাখিতেন।

(২৪২৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".

(২৪২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, বিলাল (রাযিঃ) রাত্রে (তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে) আযান দেয়। কাজেই তোমরা ইবন উম্মু মাকতুম (রাযিঃ)-এর আযান (যাহা সুবহে সাদিকের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় তাহা) শ্রবণ না করা পর্যন্ত পানাহার কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (ইবনু উম্মে মাকতুম রাযিঃ)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাঁহার নাম আমর। আর কেহ বলেন হাসীন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম রাখেন আবদুল্লাহ। তাঁহার দুই নাম থাকাতে কোন সমস্যা নাই। তিনি কারশী আমিরী এবং প্রাচীন ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কায়স বিন যায়িদা (রাযিঃ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইকরাম করিতেন। হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে তাঁহার পক্ষে কাদিসিয়ার জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি শাহাদাত বরণ করেন। আর কেহ বলেন, কাদিসিয়া হইতে ফেরত আসিয়া মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তিকাল করেন। তিনি সেই الاعمى (অন্ধ) যাহার উল্লেখ সূরা আবাসা-এ রহিয়াছে। তাঁহার মাতার নাম আতিকা বিনত আবদুল্লাহ আল মাখযুমিয়া। কেহ কেহ বলেন, তিনি মাতৃগর্ভ হইতে অন্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তাই তাঁহার মাতা উম্মু মাকতূম-এর সহিত মিলাইয়া তিনি ইবনু উম্মে মাকতুম। মাকতূম অর্থ যাহার চোখে আলো নাই। প্রসিদ্ধ হইতেছে তিনি বদরের জিহাদের পর অন্ধ হইয়া যান। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৭)

(২৪২৭) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ".

(২৪২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, বিলাল (রাযিঃ) রাত্রে আযান দেন। কাজেই ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর আযান শ্রবণ না করা পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর।

(২৪২৮) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنَانِ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ". قَالَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هٰذَا.

(২৪২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই জন মুয়াযযিন ছিলেন। হযরত বিলাল এবং অন্ধ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিলাল রাত্রে (তাহাজ্জুদের সময়) আযান দেয়। কাজেই ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) আযান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার কর। রাবী বলেন, তাহাদের দুইজনের (আযানের) মধ্যে তেমন ব্যবধান ছিল না। শুধু এতখানি ব্যবধান ছিল যে, একজন (বিলাল (রাযিঃ) আযানের স্থান হইতে) নামিতেন এবং অন্যজন (ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) আযানের স্থানে) উঠিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ (ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিঃ) আযান না দেওয়া পর্যন্ত)। আর সহীহ বুখারী শরীফে মালিক (রহ.) সূত্রে ইবন শিহাব (রহ.) হইতে, তিনি সালিম (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে রিওয়ায়ত করেন كان رجلا اعمى لاينادى حتى يقال له اصبحت اصبحت (একজন অন্ধ লোক ছিলেন, তিনি (ফজরের) আযান দিতেন না যতক্ষণ না লোকেরা বলিতেন আপনি ভোরের নিকটবর্তী করিয়াছেন, ভোরের নিকটবর্তী করিয়াছেন)। আর কতক রিওয়ায়তে আছে যে, حتى يقول له الناس حين ينظرون الى بزوغ الفجر اذن (লোকেরা সুবহে সাদিকের দিকে দৃষ্টি করিয়া 'আপনি আযান দিন' না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইবনু উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর আযান পানাহার হারাম হওয়ার আলামত ছিল। তিনি সুবহে সাদিক আরম্ভ হইবার সাথে সাথে আযান দিতেন। আর بزوغ দ্বারা 'পূর্বাকাশে প্রশস্ত তথা উত্তর-দক্ষিণে সাদা রং প্রকাশ পাওয়া' মর্ম। আর اصبحت -এর মর্ম قاربت الصباح (আপনি ভোরের নিকটবর্তী করিয়াছেন)। এই কথাটি রাত্রির শেষাংশে বলার উপর এবং তাঁহার আযান সুবহে সাদিকের প্রথমাংশে দেওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে। একজন অন্ধ লোক দ্বারা সাধারণতঃ অনুরূপ সঠিক সময়ে আযান দেওয়া অসম্ভব হইলেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুয়াযযিন হওয়ায় উহা সম্ভব ছিল। কেননা, তাঁহাকে ফিরিশতাগণ সহযোগিতা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার সহিত অন্যান্যদের তুলনা করা যায় না। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ১১৮)

(২৪২৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(২৪২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৪৩০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِالإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا. نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

(২৪৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে দুই সনদে রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(২৪৩১) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ قَالَ يُنَادِي بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ". وَقَالَ "لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَصَوَّبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا". وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ.

(২৪৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিলাল (রাযিঃ)-এর আযান কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, বিলাল (রাযিঃ)-এর আহ্বান তোমাদের কাহাকেও যেন সাহরী খাওয়া হইতে বিরত না করে। কেননা, সে আযান দেয় কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, আহ্বান করে তোমাদের (তাহাজ্জুদ আদায়কারী) মুসল্লীগণ যেন বাড়ীতে ফিরিয়া যায় এবং তোমাদের নিদ্রিত লোকেরা জাগ্রত হয়। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, সুবহে সাদিক উহা নহে যাহা এইরূপ হয় এবং তিনি উত্তোলন করিলেন হাতকে (অর্থাৎ যেই আলো বর্শার ন্যায় উপরের দিকে উঁচু হয় উহা সুবহে সাদিক নহে) যতক্ষণ পর্যন্ত না এইরূপ হয় এবং তিনি উভয় হাতের আঙ্গুলগুলিকে প্রশস্ত করিয়া দিলেন (অর্থাৎ যতক্ষণ আকাশের প্রান্তে বিস্তৃত না হয় উহা সুবহে সাদিক নহে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ (এবং তিনি আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত করিয়া দিলেন)। তিনি যেন প্রথমে আঙ্গুলগুলি মিলাইয়া রাখিয়াছিলেন অতঃপর উভয় হাতের আঙ্গুলগুলি প্রশস্ত করিয়া সুবহে সাদিকের চিহ্ন বর্ণনা করিলেন। কেননা, সুবহে সাদিক প্রশস্তভাবে উদয় হয়। অতঃপর পূর্ব দিগন্তে ডানে বামে ছড়াইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে সুবহে কাযিব। উহা আকাশের উপর দিক হইতে নীচ দিকে পতিত হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১১৯)

(২৪৩২) وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعْنِي الأَحْمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا". وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الأَرْضِ "وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا". وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمُسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ.

(২৪৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নুমায়র (রহ.) তিনি ... সুলায়মান তায়মী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফজর (সুবহে সাদিক) ইহা নহে যাহা এইরূপ হয় এবং তিনি স্বীয় আঙ্গুলগুলিকে একত্রিত করিলেন এবং উহাকে (আকাশের দিক হইতে) যমীনের দিকে ঝুঁকাইলেন (অর্থাৎ যেই আলো উপর হইতে নীচের দিকে পতিত হয়, উহা সুবহে সাদিক নহে) বরং সুবহে সাদিক উহাই যাহা

এইরূপ হয় এবং তিনি শাহাদাত আঙ্গুলকে শাহাদাত আঙ্গুলের উপর রাখিলেন এবং উভয় হাতকে প্রশস্ত করিলেন (অর্থাৎ ইশারা করিলেন যে, পূর্ব আকাশের প্রান্তে প্রশস্তভাবে প্রকাশিত হয়)।

(২৪৩৩) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ بِهَٰذَا الإِسْنَادِ. وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ "يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ". وَقَالَ إِسْحَاقُ قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ "وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا". يَعْنِي الْفَجْرَ هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُسْتَطِيلِ .

(২৪৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... সুলায়মান তায়মী (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী মুতামির (রহ.)-এর বর্ণিত এই পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে যে, তিনি বলেন, (বিলাল (রাযি.)-এর আযান জাগ্রত করে তোমাদের মধ্যে নিদ্রিত ব্যক্তিদেরকে এবং প্রত্যাবর্তন করায় তোমাদের মধ্যে যাহারা তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিল। আর রাবী ইসহাক (রহ.) বলেন, হযরত জারীর (রহ.) স্বীয় বর্ণিত হাদীছে বলেন, সুবহে সাদিক উপর হইতে নীচের দিকে লম্বা রেখা উদ্ভাসিত হওয়ার সময় নহে; বরং উহা পূর্বাকাশে বিস্তৃত রেখা প্রতিভাত হওয়ার সময় হয়।

(২৪৩৪) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ حَدَّثَنِي وَالِدِي أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "لاَ يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ مِنَ السَّحُورِ وَلاَ هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ".

(২৪৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... সামুরা বিন জুনদাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, বিলাল (রাযিঃ)-এর আহ্বান যেন তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া হইতে ধোকায় না ফেলে এবং এই (উপর হইতে নীচ দিকে) শুভ্র রেখাও যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা (পূর্বাকাশে ডানে-বামে) বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হয়।

(২৪৩৫) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هَٰذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا".

(২৪৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... সামুরা বিন জুনদাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিলাল (রাযিঃ)-এর আযান যেন তোমাদেরকে (সাহরী খাওয়া হইতে) ধোকায় না পতিত করে এবং এই শুভ্র রোখাও যাহা স্তম্ভের ন্যায় (নীচ হইতে উপরের দিকে) দেখা যায়। যতক্ষণ না উহা (পূর্বাকাশে ডানে-বামে) বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়।

(২৪৩৬) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الْمُسْتَطِيلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا". وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

(২৪৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূর রাবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... সামুরা বিন জুনদাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, বিলাল (রাযিঃ)-এর আযান এবং পূর্বাকাশের প্রান্তে এই (উপর হইতে নীচ দিকে) শুভ্র লম্বা রেখা যেন তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া হইতে ধোকায় না পতিত করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না (পূর্বাকাশে) এই (ডানে-বামে শুভ্র রেখা) বিস্তৃত হয়। আর রাবী হাম্মাদ (রহ.) স্বীয় হাতদ্বয় দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন অর্থাৎ (পূর্বাকাশে ডানে-বামে) প্রশস্তভাবে প্রকাশিত হয়।

(২৪৩৭) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَوَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ رضى الله عنه وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "لاَ يَغُرَّنَّكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَبْدُوَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ".

(২৪৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রাযিঃ) তিনি ... সামুরা বিন জুনদাব (রাযিঃ) খুৎবা প্রদান অবস্থায় হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বিলাল (রাযিঃ)-এর আহ্বান এবং এই (উপর হইতে নীচ দিকে) শুভ্র রেখা যেন তোমাদেরকে (সাহরী খাওয়া হইতে) ধোকায় না পতিত করে যতক্ষণ ফজর তথা সুবহে সাদিক সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় কিংবা (রাবী সন্দেহ) তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, যতক্ষণ না ফজর তথা সুবহে সাদিক প্রকাশিত হয়।

(২৪৩৮) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ حَنْظَلَةَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ هٰذَا.

(২৪৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... সামুরা বিন জুনদাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ আলোচনা করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ السُّحُورِ وَتَأْكِيدِ اسْتِحْبَابِهِ وَاسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِهِ وَتَعْجِيلِ الْفِطْرِ

অনুচ্ছেদঃ সাহরী খাওয়া তাকীদসহ মুস্তাহাব, সাহরী বিলম্বে খাওয়া এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব

(২৪৩৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً".

(২৪৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবী শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাহরী খাও, সাহরী খাওয়ার মধ্যে বরকত রহিয়াছে।

(২৪৪০) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ".

(২৪৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আমর বিন আ'স (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাদের রোযা এবং আহলে কিতাবদের রোযার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে সাহরী খাওয়া।

(২৪৪১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(২৪৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... মূসা বিন উলায়্যা (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৪৪২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضى الله عنه قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ خَمْسِينَ آيَةً.

(২৪৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সাহরী খাইলাম। অতঃপর আমরা নামাযে দাঁড়াইলাম। (রাবী আনাস রাযিঃ বলেন,) আমি (যায়েদ বিন ছাবিত (রাযিঃ)কে) জিজ্ঞাসা করিলাম, সাহরী এবং নামাযের মধ্যে কতখানি সময়ের পার্থক্য ছিল? তিনি বলিলেন, পঞ্চাশ আয়াত তিলাওয়াত করার পরিমাণ সময়ের।

ফায়দা ঃ

خَمْسِينَ آيَةً (পঞ্চাশ আয়াত)। সহীহ বুখারী শরীফে আছে মধ্যম ধরণের পঞ্চাশ আয়াত এবং মধ্যম গতিতে তিলাওয়াত করার সময়। হাফিয (রহ.) বলেন, ৪ মিনিট। সম্ভবতঃ উযূ করার সময় পরিমাণ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২১)

(২৪৪৩) وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(২৪৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহ.) তাহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৪৪৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ".

(২৪৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যতদিন মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করিবে ততদিন তাহারা কল্যাণের উপর থাকিবে।

(২৪৪৫) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(২৪৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৪৪৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ . قَالَتْ أَيُّهُمَا الَّذِي يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ. قَالَتْ كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم . زَادَ أَبُو كُرَيْبٍ وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى.

(২৪৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল আলা (রহ.) তাহারা ... আবূ আতিয়্যা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক (রহ.) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। অতঃপর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া উম্মাল মুমিনীন! মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের দুইজনের মধ্যে একজন ইফতার ও নামায তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) করে এবং অন্যজন ইফতার ও নামায বিলম্ব করে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কোন ব্যক্তি যে ইফতার ও নামায তাড়াতাড়ি করে? রাবী বলেন, আমরা বলিলাম, আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই করিতেন। রাবী আবূ কুরায়ব (রহ.) এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, অপর জন হইলেন হযরত আবূ মূসা (রাযিঃ)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَالآخَرُ أَبُو مُوسَى (আর অপরজন হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ))। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, প্রথমজন عزيمة (শরয়ী আবশ্যিক বিধান) এবং সুন্নতের উপর আমল করিতেন আর অপরজন رخصت (বৈধতা)-এর উপর আমল করিতেন। আর সম্ভবতঃ ত্বরান্বিত দ্বারা অতিশয়োক্তি মর্ম এবং বিলম্ব দ্বারা অতিশয়োক্তি না করা মর্ম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২২)

(২৪৪৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْخَيْرِ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ. فَقَالَتْ مَنْ يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ قَالَ عَبْدُ اللهِ. فَقَالَتْ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ.

(২৪৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবূ আতিয়্যা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ও মাসরূক (রহ.) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর মাসরূক (রহ.) তাঁহাকে বলিলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবগণের মধ্যে দুইজন যাহারা কল্যাণজনক কাজে কোন প্রকার অবহেলা করেন না। তাহাদের একজন মাগরিব ও ইফতার ত্বরান্বিত করেন। আর অন্যজন মাগরিব এবং ইফতার বিলম্ব করেন। তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই কোন্ জন যিনি মাগরিব ও ইফতার ত্বরান্বিত করেন? রাবী জবাবে বলিলেন, হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)। তখন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপই করিতেন।

بَابُ بَيَانِ وَقْتِ انْقِضَاءِ الصَّوْمِ وَخُرُوجِ النَّهَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযার সময় পূর্ণ হওয়া এবং দিবস চলিয়া যাওয়া

(২৪৪৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ". لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرٍ "فَقَدْ".

(২৪৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ কুরায়ব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... হযরত উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন রাত্র আসে তখন দিন চলিয়া যায় এবং সূর্য অদৃশ্য হইয়া যায় তখন রোযাদার ইফতার করিবে। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.) فقد শব্দটি উল্লেখ করেন নাই।

(২৪৪৯) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ "يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا". قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا". قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ "إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

(২৪৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আওফ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রমাযান মাসে কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। সূর্যাস্তের পর তিনি ইরশাদ করিলেন, হে অমুক! অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়া আন। সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখনও দিন বাকী রহিয়াছে। পুনরায় তিনি ইরশাদ করিলেন, অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়া আন। তখন সে অবতরণ করিল এবং ছাতু গুলিয়া তাঁহার খেদমতে পেশ করিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা পান করিলেন। অতঃপর তিনি হাত দ্বারা ইশারা করিয়া ইরশাদ করিলেন, যখন সূর্য এই (পশ্চিম) দিক হইতে অদৃশ্য হইয়া যাইবে এবং রাত্র যখন এই (পূর্ব) দিক হইতে ঘনাইয়া আসিবে তখন রোযা পালনকারী ইফতার করিবে।

(২৪৫০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمْسَيْتَ. قَالَ "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا". قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا نَهَارًا. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ "إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".

(২৪৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন আবূ আওফা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। সূর্য যখন অদৃশ্য হইয়া গেল তখন তিনি এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়া আন। সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সন্ধ্যা হইতে দিতেন। তিনি (পুনরায়) বলিলেন, তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়া আন। সে বলিল, দিন তো আমাদের আরও অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতঃপর সে অবতরণ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য ছাতু গুলিয়া আনিল। তখন তিনি পান করিলেন এবং মুবারক হাত দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করিয়া ইরশাদ করিলেন, যখন তোমরা দেখিবে যে, এই (পূর্ব) দিক হইতে রাত্রি ঘনাইয়া আসিয়াছে তখন রোযা পালনকারী ইফতার করিবে।

(২৪৫১) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضى الله عنه يَقُولُ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ "يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا". مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ.

(২৪৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আওফা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ভ্রমণ করিতেছিলাম এই অবস্থায় যে, তিনি রোযাদার ছিলেন। অতঃপর সূর্য যখন অদৃশ্য হইয়া গেল তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে অমুক! তুমি অবতরণ কর এবং আমাদের জন্য ছাতু গুলিয়া আন। অতঃপর তিনি রাবী ইবন মুসহির এবং আব্বাদ বিন আওআম (রহ.)-এর অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৪৫২) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ كِلاَهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلاَ قَوْلُهُ "وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا". إِلاَّ فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٍ وَحْدَهُ.

(২৪৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইসহাক (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহ.) তাহারা ... ইবন আবূ আওফা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মুসহির, আব্বাদ ও আবদুল ওয়াহিদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তাহাদের কাহারও বর্ণিত হাদীছের মধ্যে فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (রমাযান মাসে) বাক্যটি নাই। আর রাবী হুশায়ম (রহ.) ব্যতীত তাহাদের রিওয়ায়তে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا (রাত্র যখন এই (পূর্ব) দিক হইতে ঘনাইয়া আসিবে) নাই।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাওমে বিসাল তথা বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা নিষেধ

(২৪৫৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوِصَالِ قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى".

(২৪৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করিলেন, আপনি তো সাওমে বিসাল করেন। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি তোমাদের কাহারও মত নহে, আমাকে খাওয়ানো হয় এবং পান করানো হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهَى عَنِ الْوِصَالِ (সাওমে বিসাল করিতে নিষেধ করিয়াছেন)। আল্লামা তহাভী (রহ.) বলেন, সাওমে বিসাল হইল, ان يصوم ولا يفطر بعد الغروب اصلا حتى يتصل صوم الغد بالامس (সূর্যাস্তের পর একেবারেই ইফতার না করিয়া গতকালের রোযাকে আগামী কালের রোযার সহিত মিলাইয়া রাখা। -(নূরুল ইযাহ)

সাওমে বিসাল নিষেধাজ্ঞার হিকমত বর্ণনায় ইমাম আহমদ ও তিবরানী (রহ.) সহীহ সনদে ইবন আবূ হাতিম (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, বুশায়র ইবনুল খাসাসা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী লায়লা বলিলেন, আমি ধারাবাহিক (ইফতার ব্যতীত) দুইদিন রোযা রাখার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তখন বুশায়র (রাযিঃ) আমাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি বলিয়াছেন, ইহা খ্রীস্টান সম্প্রদায় করিত। তবে তোমরা আল্লাহ তা'আলা যেইভাবে রোযা রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন সেইভাবে রোযা কর। যেমন তিনি ইরশাদ করেন ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ (অতঃপর তোমরা রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। -সূরা বাকারা ১৮৭)। কাজেই যখন রাত্র হইবে তখন তোমরা ইফতার করিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৩)

(২৪৫৪) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَنَهَاهُمْ. قِيلَ لَهُ أَنْتَ تُوَاصِلُ قَالَ "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى".

(২৪৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রমাযানে সাওমে বিসাল শুরু করিলেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া সাহাবাগণও সাওমে বিসাল শুরু করিলেন। তখন তিনি তাহাদেরকে সাওমে বিসাল করিতে

নিষেধ করিলেন। কেহ তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিল, আপনি তো সাওমে বিসাল করিতেছেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদের মত নহি, আমাকে পানাহার করানো হয়।

(২৪৫৫) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رَمَضَانَ.

(২৪৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাতে فِي رَمَضَانَ (রমাযানে) বাক্যটি বলেন নাই।

(২৪৫৬) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "وَأَيُّكُمْ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي". فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ فَقَالَ "لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلاَلُ لَزِدْتُكُمْ". كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.

(২৪৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল (বিরতিহীন রোযা) করিতে নিষেধ করিলেন। তখন মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে সাওমে বিসাল পালন করেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছে? আমি এমনভাবে রাত্রি যাপন করি যে, আমার পালনকর্তা আমাকে পানাহার করান। অতঃপর যখন লোকেরা সওমে বিসাল করা হইতে বিরত হইল না তখন তিনি তাহাদেরকে নিয়া একদিন পর আরেক দিন সাওমে বিসাল করিলেন। অতঃপর লোকেরা যখন (শাওয়ালের) চাঁদ দেখিতে পাইল তখন তিনি ইরশাদ করিলেন ঃ যদি (শাওয়ালের নতুন) চাঁদ উঠিতে আরও দেরী হইত তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে নিয়া আরও বেশী দিন (সাওমে বিসাল) করিতাম। এই কথা তিনি তাহাদেরকে শাস্তি প্রদান স্বরূপ বলিয়াছিলেন, যখন তাহারা (সাওমে বিসাল হইতে) বিরত থাকিতে অসম্মতি জানাইয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَزِدْتُكُمْ (তবে অবশ্যই আমি তোমাদেরকে নিয়া আরও বেশী দিন করিতাম) অর্থাৎ তোমরা অপারগ না হওয়া পর্যন্ত আমি সাওমে বিসাল দীর্ঘায়িত করিতে থাকিতাম। যাহাতে তোমরা সাওমে বিসাল পরিত্যাগ কর এবং বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে সহজ করিয়া দেওয়ার আবেদন কর। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৩)

(২৪৫৭) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ". قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ".

(২৪৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সাওমে বিসাল করা হইতে বিরত থাক। তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো সাওমে বিসাল করেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, এই ব্যাপারে তোমরা আমার মত নহে, আমি এইভাবে রাত যাপন করি যে, আমার পালনকর্তা আমাকে পানাহার করাইয়া থাকেন। কাজেই তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আমল করার দায়িত্ব গ্রহণ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ (তোমরা সাওমে বিসাল করা হইতে বিরত থাক)। আর সহীহ বুখারী শরীফে আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে لاتواصلوا فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر قالوا فانك تواصل يا رسول الله! (তোমরা সাওমে বিসাল পালন করিবে না। তোমাদের কেহ যদি সাওমে বিসাল করিতে চায় তবে সে যেন সাহরীর সময় পর্যন্ত করে। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে সাওমে বিসাল পালন করেন? -আল হাদীছ)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইবন খাযিমা (রহ.) আবূ সালিহ (রহ.) হইতে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাওমে বিসাল সাহরী পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। উহার শব্দ এইরূপ যে, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل الى السحر ففعل بعض اصحابه ذلك فنهاه فقال يا رسول الله انك تفعل ذلك (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাওমে বিসাল সাহরী পর্যন্ত ছিল। ইহা দেখিয়া কতক সাহাবা (রাযিঃ) সাওমে বিসাল আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি তাহাদেরকে সাওমে বিসাল করিতে নিষেধ করিলেন। তাহাদের কেহ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো সাওমে বিসাল করিয়া থাকেন)? -(আল-হাদীছ)

প্রকাশ্যভাবে আবূ সালিহ বর্ণিত এই হাদীছ আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর হাদীছের বিপরীত হয়। কেননা, আবূ সালিহ বর্ণিত হাদীছে সাহরী পর্যন্ত সাওমে বিসাল করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আর আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ সাহরী পর্যন্ত সাওমে বিসাল করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। আল্লামা ইবন খাযিমা (রহ.) এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে ব্যাপকভাবে (مطلقا) সাওমে বিসাল করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। চাই পূর্ণ রাত্রি হউক কিংবা রাত্রির কিছু অংশ। আর ইহার উপরই আবূ সালিহ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ প্রয়োগ হইবে। অতঃপর নিষেধাজ্ঞাটি সম্পূর্ণ রাত্রির সহিত খাস করিয়াছেন। ফলে সাহরী পর্যন্ত সাওমে বিসাল মুবাহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর ইহার উপর আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-এর হাদীছ প্রয়োগ হইবে।

কিংবা আবূ সালিহ (রহ.) বর্ণিত হাদীছের নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহে তানযিহি-এর উপর প্রয়োগ হইবে। আর আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে সাহরী হইতে অধিক সময় সাওমে বিসাল করা নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহে তাহরিমার উপর প্রয়োগ হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৩)

(২৪৫৮) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ".

(২৪৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি স্বীয় বর্ণিত হাদীছে (فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ এর স্থলে) فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةٌ (কাজেই তোমরা তোমাদের সামর্থ্য মুতাবিক দায়িত্ব গ্রহণ কর)।

(২৪৫৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ.

(২৪৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি সাওমে বিসাল করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অতঃপর রাবী আবূ যুরআ (রহ.) হইতে উমারা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৪৬০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّا خَلْفَهُ جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلاَةً لاَ يُصَلِّيهَا عِنْدَنَا. قَالَ قُلْنَا لَهُ حِينَ أَصْبَحْنَا أَفَطِنْتَ لَنَا اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالَ "نَعَمْ ذَاكَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ". قَالَ فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَأَخَذَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "مَا بَالُ رِجَالٍ يُوَاصِلُونَ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَمَا وَاللَّهِ لَوْ تَمَادَّ لِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ".

(২৪৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রমাযান মাসে এক রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তারাবীহের) নামায আদায় করিতেছিলেন। আমি তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি আসিলেন এবং তিনিও দাঁড়াইলেন। এমনিভাবে আমরা একদল লোক হইয়া গেলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিতে পারিলেন যে, আমরা তাঁহার পিছনে আছি। তখন তিনি স্বীয় নামায সংক্ষিপ্ত করিলেন এবং নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি এমন (দীর্ঘ) নামায আদায় করিলেন যাহা সাধারণতঃ আমাদেরকে নিয়া আদায় করিতেন না। রাবী বলেন, আমরা পর দিন সকালে তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলাম, আপনি কি গত রাত্রে আমাদের (নামাযে অংশগ্রহণের) বিষয়টি বুঝিয়াছিলেন? রাবী বলেন, তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। এই কারণেই তো আমি তাহা করিয়াছি। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল আরম্ভ করিলেন। আর ইহা ছিল রমাযানের শেষ দিকে। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার সাহাবীগণের কয়েক ব্যক্তি সাওমে বিসাল আরম্ভ করিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, লোকদের কি হইল যে, তাহারা সাওমে বিসাল আরম্ভ করিয়াছে। অথচ তোমরা আমার মত নহে। আল্লাহ তা'আলার কসম! জানিয়া রাখ, যদি (শাওয়ালের চাঁদ না উঠিয়া রমাযান) মাস দীর্ঘায়িত হইত তাহা হইলে আমি সাওমে বিসাল করিয়া যাইতাম যাহার ফলে অতিরিক্তকারীগণ (অপারগ হইয়া) অতিরিক্ততা (সাওমে বিসাল) করা ছাড়িয়া দিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ (অতঃপর তিনি স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিলেন)। رَحْلَهُ শব্দটি منزله (তাঁহার গৃহে বা কক্ষে) অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৩)

(২৪৬১) حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ وَاصَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ "لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي أَوْ قَالَ إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي".

(২৪৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আসিম বিন নযর তায়মী (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসের প্রথম দিকে সাওমে বিসাল শুরু করিলেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া (মাসের শেষ দিকে) মুসলমানদের কতিপয় লোক সাওমে বিসাল আরম্ভ করিলেন। এই খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছিবার পর তিনি ইরশাদ করিলেন, আমাদের জন্য যদি (রমাযান) মাস দীর্ঘায়িত করিয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে আমি এমনভাবে সাওমে বিসাল করিতাম যাহার ফলে অতিরিক্তকারীরা (অপারগ হইয়া) তাহাদের অতিরিক্ততা (সাওমে বিসাল) করা ছাড়িয়া দিত। নিশ্চয় তোমরা আমার মত নহে কিংবা তিনি বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মত নহে। কেননা, আমাকে আমার পালনকর্তা পানাহার করান।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ (রমাযান মাসের প্রথম দিকে ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আমাদের শহরের সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে। আর কাযী ইয়ায (রহ.)ও অধিকাংশ নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে বলিয়া নকল করিয়া বলেন, ইহা বর্ণনাকারীর ধারণা। সঠিক হইতেছে اخر شهر رمضان (রমাযান মাসের শেষ দিকে)। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের কতক রাবী অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহা পূর্বে বর্ণিত (২৪৬০ নং) হাদীছের অনুকূলে হয়। আল্লামা যুরকানী (রহ.) স্বীয় 'শরহুল মাওয়াহিব' গ্রন্থে বলেন, এই রিওয়ায়ত সহীহ হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসের প্রথমাংশে দুইদিন বা তিনদিন সাওমে বিসাল করিয়াছিলেন। অতঃপর রমাযানের শেষাংশে অনুরূপ সাওমে বিসাল করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সাহাবাগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রমাযান মাসের প্রথম দিকের সাওমে বিসাল-এর অনুসরণ না করিয়া দ্বিতীয়বার (রমাযানের শেষ দিক)-এর সাওমে বিসালের অপেক্ষায় ছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৪)

إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي (নিশ্চয় তোমরা আমার মত নহে)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই মর্মে সকল হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাওমে বিসাল শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বিশেষত্ব ছিল। অন্যদের জন্য নিষেধ। তবে যেই সকল হাদীছে অনুমতি রহিয়াছে উহা কেবল সাহরী পর্যন্ত।

অতঃপর উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞাটি কোন প্রকারের এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা হারামমূলক। আর কেহ বলেন, মাকরূহ জাতীয়। আর কেহ বলেন, যাহার জন্য সাওমে বিসাল কষ্টকর হয় তাহার জন্য হারাম আর যাহার জন্য কষ্টকর নহে তাহার জন্য মুবাহ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৪)

إِنِّي أَظَلُّ (আমাকে আমার রব পানাহার করান)। اظل শব্দটি همزه এবং ظ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা مضارع -এর সীগা। শব্দটির আসল অর্থ দিনের বেলা পানাহার করানো। কিন্তু এই স্থানে مطلق الكون (ব্যাপক ওয়াক্ত তথা দিবা-রাত্রি পানাহার করানো)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। কেননা, রাত্রিতে বিরত থাকাই আলোচ্য বিষয়, দিবসে নহে। এই কারণেই অধিকাংশ রিওয়ায়তে إِنِّي أَبِيتُ (আমি রাত্রি যাপন করি (আমার রব আমাকে পানাহার করান) রহিয়াছে। আর اظل শব্দটি مشترك (দিবা-রাত্রি উভয় অর্থবোধক) শব্দ হইবার কারণে সম্ভবত

কতক হাদীছে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ (আর তাহারা রহমান আল্লাহর জন্য যে কন্যা-সন্তান বর্ণনা করে, যখন তাহাদের কাহাকেও উহার সংবাদ দেওয়া হয়। তখন তাহার মুখমণ্ডল কাল হইয়া যায় এবং ভীষণ মনস্তাপ ভোগ করে। -সূরা যুখরুফ ১৭)। এই আয়াতে ظل দ্বারা مطلق الوقت (ব্যাপক (দিবা-রাত্রি উভয়) ওয়াক্ত) মর্ম। রাত্রি ব্যতীত শুধু দিবস বুঝানোর জন্য বিশেষত্ব নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৫)

يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي (আমাকে আমার রব পানাহার করান)। এই বাক্যে অর্থ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ বলেন, ইহা প্রকৃত (حقيقى) অর্থে ব্যবহৃত যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রেরিত নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানার্থে নিজের পক্ষ হইতে রোযার রাত্রিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করিতেন। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) উপর্যুক্ত অভিমতের উপর প্রশ্ন করেন যে, যদি অনুরূপই হয় তাহা হইলে তো সাওমে বিসাল হয় না। اظل শব্দটির প্রকৃত অর্থ দিনের বেলা (পানাহার) করানো। আর দিনের বেলায় প্রকৃত অর্থে পানাহার করার দ্বারা রোযাদার হইবেন না। ইহার জবাব এইভাবে দেওয়া যায় যে, এই সম্পর্কিত রিওয়ায়তসমূহে اَبِيْتُ (আমি রাত্রি যাপন করি) শব্দটি প্রাধান্য। اظل শব্দ নহে। আর اظل (দিনের বেলা পানাহার করানো) প্রমাণিত হইলেও কোন সমস্যা নাই। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ পদ্ধতিতে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা স্বরূপ তাঁহাকে জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় প্রদান করিতেন। যাহার উপর পার্থিব বিধিবিধান প্রযোজ্য নহে।

আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহ.) বলেন, শরীআতে প্রচলিত খাদ্য আহারের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় কিন্তু অলৌকিক খাদ্য, যাহা জান্নাত হইতে আগত উহা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না। তিনি আরও বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচ্য পানাহার এমন অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে যেমন স্বপ্নযোগে পানাহার হয়। তবে সেই পানাহারের তৃপ্তি জাগ্রত হইবার পরও বহাল থাকিত। ফলে শক্তি অর্জিত হইলেও রোযা, সাওমে বিসাল ভঙ্গ হইত না এবং ছাওয়াবও হ্রাস পাইত না। সারকথা হইতেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওমে বিসাল-এর সময় আধ্যাত্মিক ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় এমন উচ্চ অবস্থায় পৌঁছিয়া যাইতেন যে, তাঁহার মধ্যে মানবিক অবস্থার কোন প্রভাব থাকিত না।

জমহুরে উলামা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي (আমাকে আমার রব পানাহার করান) দ্বারা রূপক অর্থ মর্ম। অর্থাৎ প্রচলিত পানাহার দ্বারা যেই শক্তি হয় সেই শক্তি মর্ম। যেন তিনি ইরশাদ করিয়াছেন يعطينى قوة الاكل والشارب (পানাহারকারীর ক্ষমতা আমাকে প্রদান করা হইত)। অর্থাৎ আমি পানাহার না করিলেও দৈহিক ও আত্মিক শক্তি দুর্বল হয় না। আল্লাহ তা'আলার ইবাদতই আমার খাদ্য। আর আধ্যাত্মিক খাদ্য প্রচলিত খাদ্য হইতে অনেক শক্তিশালী। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৫)

(২৪৬২) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ. فَقَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي".

(২৪৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন,

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদেরকে সাওমে বিসাল করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা আরয করিলেন, আপনি তো সাওমে বিসাল করেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি তোমাদের অনুরূপ নহি। আমাকে আমার রব পানাহার করান।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ الْقُبْلَةَ فِي الصَّوْمِ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى مَنْ لَمْ تُحَرِّكْ شَهْوَتَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ সম্ভোগেচ্ছা জাগ্রত না হইলে রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া হারাম না হওয়ার বিবরণ

(২৪৬৩) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ إِحْدَى نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. ثُمَّ تَضْحَكُ.

(২৪৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর (রহ.) তিনি ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রোযা অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোন এক স্ত্রীকে চুমু দিতেন। অতঃপর তিনি (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হাদীছ বর্ণনার পর) মুচকি হাসি দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ تَضْحَكُ (অতঃপর তিনি মুচকি হাসি দিলেন)। আল্লামা ইবন আবূ শায়বা (রহ.) শুরাইক (রহ.) হইতে। তিনি হিশাম (রহ.) হইতে এই হাদীছে রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, فضحكت فظننا انها هى (হাদীছ বর্ণনার পর তিনি মুচকি হাসিলেন। ইহাতে আমরা ধারণা করিয়াছিলাম যে, তিনিই সেই সম্মানিতা স্ত্রী যাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুমু দিয়াছিলেন)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর মুচকি হাসি দেওয়ার কারণ বর্ণনায় লিখেন, সম্ভবতঃ হযরত আয়িশা (রাযিঃ) সেই সকল লোকের উপর বিস্ময় প্রকাশে মুচকি হাসি দিয়াছিলেন যাহারা ইহার বিপরীত মত পোষণ করেন। আর কেহ কেহ বলেন, মহিলা হিসাবে এমন একটি লজ্জাজনক হাদীছ বর্ণনা করায় তিনি নিজের উপর বিস্ময় প্রকাশে মুচকি হাসি দিয়াছিলেন। তবে তাবলীগে ইলম-এর প্রয়োজনে তিনি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। কিংবা নিজের বিষয়টি জানানোর কারণে লজ্জায় তিনি মুচকি হাসিলেন। কিংবা সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি যে স্বয়ং নিজের ক্ষেত্রে হইয়াছিল উহার প্রতি ইঙ্গিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মুচকি হাসি দিয়েছিলেন। যাহাতে বর্ণনাটি বিশ্বস্ত হয়। কিংবা তাঁহার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে গভীর মহব্বত ছিল উহার উপর আনন্দ প্রকাশে হাসি দিয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৫-১২৬) (বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরবর্তী ২৪৬৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৪৬৪) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ.

(২৪৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজার সা'দী ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... সুফয়ান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুর রহমান বিন কাসিম (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি আপনার পিতাকে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখা অবস্থায় তাহাকে চুমু দিতেন? তিনি (ঘটনাটি স্মরণের লক্ষে) কিছুক্ষণ চুপ থাকিলেন। অতঃপর (যথাযথ স্মরণ হইবার পর) তিনি বলিলেন, হ্যাঁ (শুনিয়াছি)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (পরবর্তী ২৪৬৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৪৬৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ .

(২৪৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় আমাকে চুমু দিতেন। তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে স্বীয় কামোদ্দীপনাকে নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কামোদ্দীপনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সক্ষম ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَمْلِكُ إِرْبَهُ (কামোদ্দীপনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে সক্ষম ছিলেন)। اربه শব্দটি همزه এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে প্রসিদ্ধ। অর্থ কামোদ্দীপনা। আর এই শব্দটির همزه বর্ণে যের এবং ر বর্ণে সাকিনসহ اربه পঠনেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা কখনো حاجة (প্রয়োজন), কখনও বুদ্ধি, কখনও অঙ্গ দ্বারা করা হইয়াছে। তবে এই স্থানে বিশেষ অঙ্গ তথা পুরুষাঙ্গ মর্ম। -(শরহুস সুন্নাত)। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, এই স্থানে ارب দ্বারা حاجة (প্রয়োজন) অর্থ গ্রহণ উত্তম এবং ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে স্ত্রী সহবাস মর্ম নেওয়া হইয়াছে। কাজেই বাক্যটির অর্থ হইবে انه كان اغلبكم و اقدركم على منع النفس مما لا ينبغى ان يفعل (যাহা করা সমীচীন নহে এমন বস্তু হইতে নিজ প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখায় তোমাদের সকল হইতে তিনি অধিকতর জয়শীল ও শক্তিধর ছিলেন)।

আল্লামা ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা এই কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তিনি স্বীয় কামোদ্দীপনা আয়ত্বে সর্বাধিক সক্ষম ছিলেন। ফলে তাহার বীর্যপাতের কোন আশংকা ছিল না। পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকদের ক্ষেত্রে আশংকামুক্ত নহে। এই কারণে তাঁহাকে ছাড়া অন্যান্যদের জন্য রোযা অবস্থায় চুমু দেওয়া ও হাত দ্বারা স্পর্শ করা মাকরূহ। -(মিরকাত)-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৬)

(২৪৬৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها ح وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لإِرْبِهِ.

(২৪৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সুজা বিন মাখলাদ (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় (স্বীয় স্ত্রীকে) চুম্বন করিতেন এবং দেহে দেহ মিলাইতেন। তবে প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখায় তোমাদের সকল হইতে তিনি অধিকতর ক্ষমতাবান ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ (এবং রোযা অবস্থায় দেহে দেহ মিলাইতেন)। التقبيل (চুম্বন) مباشرة (দেহে দেহ মিলানো) হইতে খাস। কাজেই ইহা خاص (নির্দিষ্ট)-এর পর عام (ব্যাপক)-এর উল্লেখ করার নীতির অন্তর্ভুক্ত।

মূলত مباشرة হইতেছে দেহের সহিত দেহ মিলানো এবং جماع (স্ত্রী সহবাস)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। চাই প্রবিষ্ট করানো হউক কিংবা না। তবে এই স্থানে جماع (স্ত্রী সহবাস) মর্ম নহে।

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলুভী (রহ.) বলেন, পূর্ণাঙ্গ রোযা তো উহাই যাহা কামভাব ও অশ্লীল বিষয়ক কথাবার্তা ও কর্ম হইতে পাক পবিত্র থাকা। দ্বিতীয়ত এই সকল বস্তু প্রবৃত্তিকে কলুষিত করে এবং রোযা ভঙ্গের কারণ (সহবাস)-এর দিকে ধাবিত করে। আর যেই সকল বস্তু রোযা ভঙ্গের কারণের দিকে ধাবিত করে উহা হইতে সাবধানতার সহিত বিরত থাকা সমীচীন। প্রথমটির উদাহরণ যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন فلا يرفث ولايصخب فان سابه احد او قاتله فليقل انى امرأ صائم (তাহার উচিত গালি-গালাজ হইতে বিরত থাকা ও চিৎকার করিয়া কথা না বলা। যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় কিংবা তাহার সহিত কেহ ঝগড়া করিতে আসে তখন সে যেন বলে, আমি একজন রোযাদার ব্যক্তি)।

অন্য হাদীছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه و شرابه (যেই ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আচার বর্জন করে নাই, তাহার জন্য পানাহার বর্জন করা আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজন নাই)। এই দুই হাদীছে রোযা নাই দ্বারা 'পূর্ণাঙ্গ' রোযা নাই মর্ম হইবে।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হইতেছে افطر الحاجم والمحجوم (শিঙ্গা দাতা এবং শিঙ্গা গ্রহীতা উভয়ে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিল– আবূ দাউদ)। উল্লেখ্য যে, যাহারা রোযা অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো আপত্তিকর বলিয়া মনে করেন না তাহাদের মতে রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, ইহার অর্থ রোযা ভাঙ্গার পথে অগ্রসর হইল। শিঙ্গা গ্রহীতা দুর্বল হইয়া পড়ার কারণে এবং শিঙ্গা দাতা এই কারণে যে, শিঙ্গা টানার সময় রক্ত পেটে প্রবেশ হইতে সে নিরাপদ নহে।

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন এবং দেহে দেহ স্পর্শ করানোর বিষয়ে লোকেরা বাড়াবাড়ি করিতে পারে সেই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীআতের ব্যাখ্যাদাতা হিসাবে কথা ও কর্মের মাধ্যমে বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, এতদুভয় কর্ম রোযা ভঙ্গের কারণ নহে। তবে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের জন্য উহা হইতে বাঁচিয়া থাকা উত্তম ও নিরাপদ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) বলেন, একদল বিশেষজ্ঞের মতে রোযাদার স্বীয় স্ত্রীকে চুম্বন ও স্পর্শ করা মাকরূহ। আর ইহা ইমাম মালিক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ মত। ইবন আবূ শায়বা (রহ.) সহীহ সনদে আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, انه كان يكره القبلة والمباشرة (তিনি চুম্বন ও দেহে দেহ স্পর্শ করানো মাকরূহ মনে করিতেন)।

আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) প্রমুখ কতক বিশেষজ্ঞের অভিমত নকল করিয়াছেন যে, তাহারা ইহাকে হারাম মনে করেন। তাহাদের দলীল, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ (কাজেই এখন (রাত্রিতে) তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত সহবাস কর– সূরা বাকারাহ ১৮৭)। এই আয়াতের জবাব হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে শরীআতের ব্যাখ্যাদাতা। তিনি দিনের বেলায় স্ত্রীকে স্পর্শ করা মুবাহ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতে مباشرة দ্বারা جماع (সহবাস) করা মর্ম। চুম্বন ও স্পর্শ প্রভৃতি করা মর্ম নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

কুফার ফকীহগণের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন শুবরুম্মা (রহ.) ফতোয়া দিতেন যে, রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন দিলে রোযা ভঙ্গ হইয়া যাইবে।

কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন দেওয়া ব্যাপকভাবে (مطلقا) মুবাহ। ইহা আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু সাঈদ ও সা'দ বিন আবূ ওয়াক্কাস (রাযিঃ) ইহাই বলেন।

আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে সক্ষম ব্যক্তির জন্য জায়িয, অন্যথায় নাজায়িয। যেমন আলোচ্য হাদীছে স্বয়ং হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ইশারা করিয়াছেন। (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত কিতাবুল হায়িয-এর ৫৮৪ নং হাদীছ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

'দররুল মুখতার' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ফ্যাসাদ (বীর্যপাত কিংবা সহবাস) হইতে যেই ব্যক্তি নিরাপদ নহে সেই ব্যক্তির জন্য রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন, স্পর্শ, মুআনাকা এবং সহবাসপূর্ব কৃতকর্ম (مباشرة فاحشة)-এর ন্যায় কর্ম করা মাকরূহ। আর যদি (বীর্যপাত ও সহবাস হইতে) নিরাপদ হয় তবে কোন ক্ষতি নাই। ইহা হানাফীগণের অভিমত। তবে স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, কোন অবস্থাতেই কাহারও জন্য এইরূপ কর্ম করা সমীচীন নহে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত অন্য কাহারও তুলনা চলে না। আলোচ্য হাদীছে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) ইহাই স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৬-১২৭)

<u>স্ত্রীকে চুম্বন করায় বীর্যপাত হইলে ইহার হুকুম</u>

আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, রোযাদার ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে দেহে দেহ স্পর্শ, চুম্বন কিংবা দৃষ্টি করার কারণে যদি বীর্যবাত কিংবা মযী (এক প্রকার তরল সাদা পানি যাহা কামভাবের সময় বাহির হয়) নির্গত হয় তবে ইহার হুকুম কি? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে।

কুফার ফকীহগণ (তাঁহাদের মধ্যে ইমাম আযম (রহ.)ও আছেন) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, দেহে দেহ স্পর্শ কিংবা চুম্বন করার কারণে বীর্যপাত হইয়া গেলে রোযা কাযা করিতে হইবে। আর শুধু মযী বাহির হইলে কাযা করিতে হইবে না। আর কেবল দৃষ্টি করার কারণে বীর্যপাত হইয়া গেলেও রোযা কাযা করিতে হইবে না।

ইমাম মালিক ও ইসহাক (রহ.) বলেন, সর্বাবস্থায় বীর্যপাত ঘটিলে কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। তবে মযী বাহির হইলে শুধু কাযা করা ওয়াজিব। তাহাদের দলীল হইতেছে যে, বীর্যপাত দ্বারা সহবাসের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৭)

(২৪৬৭) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

(২৪৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুমু দিতেন। তিনি স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখিতে তোমাদের সকলের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন।

(২৪৬৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(২৪৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় (আমাদের) দেহে দেহ মিলাইতেন।

(২৪৬৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَقُلْنَا لَهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لإِرْبِهِ . شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ.

(২৪৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আসওয়াদ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং মাসরূক (রহ.) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি রোযা অবস্থায় (স্বীয় স্ত্রীগণকে) স্পর্শ করিতেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। তবে তিনি স্বীয় কামভাবকে আয়ত্বে রাখার ব্যাপারে তোমাদের সকলের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে আয়ত্বে রাখিতে সক্ষম? (উল্লেখ্য যে, রাবী) আবূ আসিম (রহ.) সন্দেহসহ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৪৭০) وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَسْأَلاَنِهَا . فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

(২৪৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াকূব আদ-দাওরাকী (রহ.) তিনি ... আসওয়াদ ও মাসরূক (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা দুইজন উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৪৭১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

(২৪৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় তাঁহাকে চুমু দিতেন।

(২৪৭২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(২৪৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন বিশর হারীরী (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(২৪৭৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.

(২৪৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসেও (তাঁহাকে) চুমু দিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى شَهْرِ الصَّوْمِ (সাওমের মাসে) অর্থাৎ রমাযান মাসে। যেমন অন্য রিওয়ায়তে আছে। ইহা দ্বারা আয়িশা (রাযিঃ) সেই দিকে ইশারা করিয়াছেন যে, ফরয এবং নফল রোযার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ১২৭)

(২৪৭৪) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاَقَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِى رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ .

(২৪৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের রোযা অবস্থায় (তাঁহাকে) চুমু দিতেন।

(২৪৭৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(২৪৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় (তাঁহাকে) চুমু দিতেন।

(২৪৭৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

(২৪৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... হাফসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় চুমু দিতেন।

(২৪৭৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(২৪৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... হাফসা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৪৭৮) حَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "سَلْ هٰذِهِ". لأُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذٰلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَا وَاللهِ إِنِّى لأَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ".

(২৪৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি উমর বিন আবূ সালামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রোযাদার (স্বীয় স্ত্রীকে) চুমু দিতে পারে কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, এই বিষয়ে উম্মু সালামা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা কর। (তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে) তিনি জানাইলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ করেন। অতঃপর তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তো আপনার পূর্বাপর সমুদয় উত্তমের বিপরীত কৃতকর্ম ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, জানিয়া রাখ! আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহ তা'আলার সমীপে সর্বাধিক তাকওয়া অবলম্বনকারী এবং তাঁহাকে তোমাদের সকলের চাইতে অধিক ভয় করি।

بَابُ صِحَّةِ صَوْمِ مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ

অনুচ্ছেদ ঃ জানাবাত অবস্থায় কাহারও সুবহে সাদিক হইয়া গেলে তাহার রোযা সহীহ হইবে

(২৪৭৯) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُصُّ يَقُولُ فِي قَصَصِهِ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فَلَا يَصُمْ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ لأَبِيهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنهما فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَكِلْتَاهُمَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ مَرْوَانُ عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ قَالَ فَجِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ فَذَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ هُمَا أَعْلَمُ. ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ . قُلْتُ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَقَالَتَا فِي رَمَضَانَ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ثُمَّ يَصُومُ.

(২৪৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তান) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... আবূ বকর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) স্বীয় রিওয়ায়তসমূহে বলিতেন, জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক (ফজরের সময়) হইয়া গেলে তাহার রোযা হইবে না। রাবী (আবূ বকর বিন আবদুর রহমান) বলেন, অতঃপর আমি এই রিওয়ায়তটি আমার পিতা আবদুর রহমান বিন হারিছ (রাযিঃ)-এর নিকট বর্ণনা করিলাম। তখন তিনি উহা অস্বীকার করিলেন। অতঃপর আমি এবং (আমার পিতা) আবদুর রহমান (রাযিঃ) উভয়ই হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর আবদুর রহমান তাঁহাদের উভয়ের নিকট উক্ত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাবী (আবূ বকর) বলেন, তখন তাহারা উভয়ই (জবাবে) বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (স্ত্রী সহবাসজনিত) জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া যাইত এবং পরে তিনি রোযা রাখিতেন। আর তাঁহার জানাবাত ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ)-এর কারণে নহে (কেননা নবীগণের ইহতিলাম হয় না। ফলে স্ত্রী সহবাসের

মাধ্যমে জানাবত (গোসল ফরয) হয়)। রাবী (আবূ বকর) বলেন, অতঃপর আমরা উভয়ে (মদীনার প্রশাসক) মারওয়ান-এর দফতরে প্রবেশ করিলাম। অতঃপর (আমার পিতা) আবদুর রহমান (রাযিঃ) তাহার সহিত উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করিলেন। তখন মারওয়ান বলিলেন, আমি তোমাকে কসম দিয়া বলিতেছি যে, তুমি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর নিকট যাও এবং তাঁহার কথাটি খন্ডন করিয়া দাও। রাবী বলেন, আমরা উভয়ে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। (উল্লেখ্য যে রাবী) আবূ বকর সকল সময়ই উপস্থিত ছিলেন। রাবী (আবূ বকর) বলেন, অতঃপর আবদুর রহমান (রাযিঃ) এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর সহিত আলোচনা করিলেন। তখন আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, তাঁহারা উভয়েই কি তোমার কাছে এই কথা বলিয়াছেন। তিনি (আবদুর রহমান) বলিলেন, হ্যাঁ। তখন আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, বস্তুতঃ তাঁহারা উভয়ই সর্বাধিক অবগত। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) তাহার এই কথাটি ফযল বিন আব্বাস (রাযিঃ)-এর প্রতি সম্পর্কিত করিয়া বলিলেন, আমি এই কথাটি ফযল (বিন আব্বাস) হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। আমি ইহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে (সরাসরি) শ্রবণ করি নাই। রাবী বলেন, অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) এই বিষয়ে তাঁহার মত পরিবর্তন করেন। রাবী ইবন জুরাইজ (রহ.) বলেন, আমি আবদুল মালিক (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা উভয়েই কী রমাযানের কথা বলিয়াছেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ, অনুরূপই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (স্ত্রী সহবাসজনিত) জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া যাইত আর তাঁহাতে জানাবাত ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ)-এর কারণে ছিল না। অতঃপর তিনি রোযা রাখিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ (ইহতিলাম ছাড়া (স্ত্রী সহবাস কারণে) জানাবত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় ..)। حلم শব্দটি ح বর্ণে পেশ এবং ل বর্ণে পেশ কিংবা সাকিনসহ পঠিত। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহাতে দুইটি ফায়দা রহিয়াছে। (এক) তিনি রমাযানের রাত্রিতে স্ত্রী সহবাস করিতেন এবং গোসল সুবহে সাদিকের পর পর্যন্ত বিলম্ব করিয়াছেন। ইহা জায়িয বর্ণনার জন্য ছিল। (দুই) এই জানাবাত স্ত্রী সহবাসের কারণে ছিল। ইহতিলাম (স্বপ্নদোষ)-এর কারণে নহে। কেননা, তাঁহার ইহতিলাম হইত না। ইহতিলাম তো শয়তানের পক্ষ হইতে হয়। আর তিনি শয়তান হইতে নিরাপদ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৮)

قَالَ فَرَجَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَٰلِكَ الحديث (রাবী বলেন, অতঃপর আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ঐ হাদীছের ভিত্তিতে যাহা বলিতেন উহা হইতে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন)। রমাযানে জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া গেলে ইহার হুকুম কি? এই মাসয়ালা আলোচ্য হাদীছে চমৎকার সমন্বয় রহিয়াছে। ইহাতে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। (১) কতক তাবেঈন (রহ.)-এর মতে কোন ব্যক্তি যদি জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক করিয়া ফেলে তবে তাহার রোযা কাযা করিতে হইবে। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছের একাংশ।

আয়িম্মায়ে আরবাআ (রহ.) সর্বসম্মত মতে জানাবাত অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির সুবহে সাদিক হইয়া যায় তাহা হইলেও তাহার রোযা সহীহ হইবে। কাযা করার প্রয়োজন নাই। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছের হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত অংশ। অধিকন্তু পরবর্তী (২৪৮০ নং) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ ঃ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রমাযান মাসে ইহতিলাম ছাড়াই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জানাবাত অবস্থায় ফজরের নামাযের সময় হইয়া যাইত। তখন তিনি গোসল করিতেন এবং রোযা রাখিতেন)।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ (রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সহিত সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হইয়াছে। -সূরা বাকারা ১৮৭)। এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে,

আয়াতে যাহা হালাল করা হইয়াছে ইতোপূর্বে হারাম ছিল। সহীহ বুখারী ও অন্যান্য হাদীছের কিতাবে হযরত রাবা বিন আ'যিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, প্রথম যখন রমাযানের রোযা ফরয করা হইয়াছিল, তখন ইফতারের পর হইতে শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যা গ্রহণ করিয়া নিদ্রা যাওয়ার সাথে সাথেই এই সকল কিছু হারাম হইয়া যাইত। কোন কোন সাহাবী এই ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। তখন নাযিল হয় ঃ فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (এখন তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সহিত সহবাস কর এবং যাহা কিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলা দান করিয়াছেন, তাহা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা হইতে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। -সূরা বাকারা ১৮৭) এই আয়াতে সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস সকল কিছু হালাল করা হইয়াছে। সুতরাং গোসল তো সুবহে সাদিকের পরেই হইবে।

কতক তাবেঈনের দলীলের জবাব

হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) কর্তৃক ফযল বিন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের বিভিন্ন জবাব হইতে পারে। (ক) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছকে উত্তমের উপর প্রয়োগ করা হইবে এবং হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছকে জায়িয হওয়ার উপর প্রয়োগ করা হইবে। তবে সুবহে সাদিকের পূর্বে গোসল করে নেওয়াই উত্তম। উল্লেখ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীআতের ব্যাখ্যাদাতা। তাই তিনি কথায় ও কর্মে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া গেলেও রোযা সহীহ হইবে।

(খ) আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর হাদীছ নসখ (রহিত হওয়া)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। কেননা, রোযা ফরয হইবার প্রথম সময়ে পানাহারের ন্যায় স্ত্রী সহবাসও নিদ্রার পর রোযাদারের জন্য হারাম ছিল। সেই প্রাথমিক সময়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) ফযল বিন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ মুতাবিক ফতোয়া দিতেন এবং হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ শ্রবণের পূর্ব পর্যন্ত উহার উপরই ছিলেন। পরবর্তীতে যখন কুরআন মজীদে রোযাদারদের জন্য সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হইল এবং হযরত আয়িশা ও উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি নিজ পূর্ব মত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন।

মাসয়ালার সারসংক্ষেপ এই যে, জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া গেলেও রোযা সহীহ হইবে। ইহা কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। ইহা সাহাবায়ে কিরাম, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীন সকলের মাযহাব। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) যদিও প্রথমে রোযা নষ্ট হইয়া যাওয়ার প্রবক্তা ছিলেন। পরে তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করেন।

অধিকন্তু এই হুকুম সেই সকল হায়িয ও নিফাসওয়ালী মহিলাগণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে যাহাদের রক্ত রমাযানের রাত্রিতে বন্ধ হয়। তাহারা সুবহে সাদিকের পর গোসল করিলেও রোযা সহীহ হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১২৯, শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৫৩-৩৫৪, বজলুল মজহুদ ৩ঃ১৫২)

(২৪৮০) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .

(২৪৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নবী সহধর্মিনী আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রমাযান মাসে ইহতিলাম ব্যতীতই

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (স্ত্রী সহবাসজনিত) জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া যাইত। তখন তিনি গোসল করিতেন এবং রোযা রাখিতেন।

(২৪৮১) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ مَرْوَانَ أَرْسَلَهُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ لاَ مِنْ حُلُمٍ ثُمَّ لاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْضِي.

(২৪৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... আবূ বকর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা (মদীনা মুনাওয়ারার আমীর) মারওয়ান তাহাকে উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর কাছে প্রেরণ করিলেন সেই ব্যক্তির হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে যে জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক করিয়া ফেলে। তাহার কি রোযা হইবে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবাত (গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া যাইত। অতঃপর তিনি রোযা ভঙ্গ করিতেন না এবং রোযা কাযাও করিতেন না (অর্থাৎ তিনি রোযা সহীহ বলিয়া গণ্য করিতেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

এই হাদীছ দ্বারা সেই অভিমত খণ্ডন হইয়া যায়, যাহা হাসান বাসরী এবং নাখয়ী (রহ.) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, নফল রোযায় সুবহে সাদিক হইয়া গেলে জায়িয হইবে কিন্তু ফরয রোযা জায়িয নাই। আর সেই অভিমতও যাহা সালিম বিন আবদুল্লাহ, হাসান বাসরী ও হাসান বিন সালিহ (রহ.) হইতে নকল করা হইয়াছে যে, রোযা তো রাখিতে হইবে। কিন্তু কাযাও করিতে হইবে। যাহা হউক এই বিষয়ে বিস্তারিত মাসায়ালা ২৪৭৯ নং হাদীছে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যে, জুনুবী ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পর গোসল করিলেও তাহার রোযা সহীহ হইবে চাই ফরয হউক কিংবা নফল। তাহার কাযা করিতে হইবে না এবং ইহাতে কোন অসুবিধাও নাই। -(শরহে নওয়াভী ১:৩৫৪)

(২৪৮২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمَا قَالَتَا إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلاَمٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ.

(২৪৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী আয়িশা ও উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে, তাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রমাযান মাসে ইহতিলাম ব্যতীত স্ত্রী সহবাসের কারণে জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হইত। অতঃপর রোযা রাখিতেন।

(২৪৮৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوَالَةَ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ أَفَأَصُومُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم "وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ". فَقَالَ لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ "وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي".

(২৪৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাহারা ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য আগমন করিল, তখন তিনি দরজার আড়াল হইতে কথাগুলি শ্রবণ করিতেছিলেন। লোকটি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জানাবাত অবস্থায় আমার ফজরের সময় হইয়া যায়, এখন আমি কি রোযা রাখিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, জানাবাত অবস্থায় আমারও ফজরের সময় হইয়া যায় আমি তো রোযা রাখি। অতঃপর লোকটি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো আমাদের মত নন। আল্লাহ তা'আলা আপনার পূর্বাপর যাবতীয় উত্তমের খেলাফ কৃতকর্ম ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহর কসম! আমার আশা, আমি আল্লাহ তা'আলাকে তোমাদের সকলের চাইতে সর্বাধিক ভয় করি এবং আমি তোমাদের সকলের চাইতে সর্বাধিক জ্ঞাত ঐ বিষয়ে যাহা হইতে আমার বিরত থাকা জরুরী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنِّي لأَرْجُو (আমার আশা)। ইহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিনয়ী প্রকাশ। অন্যথায় তিনি সৃষ্টজগতের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং সর্বাধিক আল্লাহভীরু।

(২৪৮৪) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ رضى الله عنها عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ جُنُبًا أَيَصُومُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ.

(২৪৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান নাওফালী (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন ইয়াসার (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু সালামা (রাযিঃ)কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন যাহার জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া যায়, সে কি রোযা রাখিতে পারিবে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহতিলাম ব্যতীতই (স্ত্রী সহবাসের কারণে) জানাবাত অবস্থায় সুবহে সাদিক হইয়া যাইত এবং তিনি রোযা রাখিতেন।

بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى الصَّائِمِ وَوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ الْكُبْرَى فِيهِ وَبَيَانِهَا وَأَنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ وَتَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ الْمُعْسِرِ حَتَّى يَسْتَطِيعَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমাযানের দিবসে রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা জঘন্য হারাম। ইহাতে বড় ধরনের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে। চাই সে ধনী হউক কিংবা দরিদ্র। তবে দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে যখন সামর্থ্য হইবে তখন আদায় করিতে হইবে

(২৪৮৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ.

قَالَ "وَمَا أَهْلَكَكَ". قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً". قَالَ لاَ . قَالَ "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ". قَالَ لاَ. قَالَ "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا". قَالَ لاَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ "تَصَدَّقْ بِهَذَا". قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

(২৪৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগমন করিলেন। অতঃপর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে কোন বস্তু ধ্বংস করিয়া দিয়াছে? সে আরয করিল, আমি রমাযানে রোযা রাখা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কোন ক্রীতদাস আছে কি? যাহাকে তুমি আযাদ করিয়া দিতে পার? সে আরয করিল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি দুই মাস পরম্পরা রোযা রাখিতে পারিবে কি? সে আরয করিল, না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে পারিবে? সে জবাবে বলিল, না। অতঃপর লোকটি বসিয়া গেলেন। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক টুকরী খেজুর আনা হইল। তিনি লোকটিকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, এইগুলি তুমি সদকা করিয়া দাও। তখন লোকটি বলিলেন, আমার চাইতেও কি অভাবী লোক আছে? মদীনার দুই প্রান্ত (লাবা এবং হাররা) কংকরময় কাল পাথরের মধ্যবর্তী ভূমিতে আমার পরিবার হইতে অধিক অভাবী আর কেহ নাই। এই কথা শ্রবণ করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন এমনকি তাঁহার সামনের (আনইয়াব) দাঁতগুলি প্রকাশিত হইয়া গেল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যাও এবং এইগুলি তোমার পরিবারকেই খাইতে দাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ (রমাযানের রোযা রাখা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করিয়াছি)। এই হাদীছকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়া ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, রোযার কাফ্ফারা সহবাসের সহিত নির্দিষ্ট। কাজেই স্বেচ্ছায় পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না। তাহাদের দলীল আলোচ্য হাদীছ এবং সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ قال بينما نحن جلوس عند النبى صلى الله عليه وسلم اذ جائه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك قال وقعت على امرأتى و انا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا الخ الحديث (আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ধ্বংস হইয়া গিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইয়াছে? সে আরয করিল, আমি রোযাদার অবস্থায় আমার স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আযাদ করার মত কোন ক্রীতদাস তুমি পাইবে কি? সে আরয করিল, না। -হাদীছ সহীহ বুখারী ১ঃ২৫৯)

এই হাদীছেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের কারণে কাফ্ফারার হুকুম দিয়াছেন। তবে এই স্থলে খেলাফে কিয়াস হুকুম দিয়াছেন। কেননা, আগন্তুক লোকটি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসিয়াছিলেন। আর অন্য হাদীছে আছে التائب عن الذنب كمن لاذنب له (গুনাহ হইতে তওবাকারীর অবস্থা সেই ব্যক্তির ন্যায় যাহার কোন গুনাহ নাই)। তাওবা গুনাহ দূর করিয়া

দেওয়া সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফ্ফারার হুকুম দিয়াছেন। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, হুকুম খেলাফে কিয়াস দিয়াছেন। ফলে অন্য বস্তুকে ইহার উপর কিয়াস করা যায় না। অর্থাৎ এই কথা বলা যাইবে না যে, পানাহারের মাধ্যমে রমাযানের রোযা ভঙ্গকারীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। -হাশিয়া হিদায়া ১ঃ১৯৯)

ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও সুফয়ানে ছাওরী (রহ.) প্রমুখের মতে, রোযার কাফ্ফারা সহবাসের সহিত নির্দিষ্ট নহে; বরং সফর কিংবা ওযর ব্যতীত স্বেচ্ছায় পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গকারীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে।

আহনাফের দলীল ঃ

(১) ان ابا هريرة حدثه ان النبى صلى الله عليه وسلم امر رجلا افطر فى رمضان ان يعتق رقبة او يصوم شهرين او يطعم ستين مسكينا -

(আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রমাযানের রোযা ভঙ্গ করার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে হুকুম দিলেন, হয়তো সে একটি ক্রীতদাস আযাদ করিবে কিংবা দুই মাস রোযা রাখিবে কিংবা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াইবে)। -(সহীহ মুসলিম পরবর্তী ২৪৮৯ নং হাদীছ)

(২) عن ابى هريرة رض انه صلى الله عليه وسلم امر رجلا اكل فى رمضان ان يعتق - الحديث -

(আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তিকে রমাযানের রোযায় পানাহার করার কারণে (কাফ্ফারা হিসাবে) ক্রীতদাস আযাদ করার হুকুম দিয়াছেন। -(দারা কুতনী)

(৩) عن ابى هريرة رض ان رجلا قال يا رسول الله افطرت فى رمضان قال من غير مرض ولاسفر قال نعم فقال اعتق رقبة -

(আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রমাযানের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুস্থ ও সফর ছাড়া কি? সে জবাবে বলিল, হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি একটি ক্রীতদাস আযাদ করিয়া দাও। –হাদীছ। -(মাবসূত লি ইমাম সারাখসী)

উপর্যুক্ত হাদীছসমূহ ছাড়া অনেক হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, সফর ও ওযর ব্যতীত রমাযানের রোযা ভঙ্গ করায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফ্ফারা আদায়ের হুকুম দিয়াছেন। চাই সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করুক কিংবা পানাহারের মাধ্যমে ভঙ্গ করুক।

(৪) হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, নিশ্চয় পানাহার ও সহবাসের দ্বারা রোযা ভঙ্গকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

(৫) হানাফী মতাবলম্বী 'বাদাঈ' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, সফর ও ওযর ব্যতীত সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গকারীর উপর যেমন কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, অনুরূপ ওযর ও সফর ছাড়া পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গকারীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

শায়খ ইবনুল হুমাম (রহ.) বলেন, পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গকারীর উপর উত্তমভাবে (بطريق اولى) কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। কেননা, রোযা অবস্থায় স্বভাবগতভাবেই পানাহারের দিকে মন ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহা হইতে বিরত থাকা সহবাস হইতে বিরত থাকার চাইতে কষ্টকর। কাজেই পানাহারের ক্ষেত্রে بطريق اولى কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.) প্রদত্ত দলীলের জবাব ঃ

তাঁহাদের প্রদত্ত হাদীছে কাফ্ফারাকে কেবল সহবাসের কারণে রোযা ভঙ্গকারীর সহিত নির্দিষ্ট করা হয় নাই। এই স্থানে শুধু প্রশ্নকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশ্নের ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের কারণে কাফ্ফারার হুকুম দিয়াছেন মাত্র। আর অন্যান্য হাদীছ ও আছারের দ্বারা প্রমাণিত যে, ওযর ও সফর ছাড়া পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গকারীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে।

তাহারা যে বলিয়াছে তাওবা দ্বারা তাহার গুনাহ ক্ষমা হইয়া গিয়াছে। কাজেই আলোচ্য হাদীছে কাফ্ফারার হুকুমটি খেলাফে কিয়াস। ইহার উপর অন্য কোন বস্তুকে কিয়াস করা যায় না। ইহার উত্তর এই যে, আলোচ্য হাদীছে কাফ্ফারার হুকুম দেওয়ার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অনেক এমন গুনাহ আছে যাহা শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয় না। যেমন চুরি (শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয় না; বরং মাল ফিরত দিতে হইবে কিংবা মালিক হইতে মাফ করাইয়া নিতে হইবে) এবং ব্যভিচার (শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয় না; বরং তাহার উপর হদূদ (শরীয়তে নির্ধারিত শাস্তি বেত্রাঘাত কিংবা রজম) কায়িম হইবে)। অনুরূপ ওযর ব্যতীত রমযানের রোযা স্বেচ্ছায় ভঙ্গকারীর গুনাহ শুধু তাওবা দ্বারা মাফ হয় না; বরং কাফ্ফারাও আদায় করিতে হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তানযিমুল আশতাত ২ঃ৪৩-৪৪, আইনী ৫ঃ২৪৭, বজলুল মাজহুদ ৩ঃ১৫৪)

قَالَ فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াইতে পারিবে কি)? হাদীছ শরীফের এই অংশে কাফ্ফারা আদায়ের তিনটি পদ্ধতির একটি পদ্ধতি হইতেছে, ষাটজন মিসকীনকে আহার করানো। খাওয়ানোর স্থলে যদি ষাটজন মিসকীনকে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হয় তবে প্রত্যেক মিসকীনকে কি পরিমাণ খাদ্য দিতে হইবে এই বিষয়ে ইমামগণের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ (এক সা'-এর চারভাগের একভাগ) দিতে হইবে। যেমন আলোচ্য হাদীছে بعرق فيه تمر (এক টুকরা খেজুর) বর্ণিত হইয়াছে। আর এক টুকরীতে পনের সা' হয়। যেমন সুনানু আবূ দাউদ গ্রন্থে হিশাম বিন সা'দ, তিনি যুহরী হইতে, তিনি আবূ সালামা হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা হইতে বর্ণনা করেন যে, فاتى بعرق قدر خمسة عشر صاعا (পনের সা' পরিমাণ খাদ্য ভর্তি একটি টুকরী আনা হইল)। অনুরূপ দারা কুতনী ও বায়হাকী গ্রন্থের রিওয়ায়তেও خمسة عشر صاعا من تمر (পনের সা' পরিমাণ খেজুর) উল্লেখ আছে। কাজেই প্রত্যেক মিসকীনকে এক মুদ্দ করিয়া ষাটজন মিসকীনের মধ্যে পনের সা' বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, প্রত্যেক মিসকীনকে দুই মুদ্দ (অর্ধ সা') গম কিংবা এক সা' খেজুর দিতে হইবে। যেমন যিহারের কাফ্ফারায় দিতে হয়।

আহনাফের দলীল ঃ (১) দারা কুতনী গ্রন্থে আছে,

عن ابن عباس رض يطعم كل يوم مسكينا نصف صاع من بر -

(ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, প্রতিদিন একজন মিসকীনকে অর্ধ সা' গম দিবে।)

(২) সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী ২৪৯১ নং হাদীছে আছে,

فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। এমতাবস্থায় দুই টুকরী ভর্তি খাদ্য আসিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এইগুলি সদকা করিয়া দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন)।

তৎকালীন সময়ে প্রতিটি عرق (টুকরী) পনের সা' ধারণ ক্ষমতা ছিল। কাজেই عرقان (দুই টুকরী)তে ৩০ সা' হইবে। ফলে প্রতি মিসকীনের জন্য অর্ধ সা' হইবে।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.) আরও বলেন, একজন মিসকীনকে যদি প্রতিদিন অর্ধ সা' করিয়া ৬০ দিনে ৩০ সা' গম প্রদান করা হয় তাহা হইলেও কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে। কেননা, প্রতিদিনই তাহার প্রয়োজনের বিবেচনায় একজন নতুন মিসকীন হিসাবে গণ্য হইবে। পক্ষান্তরে একজন মিসকীনকে যদি এক সাথে একদিনে ৩০ সা' গম প্রদান করা হয় তবে কাফ্ফারা আদায় হইবে না। শুধু এক মিসকীনের অর্ধ সা' কাফ্ফারা আদায় হইবে। বাকী উনষাট মিসকীনের ২৯ $\frac{১}{২}$ সা' যিম্মায় থাকিয়া যাইবে।

জবাব

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর প্রদত্ত পনের সা' বিশিষ্ট হাদীছের জবাব এই যে, যেহেতু সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে عرقان (দুই টুকরী) অর্থাৎ ত্রিশ সা' উল্লেখ রহিয়াছে। এই কারণে সতর্কতা অবলম্বনে ইহাকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে। কেননা, সম্ভবত লোকটি অভাবী হওয়ার কারণে প্রাথমিকভাবে তাহাকে عرق (এক টুকরী) খেজুর সদকা করার জন্য বলা হইয়াছিল। পরবর্তীতে আর্থিক স্বচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত এক টুকরী (عرق) বাকী রহিয়াছে। অতঃপর যখন তাহার অভাবের বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবগত হইলেন, তখন তাহাকে বলিলেন, এইগুলি তুমি তোমার পরিবারকেই খাইতে দাও। ফলে পূর্ণ কাফ্ফারাই তাহার যিম্মায় রহিয়া গেল। কেননা, কাফ্ফারার দ্রব্য নিজে ও পরিবারবর্গকে খাওয়ানো জায়িয নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩১, তানযিমুল আশতাত ২ঃ৪৪, বজলুল মজহুদ ৩ঃ১৫৫-১৫৬)

بِعَرَقٍ (এক টুকরী)। عرق শব্দটির ع এবং ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত এবং শেষে ق বর্ণ। আল্লামা ইবন তীন বলেন, অধিকাংশ রিওয়ায়তে অনুরূপ রহিয়াছে। তবে আবুল হাসান কাবেসী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে ر বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, العرق المكتل (আরাক হইল ঝুড়ি)। المكتل শব্দটির م বর্ণে যের ك বর্ণে সাকিন ت বর্ণে যবর এবং শেষে ل বর্ণসহ পঠিত। عرق (এক টুকরী)-এ পনের সা' পরিমাণ খাদ্য সংকুলান হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে রোযার কাফ্ফারা যিহারের কাফ্ফারার মত ষাটজন মিসকীনকে গম হইলে ৩০ সা' সমানভাবে বন্টন করিয়া দিতে হইবে আর অন্য বস্তু তথা খেজুর হইলে ৬০ সা' দিতে হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ১ঃ১৩২)

فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهٰذَا (তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইগুলি সদকা করিয়া দাও)। রোযা অবস্থায় সহবাসকারী লোকটিকে কাফ্ফারা হিসাবে এইগুলি সদকা করার জন্য নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যাহার সহিত সহবাস করিয়াছে তাহার কাফ্ফারা ব্যাপারে এই হাদীছ শরীফে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। ফলে রমাযানের রোযা অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করিলে স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে কি না, এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য হইয়াছে।

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, রোযা অবস্থায় সহবাস করিলে শুধু স্বামীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে স্ত্রীর উপর নহে। আলোচ্য হাদীছ তাহাদের দলীল। কেননা, হাদীছে تصدق একবচনে পুংলিঙ্গের সীগা ব্যবহার করা হইয়াছে। অধিকন্তু هل تستطيع (তুমি কি করিতে পারিবে)? এবং هل تجد (তুমি পাইবে কি)? বাক্যেও একবচনের পুংলিঙ্গের সীগা ব্যবহার করা হইয়াছে। অধিকন্তু হাদীছে স্ত্রীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব কি না এই সম্পর্কে কোন হুকুম দেওয়া হয় নাই। কাজেই স্ত্রীর উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

জমহুরে উলামা, আবূ ছাওর ও ইবনুল মুনযির (রহ.) বলেন, স্ত্রীর উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। তবে মহিলার বিভিন্ন অবস্থার কারণে হুকুম বিভিন্ন হইবে। যদি স্ত্রীকে জোরপূর্বক সহবাসে বাধ্য করা হয় তবে তাহার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দলীলের জবাব এই যে, শরীআতের আদিষ্ট হুকুম কতকের উপর বর্ণনা করার দ্বারা বাদবাকী অন্যান্যদের জন্য এই হুকুমই প্রয়োগ হয়। কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর ব্যাপারে কোন হুকুম না দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ তিনি স্বামীর কথা শ্রবণের পর বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, তাহার স্ত্রীর কোন কিছুই প্রদানের ক্ষমতা নাই।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, রোযা অবস্থায় সহবাসকারী পুরুষের উপরই কেবল কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে নাকি যাহার সহিত সহবাস করিয়াছে উক্ত মহিলার উপরও কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে? কিংবা দুইজনের উপর দুইটি কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে এই ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। আলোচ্য হাদীছে শুধু সহবাসকারী পুরুষের উপর কাফ্ফারার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীর ব্যাপারে কিছুই বলা হয় নাই। তাই স্ত্রীর

ব্যাপারে অন্য দলীল গ্রহণ করা হইবে। আলোচ্য হাদীছে স্ত্রীর ব্যাপারে কোন হুকুম না দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ সে রোযাদার ছিল না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩২)

فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (মদীনা দুইটি কাল কংকরময় ভূমির মধ্যস্থিত)। এই বাক্যে ها সর্বনামটি مدينة (মদীনা)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। লাবাতুল হাররা এবং হাররা হইতেছে মদীনা নগরীর দুই পাশের কাল প্রস্তরাকীর্ণ মাঠ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩২)

فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ (তাহা হইলে তুমি এইগুলি তোমার পরিবারকেই খাওয়াও)। আল্লামা দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও মালিকী মতাবলম্বী ঈসা বিন দীনার (রহ.) হাদীছ শরীফের এই অংশ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, দরিদ্রতার কারণে ওয়াজিব কাফ্ফারা ক্ষমা হইয়া যায়। তাই সংশ্লিষ্ট লোকটিকে এইগুলি তাহার পরিবারের লোকদের খাওয়ানোর অনুমতি দিয়াছেন। অন্যথায় কোন ব্যক্তিকে স্বীয় ওয়াজিব কাফ্ফারা নিজে ও নিজের পরিবারের লোকদের খাওয়ানো জায়িয নাই। তাহা ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে স্বচ্ছলতা আসিলে কাফ্ফারা আদায় করার কথাও বলেন নাই।

জমহুরে উলামা (রহ.) বলেন, দরিদ্রতার কারণে ওয়াজিব কাফ্ফারা ক্ষমা হয় না। আর সংশ্লিষ্ট লোকটিকে কাফ্ফারা হিসাবে নহে; বরং সদকা হিসাবে এইগুলি তাহার পরিবারের লোকদের খাওয়ানোর অনুমতি দিয়াছেন।

ইমাম যুহরী বলেন, আলোচ্য হাদীছের হুকুম সংশ্লিষ্ট লোকটির সহিত নির্দিষ্ট। অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। কিন্তু ইমামুল হারামাইন তাহার অভিমতকে এই বলিয়া খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন যে, মূলতঃ ইহার হুকুম নির্দিষ্ট নহে।

শায়খ তকী উদ্দীন (রহ.) বলেন, এইগুলি মূলতঃ কাফ্ফারা ছিল না; বরং ইহা সদকা ছিল। তাই সে দরিদ্র হওয়ার কারণে তাহার পরিবারের লোকদের খাওয়ানোর অনুমতি দিয়াছিলেন। অবশ্য পরে তাহার স্বচ্ছলতা ফিরিয়া আসিলে তাহাকে কাফ্ফারা আদায় করিয়া দিতে হইবে। ইহা হানাফীগণের মত।

জবাব

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে বলিয়াছেন এই হাদীছে স্বচ্ছলতা আসিলে তাহাকে কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেওয়ার নির্দেশ নাই। এই স্থলে নির্দেশ না থাকার দ্বারা পরেও তিনি নির্দেশ দেন নাই তাহা প্রমাণিত হয় না। হয়তো তাহার দরিদ্রতার কথা অবহিত হওয়ার সাথে সাথে তাহাকে প্রথমে এইগুলি পরিবারকে খাওয়ানোর অনুমতি দিয়াছেন পরে কাফ্ফারা আদায় করার হুকুম দিয়াছেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩৩)

ভঙ্গকৃত রোযাটি কাযা করার হুকুম

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কেহ কেহ আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, সহবাসের মাধ্যমে যেই রোযাটি নষ্ট করিয়া দিয়াছে উহার কাফ্ফারা আদায়ের পর সেই রোযাটি কাযা করিতে হইবে না। যদিও সহীহায়নের হাদীছে সেই দিনের কাযা করা ওয়াজিব কি না এই ব্যাপারে কোন হুকুম নাই। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব বলিয়া নকল করা হইয়াছে।

ইমাম আওযায়ী (রহ.) বলেন, ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় ছাড়া অপর দুই প্রকারের কাফ্ফারা আদায় করিলে ভঙ্গকৃত রোযার কাযাও করিতে হইবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অপর এক অভিমত।

ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবায়ন, ইমাম ছাওরী, আবূ ছাওর, আহমদ এবং ইসহাক (রহ.)-এর মতে ভঙ্গকৃত রোযার (কাফ্ফারাসহ) কাযা করা ওয়াজিব। উমদাতুল কারী গ্রন্থে অনুরূপ রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩৩)

(২৪৮৬) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَهُوَ الزِّنْبِيلُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ.

(২৪৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন মুসলিম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে ইবন উয়ায়না (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাবী এই রিওয়ায়তে بعرق فيه تمر (এক টুকরী খেজুর)-এর স্থলে তিনি বলিয়াছেন بعرق فيه تمر وهو الزنبيل (এক 'আরাক' (টুকরী) পেশ করা হইল যাহাতে খেজুর ছিল। 'আরাক' হইল ঝুড়ি)। আর রাবী "তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার সামনের দাঁত (আনইয়াব) দেখা গেল" উল্লেখ করেন নাই।

(২৪৮৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً". قَالَ لاَ. قَالَ "وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ". قَالَ لاَ. قَالَ "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا".

(২৪৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি রমাযান মাসে (রোযা অবস্থায়) তাহার স্ত্রীর সহিত সহবাস করার পর এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কোন ক্রীতদাস পাইবে কি? (যাহাকে তুমি আযাদ করিতে পার)। সে জবাবে বলিল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি ক্রমাগত দুই মাস রোযা রাখিতে পারিবে? সে (জবাবে) বলিল, না। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তুমি ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াও।

(২৪৮৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(২৪৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রমাযানের রোযা ভঙ্গ করিবার কারণে কাফ্ফারা হিসাবে একটি ক্রীতদাস আযাদ করার হুকুম দেন। অতঃপর তিনি রাবী ইবন উয়ায়না (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেন।

(২৪৮৯) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلاً أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

(২৪৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে রমাযানের রোযা ভঙ্গ করার কারণে (কাফ্ফারা হিসাবে) একটি ক্রীতদাস আযাদ করিতে কিংবা দুই মাস (ক্রমাগত) রোযা রাখিতে কিংবা ষাটজন মিসকীনকে খানা খাওয়াইতে নির্দেশ দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمَـرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِى رَمَـضَانَ (রমাযানের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলার কারণে জনৈক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন)। ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এই হাদীছ দ্বারা দলীল দিয়া বলেন, সফর কিংবা ওযর ব্যতীত যে কোনভাবে রমাযানের রোযা ভঙ্গ করিবে তাহার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। চাই সে সহবাসের মাধ্যমে ভঙ্গ করুক কিংবা পানাহারের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩৩)

(২৪৯০) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

(২৪৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী ইবনু উয়ায়না (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(২৪৯১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ احْتَرَقْتُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لِمَ". قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا. قَالَ "تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ". قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ.

(২৪৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমন করিয়া আরয করিল, আমি জ্বলিয়া গিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেন? সে আরয করিল, রমাযানের দিনে আমি আমার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি সদকা কর, তুমি সদকা কর। সে আরয করিল, আমার কাছে কিছুই নাই। তখন তিনি তাহাকে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁহার কাছে দুই টুকরী আসিল যাহাতে খাদ্য ভর্তি ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এইগুলি সদকা করিয়া দেওয়ার জন্য হুকুম দিলেন।

(২৪৯২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَيْسَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ "تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ". وَلاَ قَوْلُهُ نَهَارًا.

(২৪৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিলেন, অতঃপর হাদীছখানা বর্ণনা করেন। তবে হাদীছের প্রথম দিকে تـصـدق تـصـدق (তুমি সদকা কর, তুমি সদকা কর) নাই। আর না তাহার কথা نـهـارا (দিবসে) আছে।

(২৪৯৩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ احْتَرَقْتُ احْتَرَقْتُ. فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "مَا شَأْنُهُ". فَقَالَ أَصَبْتُ أَهْلِي. قَالَ "تَصَدَّقْ". فَقَالَ وَاللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ مَا لِي شَيْءٌ وَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. قَالَ "اجْلِسْ". فَجَلَسَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى ذٰلِكَ أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ آنِفًا". فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "تَصَدَّقْ بِهٰذَا". فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَغَيْرَنَا فَوَاللهِ إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ. قَالَ "فَكُلُوهُ".

(২৪৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রমাযান মাসে মসজিদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমন করিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অগ্নিদগ্ধ হইয়াছি। আমি অগ্নিদগ্ধ হইয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কি হইয়াছে? সে আরয করিল, আমি আমার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি সদকা কর, তখন সে বলিল, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমার কিছুই নাই এবং সদকা করার ক্ষমতা আমার নাই। তিনি ইরশাদ করিলেন, আচ্ছা, বস। সে বসিল, লোকটি বসা থাকিতেই এক ব্যক্তি গাধা হাকাইয়া আগমন করিল এবং উহার পিঠে (দুই ঝুড়ি কিংবা এক ঝুড়ি) খাদ্য ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, অগ্নিদগ্ধ লোকটি কোথায়? যে কিছুক্ষণ পূর্বে আসিয়াছিল। লোকটি দাঁড়াইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, এইগুলি সদকা করিয়া দাও। তখন লোকটি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ছাড়া (অন্য লোকদের মধ্যে সদকা করিয়া দিব)? আল্লাহর কসম! আমরা অতীব ক্ষুধার্ত। আমাদের কিছুই নাই। তখন রহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে, যাও, এইগুলি তোমরা আহার কর।

باب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَنَّ الأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلاَ ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

অনুচ্ছেদ ঃ গুনাহের কাজ নহে এমন কাজে রমাযান মাসে সফরকারী ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ও রোযা না রাখা উভয়ই জায়িয যদি দুই বা ততধিক মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে সফর করা হয়। অবশ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা উত্তম এবং অক্ষম ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা উত্তম

(২৪৯৪) حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ.

(২৪৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর রমাযানে রোযা রাখা অবস্থায় সফরে বাহির হইলেন। অতঃপর কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছিবার পর তিনি রোযা ছাড়িয়া দিলেন। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যখনই কোন নতুন বস্তু প্রকাশিত হইত তখনই তাঁহার সাহাবাগণ উহার অনুসরণ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ (কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছিবার পর)। كديد শব্দটির ك বর্ণে যবর এবং د বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা উসফান ও কুদায়দ-এর মধ্যবর্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান 'কাদীদ'। কতক রিওয়ায়ত كديد এর স্থলে حتى بلغ عسفان (উসফান নামক স্থানে পৌঁছিবার পর)। কাদীদ এবং উসফান নিকটবর্তী স্থান হইবার কারণে কখনও কাদীদের স্থলে উসফান বলা হইয়াছে। কাদীদ এবং মক্কার মধ্যে দুই মারহালা দূরত্ব রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩৫)

(২৪৯৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ. قَالَ يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ يَعْنِي وَكَانَ يُؤْخَذُ بِالآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৪৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমর নাকিদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... যুহরী হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, সুফয়ান (রহ.) বলেন যে, আমি জানি না ইহা কাহার কথা অর্থাৎ তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষোক্ত কথাটি গ্রহণ করিতেন।

(২৪৯৬) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الأَمْرَيْنِ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِالآخِرِ فَالآخِرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ فَصَبَّحَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ.

(২৪৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। যুহরী (রহ.) বলেন, (সফর অবস্থায়) রোযা না রাখা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই আমলের শেষ আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষোক্ত আমলকেই গ্রহণ করা হইত। রাবী যুহরী (রহ.) বলেন, রমাযানের তের রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করিতেন।

(২৪৯৭) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ.

(২৪৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম প্রত্যেক নতুন বিষয়ে অনুসরণ করিতেন। যেই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শেষে প্রকাশিত হইত, সাহাবায়ে কিরাম ইহাকে রহিতকারী ও অধিক সুরক্ষিত গণ্য করিতেন।

(২৪৯৮) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

(২৪৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা রমাযানে রোযা রাখা অবস্থায় সফরে বাহির হইলেন। তিনি যখন উসফান নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি পানি ভর্তি একটি পাত্র আনার জন্য বলিলেন এবং লোকদেরকে দেখানোর জন্য দিনেই উহা পান করিয়া রোযা ছাড়িয়া দিলেন আর এই অবস্থায় তিনি মক্কা মুকাররমায় প্রবেশ করেন। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে কখনও রোযা রাখিয়াছেন আর কখনও রোযা রাখেন নাই। কাজেই যাহার মন চায় সে রোযা রাখিবে। আর যাহার মন চায় না সে রোযা ছড়িয়া দিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَشَرِبَهُ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاسُ (লোকদেরকে দেখানোর জন্য দিনেই উহা পান করিয়া ...)। হাদীছসমূহের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযারত অবস্থায় প্রভাত করেন। অতঃপর দিনের কোন এক সময়ে পানি পান করে রোযা ছাড়িয়া দেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া জমহুরে উলামা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি সফরের মধ্যে রাত্রিতে রমাযানের রোযার নিয়্যত করিয়া রোযারত অবস্থায় প্রভাত করে তবে তাহার জন্য দিনের যে কোন সময় পানাহার করিয়া রোযা ছাড়িয়া দেওয়া জায়িয আছে। পক্ষাপ্তরে কোন ব্যক্তি যদি মুকীম অবস্থায় রমাযানের রাত্রিতে রোযার নিয়্যত করিয়া প্রভাত করে অতঃপর সফরে বাহির হইয়া সেই স্থলে দিনের কোন সময়ে পানাহারের মাধ্যমে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া জায়িয নাই।

ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাক (রহ.) বলেন, দ্বিতীয় পদ্ধতি তথা মুকীম অবস্থায় রাত্রিতে রোযার নিয়্যত করিয়া প্রভাতে রোযা অবস্থায় সফরে যাইয়া দিনের বেলায় রোযা ছাড়িয়া দেওয়া জায়িয আছে।

হানাফীগণের মতে উপর্যুক্ত উভয় পদ্ধতি তথা সফরের মধ্যে বা মুকীম অবস্থায় রমাযানের রাত্রিতে রোযার নিয়্যত করিয়া প্রভাতে সফরে বাহির হইয়া সেই অবস্থায় দিনের কখনও পানাহারের মাধ্যমে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া জায়িয নাই।

আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা হানাফীগণের উপর প্রশ্ন করিয়াছেন। ইহার জবাবে হানাফীগণের পক্ষে আল্লামা আনোয়ারশাহ কাশ্মীরী (রহ.) লিখেন যে, আলোচ্য হাদীছ জিহাদের সফরের উপর প্রয়োগ হইবে। শত্রুর মুকাবালা মুসলিম সৈন্যদের শক্তি অর্জনের লক্ষে রোযা ছাড়িয়া দেওয়া জায়িয আছে। যেমন হাফিয ইবনুল কায়্যিম (রহ.) স্বীয় 'আল হুদা' গ্রন্থে বর্ণনা করেন وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان فصام و افطر وخير الصحابة بين الامرين وكان يامرهم بالفطر اذا دنوا من عدوهم ليتقوا على قتاله (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানে সফরে বাহির হইলেন। তখন সাহাবায়ে কিরামকে দুই বিষয়ের একটি করিতে এখতিয়ার দিলেন যে, যাহার ইচ্ছা রোযা রাখ আর যাহার ইচ্ছা রোযা না রাখ। অতঃপর যখন তাঁহারা শত্রুর নিকটবর্তী হইলেন তখন যুদ্ধে শক্তি অর্জনের লক্ষে তিনি তাঁহাদের ইফতার তথা পানাহার করে রোযা ছাড়িয়া দিতে নির্দেশ দিলেন)। এক হাদীছ অপর হাদীছের ব্যাখ্যা হয়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩৬)

(২৪৯৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ.

(২৪৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি (সফরের মধ্যে) রোযা রাখে তাহার প্রতি দোষারোপ করিও না এবং সেই ব্যক্তির প্রতিও নহে, যে (সফরের মধ্যে) রোযা ছাড়িয়া দেয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের মধ্যে (কোন সময়) রোযা রাখিয়াছেন (আবার কখনও) রোযা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

(২৫০০) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ".

(২৫০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানে রোযা রাখা অবস্থায় মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। অতঃপর তিনি যখন (মদীনা হইতে সাত মনযিল দূরে উসফানের নিকট) কুরাউল গামীম নামক স্থানে পৌঁছিলেন, তখন সাহাবাগণও রোযা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি এক পেয়ালা পানি চাহিয়া আনাইলেন এবং উপরে উঠাইয়া ধরিলেন যাহাতে লোকেরা উহা দেখিতে পায়। তারপর উহা পান করিলেন। ইহার পর তাঁহাকে বলা হইল যে, কোনো কোনো লোক রোযা রাখিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন, তাঁহারা তাকওয়ার উপর নহে, তাহারা তাকওয়ার উপর নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أُولَئِكَ الْعُصَاةُ (তাহারা তাকওয়ার উপর নহে)। অথচ রোযার উদ্দেশ্যই তাকওয়া অর্জন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, তাহাদেরকে এই গুণে গুণান্বিত করার কারণ হইতেছে যে, কর্মে শক্তি অর্জনে উপযোগিতায় তাঁহাদেরকে রোযা ছাড়িয়া দেওয়ার প্রতি ইশারা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদেরকে কঠোরভাবে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁহারা রোযা ছাড়েন নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩৭)

বলা বাহুল্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না; বরং তাহাদের হইতে রোযার গুরুত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু জিহাদের স্থলে রুখসত গ্রহণ পূর্বক শক্তি অর্জন করিয়া দুশমনের মুকাবালা করাই উপযোগী। ইহাই ধমকের স্বরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

(২৫০১) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ جَعْفَرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

(২৫০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাফর (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, অতঃপর তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কেহ বলিল, লোকদের জন্য রোযা রাখা অতি কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। আপনি কি করেন সেই দিকে তাহারা তাকাইয়া আছে। তখন তিনি আসরের পর এক পেয়ালা পানি চাহিয়া আনাইলেন।

(২৫০২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ "مَا لَهُ". قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ".

(২৫০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সফরে ছিলেন, হঠাৎ তিনি লোকদের জটলা এবং ছায়ার নীচে এক ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কী হইয়াছে? তাহারা বলিলেন, লোকটি রোযা রাখিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সফরে রোযা রাখা তোমাদের জন্য কোন (অধিক) ছাওয়াবের কাজ নহে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ (সফরে রোযা পালন করা তোমাদের জন্য কোন (অধিক) ছাওয়াবের কাজ নহে)। হাদীছ শরীফের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলিয়াছেন যাহার জন্য সফরে রোযা রাখা কষ্টাতীত হয়। আলোচ্য অধ্যায়ে সফরে রোযা রাখা এবং না রাখা উভয়ের এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। ফলে সকল হাদীছের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, যেই ব্যক্তি সফরে রোযা রাখিতে সক্ষম তাহার জন্য রোযা রাখা উত্তম। আর যাহার জন্য রোযা রাখা কষ্টাতীত হয় তাহার জন্য রোযা না রাখা উত্তম।

ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আওযায়ী (রহ.) বলেন, রুখসতের উপর আমল করতঃ সফরে রোযা না রাখাই উত্তম। আর কতক বলেন, যাহা সহজ হয় তাহা করাই উত্তম। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ (আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করিতে চান। -সূরা বাকারা ১৮৫)

সফরে রোযা রাখার দ্বারা ফরয আদায় হইবে কি না এই ব্যাপারে সালাফি সালিহীনের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে। (ক) কতক আহলে যাহির বলেন, সফরে রোযা রাখার দ্বারা ফরয আদায় হইবে না; বরং মুকীম অবস্থায় উহা কাযা করিতে হইবে। তাহাদের দলীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ليس من البر الصوم فى السفر (সফরে সাওম পালনে কোন নেকী নাই। -সহীহ বুখারী ১:২৬১)। এই হাদীছে البر (নেকী) শব্দটি الاثم (গুনাহ)-এর মুকাবালায় বর্ণিত হইয়াছে। সফরে রোযা রাখার দ্বারা কেহ গুনাহগার হইলে তাহার রোযা (ফরয আদায়ে) যথেষ্ট হইবে না। আর ইহা উমর, ইবন উমর, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ), যুহরী ও ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। তাহাদের দলীল, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا

اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকিবে অথবা সফর অবস্থায় থাকিবে, তাহার পক্ষে অন্য সময়ে রোযা পূরণ করিয়া নিতে হইবে। -সূরা বাকারা ১৮৪)। তাহারা বলেন, প্রকাশ্যভাবে এই আয়াতে فعدة (সংখ্যা পূরণ করিবে) পদটিতে فعليه عدة (তাহার উপর সংখ্যা পূর্ণ করা) কিংবা فالواجب عدة (সংখ্যা পূরণ করা ওয়াজিব) উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ সফর অবস্থায় রোযা রাখিলেও অন্য সময় উহা (কাযা করার মাধ্যমে) পূরণ করা ওয়াজিব।

(খ) তাহাদের বিপরীতে অন্য একদল বিশেষজ্ঞ বলেন, যাহার জন্য সফরে রোযা রাখা কষ্টাতীত কিংবা মৃত্যুর আশংকা না থাকে তাহার জন্য রোযা ছাড়া জায়িয নাই।

(গ) ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)সহ অধিকাংশ আলিমের মতে যেই ব্যক্তি সফরে কষ্টাতীত রোযা রাখিতে সক্ষম তাহার জন্য রোযা রাখা উত্তম।

দলীল ঃ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فَصَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে কখনও) রোযা রাখিয়াছেন আবার কখনও ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাজেই কেহ ইচ্ছা করিলে রোযা রাখিতে পারে আবার কেহ ইচ্ছা করিলে ছাড়িয়া দিতে পারে। -(হাদীছ নং ২৪৯৮)

প্রথম দলের উপস্থাপিত দলীলের জবাব ঃ তাহাদের প্রদত্ত দলীল لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوم فِى السَّفَرِ (সফরে সাওম পালনে কোন নেকী নাই)। ইহা সেই ব্যক্তির উপর প্রয়োগ হইবে যাহার জন্য রোযা রাখা কষ্টাতীত হয়।

আর আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ এর মধ্যে فعدة পদের পূর্বে فافطر (সে রোযা ছাড়িয়া দিলে) উহ্য রহিয়াছে। আয়াতের অর্থ "অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকিবে অথবা সফর অবস্থায় থাকিবে (সে রোযা ছাড়িয়া দিলে) তাহার পক্ষে অন্য সময়ে রোযা পূরণ (কাযা) করিয়া নিতে হইবে।" –সূরা বাকারা ১৮৪)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৩৭)

(২৫০৩) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما يَقُولُ رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا بِمِثْلِهِ.

(২৫০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বর্ণনা করিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখিলেন। অতঃপর তিনি অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৫০৪) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ شُعْبَةُ وَكَانَ يَبْلُغُنِى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَزِيدُ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ وَفِى هٰذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ "عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللّٰهِ الَّذِى رَخَّصَ لَكُمْ". قَالَ فَلَمَّا سَأَلْتُهُ لَمْ يَحْفَظْهُ.

(২৫০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। শু'বা বলেন, এই সনদে ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.)-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত এই কথাও আমার নিকট পৌঁছিয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেই সুবিধা (رخصت) প্রদান করিয়াছেন উহা গ্রহণ করা তোমাদের

জন্য সমীচীন। শু'বা (রহ.) বলেন, অতঃপর আমি যখন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম তখন তিনি মুখস্ত বলিতে পারেন নাই।

(২৫০৫) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

(২৫০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাদ বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রমাযানের ষোল দিন অতিবাহিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ রোযা রাখেন আবার কেহ কেহ রোযা ছাড়িয়া দেন। তবে ইহাতে রোযা পালনকারী রোযা ভঙ্গকারীর প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই আবার রোযা ভঙ্গকারীও রোযা পালনকারীর প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করেন নাই।

(২৫০৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ التَّيْمِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَامِرٍ وَهِشَامٍ لِثَمَانَ عَشْرَةَ خَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ فِي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ. وَشُعْبَةَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ.

(২৫০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দামী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে হাম্মাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তায়মী, উমর বিন আমির ও হিশাম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রমাযানের আঠার দিন অতিবাহিত হইবার কথা বর্ণিত হইয়াছে। আর রাবী সাঈদ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে বার-ই রমাযান এবং রাবী শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে সতের কিংবা উনিশ রমাযানের উল্লেখ রহিয়াছে।

(২৫০৭) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلاَ عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارُهُ.

(২৫০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নাসর বিন আলী যাহযামী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রমাযানে সফর করিতাম। কিন্তু রোযাদারকে তাহার রোযা রাখার কারণে দোষারোপ করা হইত না এবং অরোযাদারকে তাহার রোযা না রাখার কারণে দোষারোপ করা হইত না।

(২৫০৮) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ.

(২৫০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রমাযান মাসে জিহাদে অংশগ্রহণ করিতাম। তখন আমাদের কেহ কেহ রোযা রাখিতেন আর কেহ কেহ রোযা ছাড়িয়াও দিতেন। কিন্তু রোযাদার অরোযাদার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করিতেন না এবং অরোযাদারও রোযাদারদের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিতেন না। তাহারা মনে করিতেন, যে সামর্থ্যবান সে-ই রোযা রাখিয়াছে এবং ইহা তাহার জন্য উত্তম। আর যে দুর্বল সে রোযা ছাড়িয়া দিয়াছে। আর উহাই তাহার জন্য উত্তম।

(২৫০৯) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ وَسَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ كُلُّهُمْ عَنْ مَرْوَانَ قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهم قَالَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ فَلَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

(২৫০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর আশআছী, সাহল বিন উছমান, সুওয়ায়দ বিন সাঈদ ও হুসায়ন বিন হুরায়ছ (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) ও জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তাহারা উভয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সফর করিয়াছি। এমতাবস্থায় যাহারা রোযা রাখিতে চাহিয়াছেন তাহারা রোযা রাখিয়াছেন আর রোযা ছাড়িতে চাহিয়াছেন তাহারা রোযা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে একে অপরের প্রতি দোষারোপ করেন নাই।

(২৫১০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ رضى الله عنه عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

(২৫১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হুমায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আনাস (রাযিঃ)কে রমাযান মাসে সফরকালে রোযার বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রমাযানে সফর করিয়াছি। তখন রোযাদার ব্যক্তি অরোযাদার ব্যক্তির প্রতি কোন ধরনের দোষারোপ করিতেন না আবার অরোযাদার ব্যক্তিও রোযাদার ব্যক্তির প্রতি কোন ধরনের দোষারোপ করিতেন না।

(২৫১১) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ خَرَجْتُ فَصُمْتُ فَقَالُوا لِي أَعِدْ. قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا أَخْبَرَنِي أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُسَافِرُونَ فَلاَ يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. فَلَقِيتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَأَخْبَرَنِي عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها بِمِثْلِهِ.

(২৫১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হুমায়দ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি রোযারত অবস্থায় সফরে বাহির হইলাম। লোকেরা আমাকে বলিল, তুমি পুনরায় রোযা কর। রাবী বলেন, তখন আমি বলিলাম, আনাস (রাযিঃ) আমাকে জানান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাগণ সফরকালে রোযাদার ব্যক্তি অরোযাদার ব্যক্তিকে কোন নিন্দা করে নাই আবার অরোযাদার ব্যক্তিও রোযাদার ব্যক্তিকে কোন নিন্দা করে নাই। অতঃপর আমি ইবন আবূ মুলায়কা (রহ.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তখন তিনি আমাকে জানাইলেন যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত আছে।

(২৫১২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلاًّ صَاحِبُ الْكِسَاءِ وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ قَالَ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ ".

(২৫১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সফরে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেহ কেহ রোযা রাখিতেন আর কেহ কেহ রোযা ছাড়িয়া দিতেন। রাবী বলেন, অতঃপর প্রচন্ড গরমের সময় আমরা এক মনযিলে অবতরণ করিলাম। চাদর বিশিষ্ট লোকেরাই আমাদের মধ্যে অধিক ছায়া লাভ করিয়াছিল। আর আমাদের মধ্যে কেহ কেহ হাত দ্বারা সূর্যের কিরণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেছিলেন। রাবী বলেন, এমতাবস্থায় রোযাদার ব্যক্তিরা দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং রোযা যাহারা রাখেন নাই তাহারা সুস্থ রহিলেন। অতঃপর তাহারা তাঁবু টানাইলেন এবং বাহনকে পানি পান করাইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আজ যাহারা রোযা রাখে নাই তাহারা ছাওয়াবের দিক দিয়া আগাইয়া রহিল।

(২৫১৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ فَتَحَزَّمَ الْمُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ فَقَالَ فِي ذَلِكَ " ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ " .

(২৫১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক সফরে ছিলেন, তখন কেহ কেহ রোযা রাখিলেন আর কেহ কেহ রোযা ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর যাহারা রোযা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহারা শক্তিমত্তার সহিত কাজ সম্পাদন করিলেন আর রোযাদার ব্যক্তিগণ কতক কাজে দুর্বল হইয়া পড়িলেন। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আজ যাহারা রোযা ছাড়িয়া দিয়াছে তাহারা অধিক ছাওয়াব লাভ করিল।

(২৫১৪) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي قَزَعَةُ قَالَ أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضى الله عنه وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُلْتُ إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَؤُلاَءِ عَنْهُ. سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ قَالَ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ". فَكَانَتْ رُخْصَةً فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ "إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا". وَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرْنَا ثُمَّ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

(২৫১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... কাযাআ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তাহার নিকট মানুষের প্রচন্ড ভীড় ছিল। অতঃপর লোকজন যখন তাহার নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিয়া গেল তখন আমি বলিলাম, আমি আপনার নিকট সেই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব না যাহা তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি তাহাকে সফর অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রোযারত অবস্থায় মক্কা মুকাররমার দিকে সফর আরম্ভ করিলাম। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা এক মনযিলে অবতরণ করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এখন তোমরা প্রায় শত্রুদের নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছ। কাজেই রোযা ছাড়িয়া দেওয়াই তোমাদের জন্য অধিক শক্তি লাভের উপায় আর (রোযা না রাখার) অনুমতি (رخصت)ও রহিয়াছে। তখন আমাদের কতক লোক রোযা রাখিল আর কতক লোক রোযা ছাড়িয়া দিল। অতঃপর আমরা অন্য এক মনযিলে অবতরণ করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, প্রত্যুষেই তোমরা শত্রুর মুকাবালা করিবে। কাজেই রোযা না রাখাই তোমাদের জন্য অধিক শক্তির উপায় হইবে। সুতরাং তোমরা রোযা ছাড়িয়া দাও। তাঁহার এই হুকুম অবশ্যই পালনীয় ছিল। ফলে আমরা সকলেই রোযা ছাড়িয়া দিলাম। অতঃপর রাবী বলেন, পরবর্তীতে আমরা দেখিয়াছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত সফরের মধ্যে রোযা রাখিতাম।

(২৫১৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ "إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ".

(২৫১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হামযা বিন আমর আসলামী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সফর অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে রোযা রাখ, আর যদি ইচ্ছা হয় তবে রোযা ছাড়িয়া দাও।

(২৫১২) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ. أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ قَالَ "صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ".

(২৫১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, হামযা বিন আমর আসলামী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এমন ব্যক্তি যে, ক্রমাগত রোযা রাখি। সফর অবস্থায়ও কি আমি রোযা রাখিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে রোযা রাখ আর যদি ইচ্ছা হয় তবে ছাড়িয়া দাও।

(২৫১৭) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ.

(২৫১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে হাম্মাদ বিন যায়দ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন (হামযা বিন আসলামী বলেন) আমি অনবরত রোযা পালনকারী ব্যক্তি।

(২৫১৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلاَهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّ حَمْزَةَ قَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَصُومُ أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ.

(২৫১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। (তবে এই হাদীছে) হামযা (রহ.) বলেন, "নিশ্চয় আমি অধিক রোযা পালনকারী লোক। সুতরাং আমি কি সফর অবস্থায় রোযা রাখিব?"

(২৫১৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ". قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ "هِيَ رُخْصَةٌ". وَلَمْ يَذْكُرْ مِنَ اللَّهِ.

(২৫১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারুন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তাহারা ... হামযা বিন আমর আসলামী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি আরয করিলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! সফর অবস্থায় রোযা রাখার ক্ষমতা আমার আছে। কাজেই রোযা রাখিলে কি আমার গুনাহ হইবে? তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে সুবিধা (رخصت), যে উহা গ্রহণ করিবে উহা তাহার জন্য উত্তম আর যে রোযা রাখিতে পছন্দ করে তবে তাহার কোন গুনাহ হইবে না। রাবী হারূন (রহ.) স্বীয় বর্ণিত হাদীছে هى رخصة (ইহা সুবিধা) বলিয়াছেন এবং من الله (আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে) উল্লেখ করেন নাই।

(২৫২০) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضى الله عنه قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

(২৫২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন দাউদ বিন রুশায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ দারদা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রমাযান মাসে প্রচণ্ড গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এক সফরে বাহির হইলাম। এমনকি আমাদের কেহ কেহ প্রচন্ড (সূর্যের) তাপ হইতে রক্ষার জন্য স্বীয় হাত মাথার উপর রাখিয়াছিল। আর আমাদের মধ্যে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযিঃ) ব্যতীত আর কেহ রোযাদার ছিল না।

(২৫২১) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا مِنَّا أَحَدٌ صَائِمٌ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ.

(২৫২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... উম্মু দারদা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ দারদা (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, প্রচন্ড গরমের দিনে কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। এমনকি লোকেরা প্রচন্ড (সূর্যের) তাপ হইতে রক্ষার জন্য নিজ নিজ হাত মাথার উপর রাখিয়াছিল। আর আমাদের মধ্যে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাযিঃ) ব্যতীত আর কেহ রোযাদার ছিলেন না।

باب اسْتِحْبَابِ الْفِطْرِ لِلْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জব্রত পালনকারীগণের জন্য আরাফার দিন আরাফার ময়দানে রোযা না রাখা মুস্তাহাব

(২৫২২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ صَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

(২৫২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উম্মুল ফযল বিনত হারিছ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, লোকেরা তাহার সামনে আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোযা রাখা সম্পর্কে মতানৈক্য করিতেছিলেন। তখন কতক সাহাবা (রাযিঃ) বলিলেন, তিনি রোযাদার আর কতক সাহাবা (রাযিঃ) বলিলেন, তিনি রোযাদার নহেন। অতঃপর আমি এক পেয়ালা দুধ তাঁহার কাছে পাঠাইলাম। আর তখন তিনি আরাফাতে স্বীয় উটের উপর বসা অবস্থায় ছিলেন। তিনি তখনই উহা পান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَمَارَوْا عِنْدَهَا অর্থাৎ اختلفوا عندها (তাহার সামনে লোকেরা মতবিরোধ করিতেছিল)। (ফঃ মুঃ ৩ঃ১৪১)

فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ (অতঃপর আমি তাঁহার কাছে পাঠাইলাম)। এই হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত আব্বাস (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উম্মুল ফযল বিনত হারিছ (রাযিঃ) আরাফার দিন আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা অবস্থায় কি না তাহা জানার জন্য এক পেয়ালা দুধ পাঠাইলেন। কিন্তু পরবর্তী ২৫২৬ নং হাদীছে আছে فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ الـخ (অতঃপর উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা বিনত হারিছ (রাযিঃ) তাঁহার নিকট এক পাত্র দুধ পাঠাইলেন)। এতদুভয় হাদীছ শরীফের সমন্বয়ে বলা যায় যে, ইহা দুইটি ঘটনার উপর প্রয়োগ হইবে। কিংবা ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, একই ঘটনায় তাঁহারা উভয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে পাঠাইয়াছিলেন। পরবর্তীতে তাহাদের কোন একজনকে উদ্ধৃত করিয়া পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কেননা, তাঁহারা উভয়ই সম্পর্কে সহোদর বোন ছিলেন। কিংবা ইহাও হইতে পারে যে, উম্মুল ফযল (রাযিঃ)-এর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মায়মূনা (রাযিঃ) এক পেয়ালা দুধ পাঠাইয়াছিলেন অথবা মায়মূনা (রাযিঃ)-এর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে উম্মুল ফযল (রাযিঃ) এক পেয়ালা দুধ পাঠাইয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪১)

(২৫২৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ. وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

(২৫২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আবূ নযর (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ (আর তিনি তখন স্বীয় উটের উপর বসা অবস্থায় ছিলেন) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি হাদীছে عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ (উম্মুল ফযল (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র হইতে বর্ণিত) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ (উম্মুল ফযল (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম)। এই হাদীছের সনদে উমায়রকে উম্মুল ফযল (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম বলা হইয়াছে। আর পূর্ববর্তী হাদীছে উমায়রকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম বলা হইয়াছে। বস্তুতভাবে তিনি উম্মুল ফযল (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। ফলে কখনো নিজ পুত্র আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) আবার কখনো নিজ স্বামী আব্বাস (রাযিঃ)-এর তাহাদের কোন একজনকে উদ্ধৃত করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪১)

(২৫২৪) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ.

(২৫২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... সালিম আবূ নযর (রহ.) হইতে এই সনদে ইবন উমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর এই হাদীছেও তিনি "উম্মুল ফযল (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র হইতে" বলিয়াছেন।

(২৫২৫) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ رضى الله عنها تَقُولُ شَكَّ نَاسٌ

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ.

(২৫২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... উম্মুল ফযল (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতক সাহাবা আরাফার দিন তাঁহার রোযা রাখা সম্পর্কে দ্বিধাদন্দ্ব প্রকাশ করিলেন। আর আমরা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। অতঃপর আমি তাঁহার নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠাইয়া দিলাম। তখন তিনি আরাফার ময়দানে ছিলেন। দুধটুকু তিনি তখনই পান করিয়া ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِقَعْبٍ (এক পাত্র)। قعب হইতেছে কাষ্ট বা বাঁশের তৈরী পেয়ালা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪১)

(২৫২৬) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلاَبِ اللَّبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

(২৫২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী মায়মূনা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আরাফার দিন (আরাফার ময়দানে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোযা রাখা সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরাম দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করিতেছিলেন। (বিষয়টি প্রকাশের উদ্দেশ্যে) মায়মূনা (রাযিঃ) তাঁহার নিকট এক পাত্র দুধ প্রেরণ করিলেন। এই সময় তিনি আরাফার ময়দানে অবস্থান করিতেছিলেন। তখন তিনি উহা হইতে পান করিলেন আর সাহাবায়ে কিরাম তাঁহার দিকে তাকাইয়া ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِحِلَابِ اللَّبَنِ (এক পাত্র দুধ)। حلاب শব্দটি ح বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ সেই পাত্র যাহাতে দুধ রাখা হয়। আর কেহ বলেন حلاب হইতেছে যেই পাত্রে দুধ দোহন করা হয়। আর কখনও দুধবিহীন দোহন পাত্রটার উপরও حلاب প্রয়োগ হয়।

আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এতদুভয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলা হয় যে, আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোযা না রাখা মুস্তাহাব। কিন্তু ইহার উপর আপত্তি আছে। কেননা, শুধু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্ম দ্বারা রোযা রাখা মুস্তাহাব না হওয়ার উপর প্রমাণ দেওয়া যায় না। অনেক সময় জায়িয বর্ণনা করিবার লক্ষে মুস্তাহাব তরক করা হইয়া থাকে। আর তাঁহার জন্য তাবলীগের উপযোগিতায় ইহা করা উত্তম ছিল। তবে সুনানু আবূ দাউদ ও সুনানু নাসায়ী বর্ণিত হাদীছ যাহা ইবন হাযীমা ও হাকিম (রহ.) কর্তৃক সত্যায়িত ইকরাম (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাহাদের কাছে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে (হজ্জব্রত পালনকারীগণকে) রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন)। এই হাদীছের ভিত্তিতে কতক সালাফি সালিহীন আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোযা না রাখাকে মুস্তাহাব বলেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফা ও জমহুরে উলামার মতে হজ্জব্রত পালনকারীগণের জন্য আরাফার দিনে আরাফার ময়দানে রোযা না রাখা মুস্তাহাব। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) অনুরূপ নকল করিয়াছেন আবূ বকর সিদ্দীক, উমর, উছমান, ইবন উমর (রাযিঃ) এবং ইমাম ছাওরী (রহ.) হইতে। অতঃপর তিনি লিখেন, অবশ্য আবদুল্লাহ বিন যুবায়র ও হযরত আয়িশা (রাযিঃ) রোযা রাখিতেন। হযরত উছমান বিন আবুল আ'স (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আতা (রহ.) শীতকালে রোযা রাখিতেন এবং গ্রীষ্মকালে রোযা রাখিতেন না। কাতাদা (রহ.) রোযা রাখাতে কোন ক্ষতি আছে বলে মনে করেন না যদি দুআ করার মধ্যে কোন দুর্বলতা আসার আশংকা না থাকে। তাহাদের দলীল সেই সকল হাদীছ যাহাতে আরাফার দিনে রোযা রাখার ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। ان الصوم يوم عرفة كفارة سنتين (আরাফার দিনে রোযা রাখা দুই বৎসরের (সগীরা গুনাহের) কাফ্‌ফারা হয়)।

জমহুরে উলামা ইহার জবাবে বলেন, আরাফার দিনের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছসমূহ সেই লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে যাহারা হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দানে উপস্থিত নহেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪১, নওয়াভী ১ঃ৩৫৭)

بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

অনুচ্ছেদ ঃ আশুরা দিবসে রোযা করার বিবরণ

(২৫২৭) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ "مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

(২৫২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে কুরায়শগণ আশূরার রোযা পালন করিতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উক্ত রোযা পালন করিতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করিলেন তখনও এই রোযা পালন করিতেন এবং উহা পালনের হুকুম দেন। অতঃপর যখন রমাযানের রোযা ফরয করা হয় তখন 'আশূরার রোযা ছাড়িয়া দেওয়া হইল, যাহার ইচ্ছা সে রাখিবে আর যাহার ইচ্ছা রাখিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

শরহে নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে এখন আশূরার রোযা পালন করা সুন্নত, ওয়াজিব নহে। তবে রমাযান ফরয হওয়ার পূর্বে কি ছিল এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, ওয়াজিব ছিল। ইমাম শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের মধ্যে মতবিরোধ আছে। প্রসিদ্ধ অভিমত হইতেছে যে, সর্বদা সুন্নত ছিল। কখনও ওয়াজিব ছিল না। কিন্তু তাকীদমূলক মুস্তাহাব ছিল। অতঃপর রমাযান ফরয হওয়ার পর এখন মুস্তাহাব বটে, মুয়াক্কাদা নহে। -(নওয়াভী ১ঃ৩৫৭-৩৫৮)

(২৫২৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ. وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَرِوَايَةِ جَرِيرٍ.

(২৫২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই হাদীছের প্রথমাংশে "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রোযা রাখিতেন" বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই। আর তিনি হাদীছের শেষাংশে "অতঃপর আশূরার রোযা ছাড়িয়া দিলেন। কাজেই যাহার ইচ্ছা সে এই দিন রোযা রাখিবে আর যাহার ইচ্ছা সে উহা ছাড়িয়া দিবে" রহিয়াছে। আর রাবী জারীর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের ন্যায় এই কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ-এর অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

(২৫২৯) حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

(২৫২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জাহিলিয়্যাত যুগে আশূরার রোযা রাখা হইত। অতঃপর যখন ইসলাম আসিল (এবং রমাযানের রোযা ফরয হইল) তখন যাহার ইচ্ছা সে পালন করিবে আর যাহার ইচ্ছা পালন করিবে না।

(২৫৩০) حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

(২৫৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রমাযানের রোযা ফরয হইবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার রোযা রাখার হুকুম দিতেন। অতঃপর যখন রমাযানের রোযা ফরয করা হইল তখন যাহার ইচ্ছা সে আশূরার রোযা রাখিবে আর যাহার ইচ্ছা সে ছাড়িয়া দিবে।

(২৫৩১) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْهُ".

(২৫৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে জানান যে, জাহিলিয়্যাত যুগে কুরাইশগণ আশূরার রোযা পালন করিত। অতঃপর রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার রোযা পালনের জন্য হুকুম দেন। (রমাযানের রোযা ফরয হইবার পর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যাহার ইচ্ছা সে যেন আশূরার রোযা পালন করে, যাহার ইচ্ছা সে যেন উহা ছাড়িয়া দেয়।

(২৫৩২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ

قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

(২৫৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) জানান যে, জাহিলিয়্যাত যুগের লোকেরা আশূরার দিন রোযা রাখিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণ রমাযানের রোযা ফরয হইবার পূর্বে আশূরার রোযা রাখিয়াছেন। অতঃপর যখন রমাযানের রোযা ফরয হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আশূরার দিন আল্লাহ তা'আলার দিনসমূহের একটি দিন। কাজেই যাহার ইচ্ছা সে রোযা রাখিবে আর যাহার ইচ্ছা রোযা ছাড়িয়া দিতে পারে।

(২৫৩৩) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلاَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ.

(২৫৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৫৩৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كَانَ يَوْمًا يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَرِهَ فَلْيَدَعْهُ".

(২৫৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রুমহ (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি আশূরার দিন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আলোচনা করিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জাহিলিয়্যাতের লোকেরা আশূরার দিন রোযা পালন করিত। তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি এই দিনে রোযা রাখিতে আগ্রহী হয় সে এই রোযা রাখিতে পারে আর অনাগ্রহী ব্যক্তি ইহা ছাড়িয়াও দিতে পারে।

(২৫৩৫) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ "إِنَّ هَذَا يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ". وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رضى الله عنه لاَ يَصُومُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ صِيَامَهُ.

(২৫৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশূরার দিন সম্পর্কে এই কথা বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, জাহিলিয়্যাত যুগের লোকেরা এই দিনে রোযা রাখিত। কাজেই যেই ব্যক্তি এইদিনে রোযা রাখিতে আগ্রহী সে রোযা রাখিবে। আর কেহ যদি এই দিনে রোযা রাখিতে না চায় সে উহা ছাড়িয়া দিতে পারে। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) এই রোযা রাখিতেন না তবে যদি মুয়াফিক হইয়া যাইত সেই সকল দিনের সহিত যেই সকল দিনে তিনি রোযা পালনে অভ্যস্ত ছিলেন।

(২৫৩৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ سَوَاءً.

(২৫৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবূ খালফ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে আশূরার দিনের রোযা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল। অতঃপর তিনি রাবী লায়ছ বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ হাদীছই বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৫৩৭) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَقَالَ "ذَاكَ يَوْمٌ كَانَ يَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ".

(২৫৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান নাওফালী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আশূরার দিন সম্পর্কে উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন, এই দিনে জাহিলিয়্যাত যুগের লোকেরা রোযা পালন করিত। কাজেই যাহার ইচ্ছা আশূরার রোযা রাখিবে আর যাহার ইচ্ছা সে উহা ছাড়িয়া দিবে।

(২৫৩৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ إِلَى الْغَدَاءِ. فَقَالَ أَوَلَيْسَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ قَالَ وَهَلْ تَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ تُرِكَ. وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ تَرَكَهُ.

(২৫৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... আবদুর রহমান বিন ইয়াযীদ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশআছ বিন কায়স (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন। তখন তিনি দুপুরের আহার করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, হে আবূ মুহাম্মদ (আশআছ (রাযিঃ)-এর কুনিয়াত)! তুমি খাবারের নিকট আস। তিনি বলিলেন, আজ কি আশূরার দিন নহে? তিনি বলেন, তুমি কি জান আশূরার দিন কি? আশআছ (রহ.) বলিলেন, তাহা হইলে ইহা কি? তিনি বলিলেন, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশূরার দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখিতেন। অতঃপর যখন রমাযানের রোযা ফরয করা হইল তখন উহা (ওয়াজিব হিসাবে পালন করা) ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রাবী কুরায়ব (রহ.) (تُرِكَ 'ছাড়িয়া দেওয়া হইল'-এর স্থলে) تركه (তিনি উহা ছাড়িয়া দিলেন) বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৫৩৯) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالاَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تَرَكَهُ.

(২৫৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও উছমান বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তাহারা উভয়ে বর্ণনা করিয়াছেন, 'অতঃপর যখন রমাযান ফরয হয় তখন ইহা ছাড়িয়া দেন'।

(২৫৪০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي زُبَيْدٌ الْيَامِيُّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَكَنٍ أَنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ دَخَلَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ادْنُ فَكُلْ. قَالَ إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ كُنَّا نَصُومُهُ ثُمَّ تُرِكَ.

(২৫৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... কায়স বিন সাকান (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আশূরার দিন আশআছ বিন কায়স (রহ.) আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ) (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন, তখন তিনি পানাহার করিতেছিলেন। তিনি (আশআছকে) বলিলেন, হে আবূ মুহাম্মদ! নিকটে আস এবং আহার কর। তিনি (আশআছ) বলিলেন, আমি রোযাদার। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিলেন, আমরা এই রোযা রাখিতাম। অতঃপর (রমাযানের রোযা ফরয হইলে উহা) ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

(২৫৪১) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَأْكُلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا فَاطْعَمْ.

(২৫৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আলকামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একদা আশ'আছ বিন কায়স (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন। আর তিনি আশূরার দিনে পানাহার করিতেছিলেন। তখন তিনি (আশআছ) বলিলেন, হে আবূ আবদুর রহমান (ইবন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কুনিয়াত)! আজ তো আশূরার দিন। তিনি বলিলেন, রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে এই দিনে রোযা রাখা হইত। অতঃপর যখন রমাযানের রোযা ফরয হয় তখন ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কাজেই তুমি যদি রোযা না রাখিয়া থাক তবে আহার কর।

(২৫৪২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ.

(২৫৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... জাবির বিন সামুরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আশূরার দিন রোযা রাখিতে হুকুম দিতেন। আর তিনি এই বিষয়ে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করিতেন

এবং তিনি আমাদের ব্যাপারে খেয়াল রাখিতেন। অতঃপর যখন রমাযান (-এর রোযা) ফরয হইল, তখন তিনি আমাদেরকে হুকুমও করিতেন না, নিষেধও করিতেন না এবং এই ব্যাপারে খেয়ালও রাখিতেন না।

(২৫৪৩) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ "هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُفْطِرَ فَلْيُفْطِرْ".

(২৫৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হুমায়দ বিন আবদুর রহমান (রহ.) জানান যে, তিনি মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযিঃ)কে একদা মদীনায় খুতবায় বলিতে শ্রবণ করিলেন অর্থাৎ তিনি যখন মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন আশূরার দিনে তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিয়াছিলেন। উহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, হে মদীনাবাসী তোমাদের আলিমগণ কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দিন সম্পর্কে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, ইহা আশূরার দিন। তোমাদের উপর এই দিনে রোযা রাখা ফরয করা হয় নাই, তবে আমি রোযা রাখিয়াছি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি রোযা রাখিতে আগ্রহী হয় সে যেন রোযা রাখে আর যে পছন্দ করে রোযা না রাখিতে সে যেন না রাখে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ (তোমাদের আলিমগণ কোথায়?) এই হাদীছে বর্ণিত ঘটনার বচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর কাছে বিষয়টি এই প্রকাশ পাইয়াছিল যে, মদীনার আলিমগণ আশূরার দিনের রোযার প্রতি কোন গুরুত্ব দেন না। তাই তিনি আলিমগণকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিংবা তাঁহার নিকট এই খবর পৌঁছিয়াছিল যে, মদীনার আলিমগণের কেহ আশূরার দিন রোযা রাখা মাকরূহ মনে করিতেন কিংবা কেহ আশূরার রোযাকে ওয়াজিব মনে করিতেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪৩)

(২৫৪৪) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(২৫৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৫৪৫) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ "إِنِّي صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ". وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِيَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَيُونُسَ.

(২৫৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই দিন সম্পর্কে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি রোযাদার। কাজেই যে রোযা রাখার ইচ্ছা করে সে যেন রোযা রাখে। আর তিনি রাবী মালিক ও ইউনুস (রহ.) বর্ণিত হাদীছের বাকী অংশ উল্লেখ করেন নাই।

(২৫৪৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ". فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ.

(২৫৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, (হিজরত করিয়া) যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় গমন করিলেন, তখন তিনি ইয়াহুদীদেরকে আশূরার দিন রোযা পালন করিতে দেখিলেন। অতঃপর তাহাদেরকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তাহারা বলিল, ইহা সেই দিন যেই দিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও বনূ ইসরাঈলকে ফিরআউনের উপর বিজয় দান করিয়াছিলেন। ফলে আমরা তাঁহার (আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া ও) সম্মানার্থে রোযা পালন করিয়া থাকি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমরা তোমাদের চাইতে মূসা (আঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর তিনি এই দিনে রোযা রাখার জন্য (সাহাবাগণকে) হুকুম করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ (তখন তিনি ইয়াহুদীদেরকে আশূরার দিন রোযা পালন করিতে দেখিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছের প্রকাশ্য মর্মের উপর প্রশ্ন হয় যে, হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা গমন করিলেন তখন ইয়াহুদীদেরকে রোযাদার অবস্থায় পাইলেন। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবীউল আওয়াল মাসে মদীনায় গমন করিয়াছিলেন। উত্তর এই যে, হিজরতের পূর্বে ইয়াহুদীদের রোযা রাখা বিষয়টি জানিতেন না; বরং তিনি হিজরতের পরে তাহাদেরকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে অবগত হইয়াছিলেন। এই হিসাবে হাদীছের বাক্যটি এইরূপ হইবে যে, قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فاقام الى يوم عاشوراء فوجد اليهود فيه صياما (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় গমন করেন। অতঃপর আশূরার দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন তখন ইয়াহুদীদেরকে এই দিনে রোযাদার অবস্থায় পাইলেন)। অর্থাৎ তিনি বিলম্বেই দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমে তাহাদের রোযাদার পাইয়াছিলেন। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, কতক মুতায়াখখিরীন বলেন, সম্ভবতঃ তাহারা আরবীদের চন্দ্র মাস আগে পিছে করিয়া সূর্যের সহিত হিসাব করার কারণে সেই বৎসর রবীউল আওয়াল মাস তাহাদের জন্য মহররম ছিল। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবীউল আওয়াল মাসে মদীনায় গমন করিয়াই তাহাদেরকে রোযাদার অবস্থায় পাইয়াছিলেন। কাজেই ইহাতে কোন প্রশ্ন থাকে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪৪)

نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ (আমরা তোমাদের চাইতে মূসা (আঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী)। অর্থাৎ মূসা (আঃ)-এর অনুসরণে তোমাদের চাইতে অধিক নিকটবর্তী। আর উসূলে দ্বীনের দিক দিয়া আমরা তাঁহার মুয়াফিক। তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ তাওরাত কিতাবকে সত্যায়ন করি এবং বিশ্বাস করি। অথচ তোমরা ইয়াহুদীগণ তাওরাতকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত রহিয়াছ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪৪)

(২৫৪৭) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

(২৫৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন বাশ্‌শার ও আবূ কুরায়ব বিন নাফি' (রহ.) তাহারা ... আবূ বিশর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি (তাহার বর্ণিত হাদীছে فَسَئَلُوا عَنْ ذَلِكَ -এর স্থলে) فَسَأَلَهُمْ عَنْ ذَلِكَ (অতঃপর তিনি তাহাদেরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন) বলিয়াছেন।

(২৫৪৮) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ". فَقَالُوا هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ". فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

(২৫৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, (হিজরত করিয়া) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় গমন করিয়া ইয়াহুদীদেরকে আশূরার দিন রোযাদার অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ দিন যাহাতে তোমরা রোযা পালন কর। তাহারা (জবাবে) বলিল, ইহা এক মহান দিবস, এই দিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও তাঁহার সম্প্রদায়কে নাজাত দিয়াছিলেন এবং ফিরআউন ও তাঁহার দলবলকে (নদীতে) ডুবাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর মূসা (আঃ) (আল্লাহ তা'আলার) শুকরিয়া আদায় করনার্থে এই দিনে রোযা পালন করিয়াছেন। তাই আমরাও এই দিনে রোযা পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তো আমরা তোমাদের চাইতেও মূসা (আঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী ও হকদার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিনে রোযা পালন করিলেন এবং (সাহাবাগণকে) এই দিনে রোযা পালনের হুকুম দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى (তাহা হইলে তো আমরা তোমাদের চাইতেও মূসা (আঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী ও হকদার)। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ (অতএব, আপনিও তাহাদের পথ অনুসরণ করুন। -সূরা আনআম ৯০) ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আশূরার দিন রোযা রাখার দ্বারা মূসা (আঃ)-এর মুয়াফিকাত তথা অনুসরণ উদ্দেশ্য, ইয়াহুদীদের অনুসরণ নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩:১৪৪)

(২৫৪৯) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الإِسْنَادِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمْ يُسَمِّهِ.

(২৫৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আইয়্যূব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -এর স্থলে) عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ (ইবন সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) বলিয়াছেন। (অর্থাৎ) তাহারা (আবদুল্লাহ-এর) নাম বলেন নাই।

(২৫৫০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "صُومُوهُ أَنْتُمْ".

(২৫৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আশূরার দিনকে ইয়াহুদীগণ সম্মান প্রদর্শন করিত এবং ঈদ বলিয়া মনে করিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তোমরাও এই দিনে রোযা রাখ।

(২৫৫১) وَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ أَخْبَرَنِي قَيْسٌ فَذَكَرَ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رضى الله عنه قَالَ كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا وَيُلْبِسُونَ نِسَاءَهُمْ فِيهِ حُلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَصُومُوهُ أَنْتُمْ".

(২৫৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন মুনযির (রহ.) তিনি ... কায়স (রহ.) জানান, অতঃপর এই সনদে অনুরূপ হাদীছ উল্লেখ করেন। তবে ইহাতে ততখানি অতিরিক্ত আছে যে, আবূ উসামা (রহ.) বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাদাকা বিন ইমরান (রহ.) তিনি ... আবূ মূসা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, খায়বারবাসী (ইয়াহুদীগণ) আশূরার দিন রোযা রাখিত। তাহারা এই দিনকে ঈদরূপে গণ্য করিত এবং তাহারা তাহাদের মহিলাদেরকে অলংকার ও সুন্দর পোশাক পরিধান করানোর মাধ্যমে সুসজ্জিত করিত। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবাগণকে) বলিলেন, তোমরাও এই দিনে রোযা রাখ।

(২৫৫২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الأَيَّامِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ وَلاَ شَهْرًا إِلاَّ هَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي رَمَضَانَ.

(২৫৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে আশূরার দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পর তাঁহাকে (জবাবে) বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই (আশূরার) দিন ব্যতীত কোন দিনকে অন্য দিনের তুলনায় ফযীলতপূর্ণ মনে করিয়া সেই দিনে রোযা পালন করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আর না কোন মাসকে এই রমাযান মাস ব্যতীত। (অর্থাৎ তিনি দিনসমূহের মধ্যে আশূরার দিন এবং মাসসমূহের মধ্যে রমাযান মাসে রোযা রাখা ফযীলতপূর্ণ মনে করিতেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَعْنِي رَمَضَانَ (অর্থাৎ রমাযান মাস)। ইবন আব্বাস (রাযি.) ফযীলত এবং ছাওয়াব লাভের দিক দিয়া আশূরা এবং রমাযান মাসের অংশীদারীর ভিত্তিতে এতদুভয়কে এক সাথে উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও এতদুভয়ের একটি ওয়াজিব (ফরয) আর অপরটি মুস্তাহাব। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪৫)

(২৫৫৩) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.

(২৫৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন আবূ ইয়াযীদ (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(২৫৫৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا. قُلْتُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُهُ قَالَ نَعَمْ.

(২৫৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হাকাম বিন আ'রাজ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট পৌঁছিলাম। তখন তিনি যমযমের পাশে নিজ চাদরে (বালিশরূপে) ঠেস দিয়া বসা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে আশূরার রোযা পালনের (তারিখ) সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, মুহাররম মাসের নতুন চাঁদ দেখার পর তুমি উহার তারিখ গণনা করিবে এবং নবম দিনে রোযাদার অবস্থায় যেন তোমার প্রভাত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, অনুরূপই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার রোযা পালন করিয়া থাকিতেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

শারেহ নওয়াভী (রহ.) লিখেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মতে মুহররমের ৯ম তারিখই আশূরার দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তারিখেই আশূরার রোযা (রাখার নিয়্যাত) করিয়াছিলেন। যেমন পরবর্তী ২৫৫৬ নং হাদীছে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশূরার দিন রোযা পালন করেন এবং সাহাবীগণকে রোযা পালনের হুকুম দেন তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদী ও নাসারাগণ এই দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইনশাআল্লাহ আগামী বছর ৯ম তারিখেও রোযা রাখিব। রাবী বলেন, অতঃপর এখনও আগামী বছর (আশূরা) আসে নাই এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হইয়া যান।

ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত এই হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাররমের ১০ম তারিখেই রোযা রাখিতেন এবং পরবর্তী বৎসর ৯ম তারিখেও রোযা রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ফলে জমহুরে উলামা বলেন, বস্তুতঃভাবে মুহররম মাসের ১০ম তারিখই আশূরার দিন। আর ইহা সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব, হাসান বাসরী, ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর মত। হাদীছসমূহের প্রকাশ্য মর্ম ইহাই।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও অন্যান্য আলিমগণ আরও বলেন, মুহররম মাসের ৯ম ও ১০ম উভয় দিন রোযা পালন করা মুস্তাহাব। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহররম মাসের ১০ম তারিখে আশূরার রোযা রাখিতেন এবং পরবর্তীতে ৯ম তারিখেও রোযা পালনের নিয়্যত করিয়াছিলেন।

কতক বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, মুহররম মাসের ১০ম দিনের সহিত ৯ম দিন মিলাইয়া রোযা পালনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করিবার কারণ সম্ভবতঃ ইয়াহুদীদের সাদৃশ্যতা হইতে বাঁচিয়া থাকা। কেননা, তাহারা শুধু মুহররমের ১০ম দিন আশূরার রোযা পালন করিত। অধিকন্তু আশূরার ফযীলত লাভের জন্য দুই দিন রাখাই সাবধানতা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৫৯)

(২৫৫৫) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ.

(২৫৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... হাকাম বিন আ'রাজ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে যমযমের কাছে স্বীয় চাদরে (বালিশরূপে) ঠেস দিয়া বসা অবস্থায় আশূরার রোযা পালন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। অতঃপর তিনি রাবী হাজিব বিন উমর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৫৫৬) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما يَقُولُ حِينَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ". قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৫৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আশূরার দিন রোযা পালন করেন এবং সাহাবীগণকে রোযা পালনের হুকুম দেন তখন সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহুদী ও নাসারাগণ এই দিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই কথা শ্রবণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইনশাআল্লাহ আগামী বছর ৯ম তারিখেও রোযা রাখিব। রাবী বলেন, অতঃপর এখনও আগামী বছর (আশূরা) আসে নাই এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত হইয়া যান।

(২৫৫৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ لَعَلَّهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

(২৫৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি যদি আগামী বছর বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে (মুহররমের) ৯ম তারিখেও রোযা পালন করিব। রাবী আবূ বকর (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, ইহা দ্বারা 'আশূরার দিন' মর্ম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ (ইহা দ্বারা আশূরার দিন মর্ম)। এই ব্যাখ্যাকারী কে জানা নাই। -(ফ. মু. ৩ঃ১৪৬)

(২৫৫৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ "مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ".

(২৫৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার দিন আসলাম সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে লোকজনের মধ্যে এই মর্মে ঘোষণা দিতে আদেশ করিলেন যে, যেই ব্যক্তি রোযা রাখে নাই (এবং এখনও পানাহার করে নাই) সে যেন রোযা পালন করে আর যেই ব্যক্তি পানাহার করিয়া ফেলিয়াছে সে যেন রাত্র পর্যন্ত তাহার রোযা পূর্ণ করে (অর্থাৎ পানাহার করা হইতে বিরত থাকে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন) এই ব্যক্তির নাম হিন্দ বিন আসমা বিন হারিছা (রাযিঃ)। হিন্দ এবং তাঁহার পিতা সাহাবী ছিলেন। আর কতক রিওয়ায়তে আছে প্রেরিত লোকটি আসমা বিন হারিছা তথা আবূ হিন্দ (রাযিঃ)। সম্ভবতঃ এতদুভয়কেই তিনি লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪৬)

مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ (যেই ব্যক্তি রোযা রাখে নাই (এবং এখনও পানাহার করে নাই) সে যেন রোযা পালন করে)। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ আমাদের (হানাফীদের) দলীল যে, রমাযান কিংবা অন্য কোন রোযা রাত্রিতে নিয়্যত না করিয়া দিনে নিয়্যত করিলে রোযা সহীহ হইবে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা রোযা রাখার নিয়্যত করিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাত্রে নিয়্যত করা শর্ত নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪৬-১৪৭)

(২৫৫৯) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ لاَحِقٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ "مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ". فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الإِفْطَارِ.

(২৫৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' আবদী (রহ.) তিনি ... রুবায়্যি বিনত মুযাওয়ায বিন আফরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশূরার দিন প্রত্যুষে এক ব্যক্তিকে মদীনার পার্শ্ববর্তী আনসারগণের গ্রামে এই হুকুমসহ প্রেরণ করিলেন, সে যেন এই ঘোষণা করিয়া দেয় যে, রোযাদার অবস্থায় যে প্রভাত করিয়াছে সে যেন নিজ রোযা পূর্ণ করে আর যে পানাহার অবস্থায় প্রভাত করিয়াছে যে যেন তাহার দিনের বাকী অংশ পানাহার হইতে বিরত থাকিয়া পূর্ণ করে। অতঃপর আমরা এই দিন রোযা পালন করিতাম এবং আল্লাহ চাহেতু আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকেও রোযা রাখা অভ্যস্ত করিয়া থাকিতাম। আমরা তাহাদেরকে (জামাআতে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে) মসজিদে নিয়া যাইতাম এবং তাহাদের জন্য রঙিন পশমের খেলনা তৈরী করিয়া দিতাম। অতঃপর তাহাদের কেহ যদি পানাহারের জন্য কাঁদিত তবে আমরা তাহাদের সেই খেলনা দিতাম। (খেলায় মশগুল থাকায় পানাহারের কথা ভুলিয়া যাইত) এমনকি ইফতারের ওয়াক্ত হইয়া যাইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছের মর্ম হইতেছে যে, যে রোযাদার অবস্থায় রহিয়াছে সে রোযা পূর্ণ করিবে আর যে প্রত্যুষে কিছু আহার করিয়া ফেলিয়াছে যে যেন এই দিনের আদব রক্ষার্থে ইফতারের সময় পর্যন্ত পানাহার হইতে বিরত থাকে। যেমন ইয়াউমুশ শক (৩০শে শাবান)-এ কেহ প্রত্যুষে পানাহার করিয়াছিল। অতঃপর জানা গেল যে, রমাযানের চাঁদ উঠিয়াছে। তাহা হইলে তাহাকে ইফতার পর্যন্ত কোন কিছু পানাহার না করিয়া রোযাদারের ন্যায় থাকিতে হইবে। অবশ্য পরে উহা কাযা করিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে রোযা ও নামাযে অভ্যস্ত করা সমীচীন। যদিও তাহারা গায়রে মুকাল্লাফ (শরীআতের বিধান পালনে আদিষ্ট নহে)। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৫৯)

(২৫৬০) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْعَطَّارُ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذٍ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُسُلَهُ فِي قُرَى الأَنْصَارِ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَنَصْنَعُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَنَذْهَبُ بِهِ مَعَنَا فَإِذَا سَأَلُونَا الطَّعَامَ أَعْطَيْنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تُلْهِيهِمْ حَتَّى يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ.

(২৫৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... খালিদ বিন যাকওয়ান (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রুবায়্যি বিনত মুয়াওয়ায (রাযিঃ)কে আশূরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারীগণের লোকালয়ে নিজ দূতগণকে পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি রাবী বিশর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে বলিয়াছেন, আমরা তাহাদের জন্য রঙিন পশমের খেলনা তৈরী করিতাম এবং আমরা উহা নিজেদের সহিত নিতাম। যখন তাহারা আমাদের নিকট খাবার চাইত তখন আমরা তাহাদেরকে এই খেলনা দিতাম। তাহারা ইহা নিয়া খেলাধূলা করিত। এমনকি তাহারা তাহাদের রোযা পূর্ণ করিয়া নিত।

باب النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى

অনুচ্ছেদ ঃ দুই ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম হওয়ার বিবরণ

(২৫৬১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَجَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.

(২৫৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন আযহার (রহ.)-এর আযাদকৃত আবূ উবায়দ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার ঈদে 'উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর সহিত ছিলাম। তিনি ঈদগাহে আসিয়া নামায আদায় করিলেন। অতঃপর লোকদের দিকে মুখ করিয়া খুৎবা প্রদানকালে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুই দিনে সাওম পালন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ঈদুল ফিতরের দিন যেই দিন তোমরা তোমাদের রোযা ছাড়িয়া দাও। আরেক দিন, যেই দিন তোমরা তোমাদের কুরবানীর গোশত খাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَوْمُ فِطْرِكُمْ الخ (ঈদুল ফিতরের দিন যেই দিন তোমরা তোমাদের রোযা ছাড়িয়া দাও)। يوم শব্দের শেষ বর্ণে পেশ (رفع) হইবে। কেননা, ইহা উহ্য مبتدأ (উদ্দেশ্য)-এর خبر (বিধেয়)। উহ্য শব্দটি احدهما হইবে। যেমন অন্য রিওয়ায়তে اما احدهما فيوم فطركم বর্ণিত হইয়াছে।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুই ঈদের দিন রোযা পালন করা হারাম। চাই মানতের রোযা হউক কিংবা কাফ্ফারা কিংবা নফল, কিংবা কাযা কিংবা তামাত্তু প্রভৃতি হউক। এই বিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে কোন ব্যক্তি যদি এক দিন রোযা রাখার মানত করে আর সেই দিনটি ঈদের দিন হইয়া পড়ে তবে মানত (نذر) কার্যকর হইবে কি না এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, যদি কেহ لله على صوم يوم النحر (আল্লাহ তা'আলার জন্য কুরবানীর দিন আমার উপর একটি রোযা রহিল) বলে, তবে সে রোযা রাখিবে না; বরং কাযা করিবে। এই ধরনের মানত আমাদের (হানাফী) মতে সহীহ, যদিও উম্মতের সর্বসম্মত মতে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, যদি কেহ এক দিনের রোযার মানত করে আর উহা ঘটনাক্রমে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার দিন হইয়া পড়ে তবে রোযাটি কাযা করিতে হইবে। ইমাম শাফেয়ী, ইমাম যুহরী ও ইমাম আহমদ বলেন, দুই ঈদের দিন রোযা রাখা সহীহ নহে এবং এতদুভয় দিনের মানত কার্যকর হইবে না। ইহা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত এবং ইবনুল মুবারক ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর হাসান বাসরী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হইতে অপর একটি রিওয়ায়ত করিয়াছেন যে, সে যদি কুরবানীর দিন রোযার মানত করে তবে সহীহ হইবে না। কিন্তু সে যদি আগামীকাল রোযা রাখার মানত করে আর উহা ঘটনাক্রমে কুরবানীর দিন হয় তবে মানত সহীহ হইবে। (অর্থাৎ সে এই দিন রোযা না রাখিয়া অন্য দিন কাযা করিবে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৪৯)

(২৫৬২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

(২৫৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। (এক) ঈদুল আযহার দিন আর (দুই) ঈদুল ফিতরের দিন।

(২৫৬৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ قَزَعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ آنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ أَسْمَعْ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ "لاَ يَصْلُحُ الصِّيَامُ فِي يَوْمَيْنِ يَوْمِ الأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ".

(২৫৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... কাযাআ (রহ.) হইতে, তিনি আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে, কাযাআ (রহ.) বলেন, আমি তাহার নিকট হইতে এমন একটি হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি যাহা আমার কাছে অতীব পছন্দ হইয়াছে। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি এই হাদীছ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি যেই কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে শ্রবণ করি নাই এমন কথা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ করিয়া কি আমি বলিতে পারি? আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, দুই দিন রোযা রাখার উপযোগী নহে; ঈদুল আযহার দিন এবং রমাযানের পর ইফতারের দিন (তথা ঈদুল ফিতরের দিন)।

(২৫৬৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ.

(২৫৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। (একদিন হইল) ঈদুল ফিতরের দিন আর (দ্বিতীয় দিন হইল) কুরবানীর দিন।

(২৫৬৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.

(২৫৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... যিয়াদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কাছে আসিয়া বলিলেন, আমি এক দিন রোযা রাখার মানত করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে উহা ঈদুল আযহা কিংবা ঈদুল ফিতরের দিন পড়িয়া গিয়াছে। তখন ইবন উমর (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা মানত পূর্ণ করিবার হুকুম দিয়াছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِوَفَاءِ النَّذْرِ (আল্লাহ তা'আলা মানত পূর্ণ করার হুকুম দিয়াছেন)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ) এই বিষয়ে দৃঢ়ভাবে কোন ফতোয়া না দিয়া পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। যুগের ফিকহবিদগণের মধ্যে এই বিষয়ে মতানৈক্য আছে। যাহা ২৫৬১ নং হাদীছে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইয়াছে। তবে আল্লামা ইবনুল মুনীর (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ) সম্ভবতঃ দুইটি দলীল উপস্থাপন করিয়া ইহা বুঝানোর চেষ্টা করিয়াছেন যে, ঈদের দিন রোযা না রাখিয়া এই দিনের পরিবর্তে অন্য একদিনে মানতের রোযাটি কাযা করিয়া নিবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫২)

(২৫৬৬) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى.

(২৫৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা-এর দুই দিন রোযা পালন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

باب تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

অনুচ্ছেদ ঃ আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা হারাম হওয়ার বিবরণ

(২৫৬৭) وَحَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".

(২৫৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... নুবায়শ হুযালী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আইয়্যামে তাশরীক পানাহার করিবার দিন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ (আইয়্যামে তাশরীক)। ইহা হইতেছে কুরবানীর দিনের পরের তিন দিন। ايام শব্দটি يوم (দিন)-এর বহুবচন। تشريق অর্থ পূর্বমুখী করণ, রৌদ্রে শুষ্ককরণ। أَيَّامُ التَّشْرِيقِ অর্থ গোশত শুকানোর দিনসমূহ। তাশরীক নাম করণের কারণ হইতেছে যে, এই দিনসমূহে লোকেরা কুরবানীর গোশত সূর্যের তাপে শুকাইবার জন্য ছড়াই দিয়া থাকে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৩)

أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (পানাহার করিবার দিন)। কেননা, লোকেরা এই দিনসমূহে আল্লাহ তা'আলার মেহমান। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৩)

(২৫৬৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِي أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَالَ خَالِدٌ فَلَقِيتُ أَبَا الْمَلِيحِ فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيْمٍ وَزَادَ فِيهِ "وَذِكْرٍ لِلّٰهِ".

(২৫৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... নুবায়শা (রাযিঃ)-এর সূত্রে হুশায়ম (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, وَذِكْرِ لِلّٰهِ (আর এই দিন আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করিবার দিন)।

(২৫৬৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَنَادَى "أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".

(২৫৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাহাকে এবং আউস বিন হাদাছান (রাযিঃ)কে তাশরীকের দিনসমূহে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন যেন ঘোষণা করিয়া দেয় যে, মুমিন ব্যতীত কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না এবং মিনা (অবস্থানের) দিনসমূহ (তথা আইয়্যামে তাশরীক) পানাহার করিবার দিন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ (এবং আইয়্যামে মিনা পানাহার করিবার দিন)। সহীহ বুখারী শরীফের ১ম খন্ডে ২৬৮ পৃষ্ঠায় ৩ নং হাশিয়ায় আইনী হইতে নকল করিয়াছেন যে, আইয়্যামে তাশরীককে আইয়্যামে মা'দূদাত এবং আইয়্যামে মিনাও বলা হয়। আর উহা হইতেছে যুলহিজ্জা মাসের ১১, ১২ এবং ১৩ এই তিন দিন। আইয়্যামে তাশরীককে আইয়্যামে তাশরীক নামকরণের কারণ হইতেছে, এই দিনসমূহে কুরবানীর গোশত শুকানো হয়। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, তাশরীক হইতেছে তাকবীর যাহা ফরয নামায শেষে পাঠ করা হয়। অতঃপর আইয়্যামে তাশরীক নির্ধারণে মতানৈক্য হইয়াছে। সহীহ হইতেছে যে, কুরবানীর দিনের পরের তিন দিন। কতক আলিমের মতে কুরবানীর দিনও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মতে কুরবানীর পর তৃতীয় দিন (তথা ১৩ যুলহিজ্জা) আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে।

আইয়্যামে তাশরীকে রোযা পালন জায়িয কি না এই বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য হইয়াছে এবং ইহাতে প্রধান তিনটি অভিমত রহিয়াছে। (১) আইয়্যামে তাশরীকে ব্যাপকভাবে রোযা পালন জায়িয নাই এবং এই দিনসমূহ রোযা পালনের উপযোগীও নহে। তামাত্তু হজ্জব্রত পালনকারী হাদী না পাইলেও এই দিনসমূহে রোযা পালন করা জায়িয নাই। ইহা আলী বিন আবূ তালিব (রাযিঃ), হাসান বাসরী, আতা (রহ.) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জাদীদ অভিমত ইহাই। ইহার উপর আমল এবং ইহার উপরই ফতোয়া। আর ইহা ফকীহ লায়ছ, ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবায়ন (রহ.)-এর অভিমত। তাহারা বলেন, যদি কেহ এই দিনসমূহে রোযার মানত করে তবে (রোযা না রাখিয়া) কাযা করা তাহার উপর ওয়াজিব।

(২) আইয়্যামে তাশরীকে ব্যাপকভাবেই রোযা রাখা জায়িয। ইহা আবূ ইসহাক ও কতক আহলে ইলমের মত।

(৩) ইমাম মালিক, আওযায়ী, ইসহাক এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দুই অভিমতের এক অভিমত অনুযায়ী তামাত্তু হজ্জ পালনকারী হাদী না পাইলে তাহার জন্য এই সকল দিনে রোযা পালন করা জায়িয আছে। তবে অন্যদের জন্য জায়িয নাই।

তাহাদের দলীল সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আয়িশা ও ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আছার ঃ قالا لم يرخص فى ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدى (হযরত আয়িশা ও ইবন উমর বলেন, যাহার

নিকট কুরবানীর পশু নাই তিনি ছাড়া আর কাহারও জন্য আইয়্যামে তাশরীকে রোযা পালন করার অনুমতি নাই। এই হাদীছ মারফূ নহে; তাই তাহারা কুরআন মাজীদের আয়াতে فى الحج (হজ্জের মধ্যে) শব্দটি ব্যাপক অর্থ গ্রহণে মাসয়ালা উদ্ভাবন করিয়াছেন। আয়াতখানা হইতেছে فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ (কাজেই যাহারা কুরবানীর পশু পাইবে না, তাহারা হজ্জের দিনগুলির মধ্যে রোযা রাখিবে তিনটি। -সূরা বাকারা ১৯৬)। তাঁহারা এই আয়াতের فى الحج (হজ্জের) দ্বারা কুরবানীর দিনের পূর্বে এবং পরে ব্যাপক অর্থ বুঝিয়াছেন। ফলে আইয়্যামে তাশরীকও ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

আল্লামা তহাভী (রহ.) অনেক হাদীছ উপস্থাপন করিয়া বলেন, এই সকল হাদীছ দ্বারা যখন প্রমাণিত হইল যে, আইয়্যামে তাশরীকে রোযা রাখা নিষেধ তখন মিনাতে অবস্থানকারী হাজীগণও এই নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন হইবে। শায়খ ইমাম আবূ বকর রাযী জাসসাস (রহ.) বলেন, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং আইয়্যামে তাশরীকে রোযা পালনের নিষেধাজ্ঞাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মুতাওয়াতির হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। আর ফকীহগণ সর্বসম্মত মতে এই সকল দিনে রোযা পালন করা জায়িয নাই। ফলে এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে আইয়্যামে মিনাও রহিয়াছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(আইনী, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৩-১৫৪)

(২৫৭০) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَنَادَيَا.

(২৫৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম বিন তাহমান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন, তবে এই হাদীছের মধ্যে (فنادى -এর স্থলে) فناديا (তাহারা উভয়ে) রহিয়াছেন।

بَابُ كَرَاهِيَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

অনুচ্ছেদ ঃ আগে পরে রোযা মিলানো ব্যতীত শুধু জুমুআর দিনে রোযা পালন করা মাকরূহ হওয়ার বিবরণ

(২৫৭১) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ.

(২৫৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফর (রহ.) হইতে, (তিনি বলেন,) আমি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফরত অবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি জুমুআর দিন রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ, এই ঘরের রবের কসম করিয়া বলিতেছি।

(২৫৭২) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رضى الله عنهما بِمِثْلِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

(২৫৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন আব্বাদ বিন জা'ফর (রহ.) জানান যে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৫৭৩) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ".

(২৫৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেহ যেন শুধু জুমুআর দিন রোযা পালন না করে (যদি জুমুআর দিন রোযা রাখিতে ইচ্ছা করে) তবে জুমুআর পূর্বে কিংবা পরে যেন একদিন যোগ করিয়া রোযা রাখে।

(২৫৭৪) وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ".

(২৫৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রাতসমূহের মধ্যে তোমরা শুধু জুমুআর রাত্রকে নামায ও নফল ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করিও না। অনুরূপ দিনসমূহের মধ্যে শুধু জুমুআর দিনকে রোযা পালনের জন্য নির্ধারিত করিয়া নিও না। তবে যদি উহা তোমাদের কাহারও নিয়মিত রোযা রাখার দিনে পড়িয়া যায় তাহা হইলে সে রোযা পালন করিতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ (জুমুআর রাত্রকে নামায ও নফল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করিও না)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জুমুআর রাত্রিকে নামায, তিলাওয়াতে কুরআন মজীদ ও অন্যান্য নফল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা মাকরূহ। তবে যেই সকল আমলের বিষয়ে হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যেমন, জুমুআর রাত্রিতে সূরাতুল কাহফ তিলাওয়াত করা প্রভৃতি জায়িয। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৫)

بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ (অনুরূপ দিনসমূহের মধ্যে শুধু জুমুআর দিনকে রোযা পালনের জন্য নিদিষ্ট করিও না)। আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শুধু জুমুআর দিনকে রোযা পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা নিষেধ। আল্লামা আবূ জা'ফর তাবারী (রহ.) জুমুআ এবং ঈদের দিন রোযা রাখা নিষেধের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, ঈদের দিন রোযা পালন হারাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যদিও আগে কিংবা পরের দিনের সহিত মিলাইয়া রোযা পালন করা হয়। পক্ষান্তরে জুমুআর দিন। জুমুআর দিনের সহিত আগে কিংবা পরের দিন মিলাইয়া রোযা পালন করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারেও উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জমহুরে উলামার মতে শুধু জুমুআর দিন নির্দিষ্টভাবে রোযা পালন করার নিষেধাজ্ঞাটি মাকরূহে তানযিহী-এর উপর প্রয়োগ হইবে।

ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে, শুধু জুমুআর দিন রোযা পালন করা মাকরূহ নহে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফে জুমুআর আগে কিংবা পরের দিনের সহিত না মিলাইয়া রোযা পালন করা মাকরূহ বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই শুধু জুমুআর দিন নির্দিষ্টভাবে রোযা পালন না করিয়া আগে কিংবা পরের দিনের সহিত মিলাইয়া রোযা পালন করার মধ্যেই সাবধানতা রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৫)

باب بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ "যাহারা রোযা পালন করিতে সক্ষম তাহাদের জন্য ফিদইয়া হইতেছে মিসকীনকে খাদ্য দান করা"-এর রহিত হওয়ার বিবরণ

(২৫৭৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

(২৫৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ الخ (আর যাহারা রোযা পালন করিতে সক্ষম তাহাদের জন্য ফিদইয়া হইতেছে মিসকীনকে খাদ্য দান -সূরা বাকারা ১৮৪) এই আয়াত নাযিল হইবার পর যাহার ইচ্ছা রোযা ছাড়িয়া দিত এবং ফিদইয়া আদায় করিয়া দিত। অতঃপর পরবর্তী আয়াত অবতীর্ণ হইলে এই আয়াত রহিত হইয়া যায়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ الخ এই আয়াতে স্বাভাবিক অর্থ ঃ যেই সকল লোক রোগ জনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা পালন করিতে চায় না, তাহাদের জন্যেও রোযা না রাখিয়া রোযার বদলায় ফিদইয়া দেওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতখানি বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ (আর যদি রোযা রাখ, তবে উহা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর। -বাকারা ১৮৪)

উপর্যুক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের। যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করিয়া নেওয়া। অতঃপর অবতীর্ণ আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (কাজেই তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি এই মাসটি পাইবে, যেন এই মাসের রোযা রাখে। -সূরা বাকারা ১৮৫)-এর দ্বারা প্রাথমিক এই নির্দেশ সুস্থ-সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হইয়াছে। তবে যেই সকল লোক অতিরিক্ত বার্ধক্য জনিত কারণে রোযা রাখিতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগভোগের দরুন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে, সেই সকল লোকের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত নির্দেশটি এখনও বহাল রহিয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের সর্বসম্মত মত ইহাই। (জাসাস, মাযহারী)

ফিদইয়ার পরিমাণ ঃ একটি রোযার ফিদইয়া অর্ধ সা' গম (কিংবা উহার মূল্য)। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে অর্ধ সা' এক সের সাড়ে বার ছটাক হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী উহার মূল্য কোন মিসকীনকে দান করিয়া দিলেই একটি রোযার 'ফিদইয়া' আদায় হইয়া যাইবে। -(মাআরিফুল কুরআন লি মুফতী শফী রহঃ)

(২৫৭৬) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(২৫৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন সাওয়াদ আমিরী (রহ.) তিনি ... সালামা বিন আকওয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রমাযানে আমাদেরকে এই মর্মে এখতিয়ার দিওয়া হইয়াছিল যে, যাহার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখিতে পারে এবং যে রোযা রাখিতে না চায় সে ছাড়িয়া দিয়া মিসকীনকে 'ফিদইয়া' (খাদ্য) দিয়া দিবে। (এই হুকুম পরবর্তী) এই فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (কাজেই তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি এই মাসটি পাইবে, যেন এই মাসের রোযা রাখে। -সূরা বাকারা ১৮৫) আয়াত নাযিল হওয়া পর্যন্ত। (এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর 'ফিদইয়া' দেওয়ার এখতিয়ার রহিত হইয়া সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধু মাত্র রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হইয়া গেল)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

সহীহ মুসলিম শরীফের আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছদ্বয় দ্বারা বুঝা যায় وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ الخ (সূরা বাকারা ১৮৪) আয়াতখানার হুকুম فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الخ (সূরা বাকারা ১৮৫) আয়াত দ্বারা 'মানসূখ' তথা রহিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু রঈসুল মুফসসিরীন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) আয়াতখানার হুকুম 'মানসূখ' তথা রহিত হওয়ার পক্ষপাত নহেন। তিনি বলেন, আয়াতটির হুকুম এখনও বাকী আছে তবে অতিশয় বৃদ্ধ ও অনুরূপ অন্যান্য অক্ষম লোকদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) আতা হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, قال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان ان يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, এই আয়াত রহিত হয় নাই; বরং ইহা অতিশয় বৃদ্ধ পুরুষ এবং অতিশয় বৃদ্ধা নারী যাহারা রোযা পালনে অক্ষম তাহাদের জন্য প্রযোজ্য হইবে। তাহারা প্রতি দিনের রোযার বদলায় একজন মিসকীনকে পানাহার করাইবে (কিংবা একটি 'ফিদইয়া' দিবে)।

আর কেহ কেহ বলেন, মশহুর এক কিরাআত মুতাবিক يُطِيقُونَهُ এর পূর্বে لا বর্ণ উহ্য রহিয়াছে। অর্থাৎ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ (আর যাহারা রোযা রাখিতে অক্ষম তাহাদের 'ফিদইয়া' হইতেছে মিসকীনের খাদ্য দান)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৬-১৫৭)

بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা ওযর তথা রোগ, সফর ও হায়িয প্রভৃতি কারণে কাযা হইয়া যায় তাহার জন্য পরবর্তী রমাযান না আসা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিলম্বে আদায় করা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(২৫৭৭) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৫৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আবূ সালামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমার উপর (উযরের কারণে) রমাযানের রোযা বাকী থাকিত, অতঃপর আমি (পরবর্তী) শা'বানে ব্যতীত কাযা আদায় করিতে পারিতাম না। (রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) কিংবা আয়িশা (রাযিঃ) বলেন)

তাঁহার সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ থাকার কারণে কিংবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার কাজ থাকার কারণে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّافِى شَعْبَانَ (শা'বানে ব্যতীত কাযা করিতে পারিতাম না)। আল্লামা আইনী বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমাযানের কাযা রোযা আদায় করা বছরের শেষ মাস শা'বান পর্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা হইতে এমন বিলম্ব করা জায়িয নাই যে, রমাযান আসিয়া পড়ে। তবে যদি রমাযান আসিয়া পড়ে তাহা হইলেও কাযা মাফ হইবে না; বরং তাহার উপর কাযা করা ওয়াজিব থাকিয়া যাইবে। রমাযানের পর কাযা আদায় করিতে হইবে। অবশ্যই এই ক্ষেত্রে রোযা কাযার সহিত মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করিতে হইবে কি না এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। জমহুরে উলামা (ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ রহঃ)-এর মতে কাযার সাথে সাথে প্রত্যেক রোযার জন্য এক 'মুদ' (আধা সের) গম বা আটা 'ফিদইয়া' হিসাবে দিতে হইবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা ও সাহেবায়ন (রহ.)-এর মতে 'ফিদইয়া' দিতে হইবে না। তবে এত পিছাইয়া দেওয়া সমীচীন নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৭ সংক্ষিপ্ত ও অন্যান্য)

الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسَلَّمَ الخ (তাঁহার সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ থাকার কারণে কিংবা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার কাজ থাকার কারণে)। **الشغل** শব্দটি শেষ বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে জায়িয। তখন ইহা উহ্য **فعل** (ক্রিয়া)-এর **فاعل** (কর্তা) হইবে। উহ্য বাক্য **قالت يمنعنى الشغل من الخ** (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমার সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাজ থাকার কারণে কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আমার কাজ থাকার কারণে শা'বানে ব্যতীত অন্য সময়ে বাধাগ্রস্ত করিত)।

আর **الشغل** শব্দটি উহ্য **مبتدا** (উদ্দেশ্য)-এর **خبر** (বিধেয়) পড়া জায়িয আছে। বাক্যটি হইবে **قال يحيى الشغل هو المانع لها** (রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর প্রতি বিভিন্ন পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকার কারণে শা'বানে ব্যতীত কাযা করিতে পারিতেন না)। কাজেই **شغل** (কাজে ব্যস্ত) দ্বারা মর্ম হইতেছে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) সর্বক্ষণ এই জন্য প্রস্তুত থাকিতেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইচ্ছা করেন তাঁহার সহিত আপন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন কিংবা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা নিজেই তাহার সহিত মিলনের আকাঙ্খায় থাকিতেন। আর শা'বানে যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশী বেশী রোযা রাখিতেন সেহেতু এই সুযোগে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) নিজের কাযা রোযাগুলি আদায় করিয়া নিতেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৭)

(২৫৭৮) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَذٰلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৫৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী এই হাদীছে বলিয়াছেন যে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে ব্যস্ত থাকার কারণে শা'বানে ব্যতীত তাঁহার কাযা করা সম্ভব হইত না।

(২৫৭৯) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَظَنَنْتُ أَنَّ ذٰلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. يَحْيَى يَقُولُهُ.

(২৫৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই হাদীছে রাবী ইয়াহইয়া (রহ.) বলেন, আমার ধারণা বিলম্বে কাযা আদায় করা বস্তুতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে সার্বক্ষণিক প্রস্তুত থাকার কারণেই হইয়াছিল।

(২৫৮০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৫৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তাহারা উভয়ে এই হাদীছে الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাঁহার কাজ থাকার কারণে) বাক্যটি উল্লেখ করেন নাই।

(২৫৮১) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

(২৫৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ উমর মক্কী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সার্বক্ষণিক পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকিতে যাইয়া শা'বানে ব্যতীত তাঁহার জন্য রোযা কাযা করা সম্ভব হইত না।

بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে রোযার কাযা আদায় প্রসংগে

(২৫৮২) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

(২৫৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে মৃত্যুবরণ করিয়াছে আর ফরয রোযা (কাযা) তাহার দায়িত্বে রহিয়াছে তাহার ওলী তাহার পক্ষে রোযা রাখিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (তাহার ওলী তাহার পক্ষে রোযা রাখিবে)। বাক্যটি خبرية তবে امر অর্থে ব্যবহৃত। উহ্য বাক্যটি এইরূপ فليصم عنه وليه (এমতাবস্থায় তাহার ওলী তাহার পক্ষে রোযা করিয়া দেওয়া চাই)। জমহুরে উলামার মতে এই স্থানে امر (নির্দেশ) টি وجوب (ওয়াজিব) বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।

মৃত ব্যক্তির দায়িত্বে থাকা ফরয রোযা ওলী আদায় করিয়া দেওয়া জায়িয কি না এই মাসয়ালায় সালাফি সালিহীনের বিভিন্ন অভিমত রহিয়াছে।

(১) আসহাবে হাদীছ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাদীম মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে তাহার ওলী রোযা কাযা আদায় করিয়া দেওয়া জায়িয। তাহাদের দলীল হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ।

(২) ইমাম আহমদ, লায়ছ, ইসহাক (রহ.) প্রমুখের মতে মৃত ব্যক্তির কেবল মানতকৃত রোযা তাহার পক্ষে তাঁহার ওলী আদায় করিয়া দিতে পারিবে। রমাযানের রোযা আদায় করিয়া দিতে পারিবে না।

তাহাদের দলীল সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী ২৫৮৬ নং হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ যে, তিনি বলেন, একদা জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-এর ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার যিম্মায় মানতের রোযা রহিয়াছে। আমি কি তাহার পক্ষ হইতে রোযা রাখিয়া দিতে পারিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি কি মনে কর যদি তোমার মা-এর যিম্মায় কর্জ থাকিত তবে তাহার পক্ষে উহা আদায় করিয়া দিতে? মহিলা জবাবে আরয করিল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার মা-এর পক্ষে তুমি রোযা আদায় করিয়া দাও)।

(৩) ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাদীম মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে ওলী রোযা রাখিবে না; বরং 'ফিদইয়া' আদায় করিয়া দিতে পারে। তাহাদের দলীল ঃ (১) তিরমিযী শরীফে নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل مسكين - (رواه ترمذى) (তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ যে রমাযান মাসের রোযা কাযা রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহার পক্ষ হইতে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে যেন একজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো হয়)।

(২) ইমাম তহাভী (রহ.) আম্রা বিনত আবদুর রহমান (রহ.) হইতে قلت لعائشة ان امى توفيت وعليها صيام رمضان ايصلح ان اقضى عنها قالت لا ولكن تصدق عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك (আম্রা (রহ.) বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার মা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাহার উপর রমাযানের রোযা কাযা রহিয়াছে। আমি কি তাঁহার পক্ষ হইতে কাযা করিয়া দেয়া ঠিক হইবে? হযরত আয়িশা (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, না। তবে তাহার পক্ষ হইতে প্রত্যেক দিনের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে সদকা (ফিদইয়া প্রদান) কর। ইহা তাহার পক্ষে রোযা রাখা হইতে উত্তম হইবে) নকল করিয়া বলেন, ইহা উম্মুল মুমিনীন (রাযিঃ)-এর ফতোয়া, যাহা তাঁহার হইতে বর্ণিত অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছের বিপরীত। অনুরূপ ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, তিনি বলেন, لايصلى احد عن احد ولايصوم احد عن احد (কেহ কাহারও পক্ষ হইতে রোযা রাখিতে পারে না এবং কেহ কাহারও পক্ষ হইতে নামাযও আদায় করিতে পারে না। -সুনানুল কুবরা) অথচ ইহা তাহার হইতে আলোচ্য অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় হাদীছের বিপরীত। অধিকন্তু রোযা শুধু শারীরিক ইবাদত। কাজেই নামাযের মত ইহাতে প্রতিনিধিত্ব চলে না।

হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত অনুচ্ছেদের প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীছের বিপরীত তাহাদের ফতোয়া দেওয়ার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের বর্ণিত অনুচ্ছেদের রিওয়ায়তগুলো মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কিংবা তাহাদের পক্ষে আদায় করিবার মর্ম হইতেছে ফিদইয়া আদায় করিয়া দেওয়া। যেমন ইবন উমর (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন অথবা অনুচ্ছেদের হাদীছগুলির মর্ম

এইরূপ হইতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব হিসাবে নহে বরং তাহার পক্ষে ওলীগণ নফল রোযা রাখিয়া ছাওয়াব রেসানী করিবে। ফলে মৃত ব্যক্তির রোযা কিছুটা হালকা হইয়া পরিত্রানের সুযোগ হইতে পারে।

এই সমন্বয়ের দিকে আবদুর রাজ্জাক (রহ.) কর্তৃক ইবন উমর (রাযিঃ) বর্ণিত রিওয়ায়তে ইশারা হয় যেমন ঃ قال لايصلين احد عن احد ولايصومن احد عن احد ولكن ان كنت فاعلا تصدقت عنه او اهديت (ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের কেহ কাহারও পক্ষ হইতে নামায আদায় করিতে পারে না এবং তোমাদের কেহ কাহারও পক্ষ হইতে রোযাও রাখিতে পারে না। যদি তোমার কিছু করিতে হয় তবে তাহার পক্ষ হইতে সদকা কর কিংবা (নফল নামায ও রোযা করে উহার ছাওয়াব) হাদিয়া পেশ কর)।

ইবন জরীর (রহ.) স্বীয় 'তামহীদ' কিতাবে বলেন, لوكنت انا افعل ذلك لتصدقت و اهديت (এই ব্যাপারে যদি আমি কিছু করিতে হয় তবে সদকা করিব এবং (নফল নামায রোযা করিয়া উহার ছাওয়াব) হাদিয়া দিব)। ইহা দ্বারা প্রতিনিধিত্ব নিষেধ হয় এবং হাদিয়া প্রধান প্রমাণিত হয়। হানাফীগণের কথা ইহাই, উহা নহে।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ولم اسمع عن احد من الصحابة ولامن التابعين رض بالمدينة ان احدا منهم امر احدا ان يصوم عن احد ولايصلى عن احد (আমি মদীনা মুনাওয়ারার সাহাবা (রাযিঃ) ও তাবেঈন (রাযিঃ)-এর কাহারও হইতে ইহা শ্রবণ করি নাই যে, তাঁহাদের কেহ মৃত ব্যক্তির পক্ষে তাহার ওলীকে রোযা কিংবা নামায আদায় করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন)।

আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, صام وليه فعل عنه وليه مايقول مقام الصيام وهو الاطعام এর মর্ম (তাহার পক্ষে তাহার ওলী রোযার স্থলাভিষিক্ত বস্তু আদায় করিয়া দিবে। আর উহা হইতেছে মিসকীনকে খানা খাওয়ানো (অর্থাৎ প্রতিটি কাযা রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাওয়াইবে কিংবা ফিদইয়া তথা অর্ধ সা' গম কিংবা প্রচলিত বাজার দরে মূল্য প্রদান করিবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৫৮-১৫৯ সংক্ষিপ্ত)

(২৫৮৩) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ. فَقَالَ "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ" .قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ".

(২৫৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করিয়া আরয করিল, আমার মা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অথচ তাহার দায়িত্বে একমাসের রোযা কাযা রহিয়াছে। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যদি তাহার দায়িত্বে কোন ঋণ থাকিত তাহা হইলে কি তুমি উহা পরিশোধ করিতে? মহিলা (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলার ঋণ পরিশোধ করা অধিক হকদার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ (জনৈক মহিলা আসিল)। আর পরবর্তী ২৫৮৪ নং রিওয়ায়তে যায়েদা (রহ.) হইতে তিনি সুলায়মান বিন আ'মাশ (রহ.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم (এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিল) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, রাবী যায়েদা ও আবছার বিন কাসিম (রহ.) ছাড়া সকল রাবীর রিওয়ায়তে প্রশ্নকারী মহিলা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাবী হারীস (রহ.)-এর রিওয়ায়তে তাহার নাম খুছমিয়া (রাযিঃ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬০)

(২৫৮৪) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا" . قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" . قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيعًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالاَ سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

(২৫৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উমর আল ওয়াকীঈ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগমন করিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। তাহার দায়িত্বে এক মাসের রোযা কাযা রহিয়াছে। আমি কি তাঁহার পক্ষ হইতে উহা আদায় করিয়া দিতে পারি? (এই কথা শ্রবণের পর) তিনি ইরশাদ করিলেন, যদি তোমার মা-এর দায়িত্বে কোন ঋণ থাকিত তাহা হইলে কি তুমি উহা পরিশোধ করিয়া দিতে? লোকটি বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ঋণ পরিশোধ করা অধিক হকদার। রাবী সুলায়মান (রহ.) বলেন, হাকাম ও সালামা বিন কুহায়ল (রহ.) উভয়ে বলিয়াছেন, যখন রাবী মুসলিম বিন বাতীন (রহ.) হাদীছখানা বর্ণনা করেন তখন আমরা সকলেই সেই স্থানে বসা ছিলাম। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে আরও বলিলেন, আমরা উভয়ে এই হাদীছখানা রাবী মুজাহিদ (রহ.)কে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(২৫৮৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(২৫৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন।

(২৫৮৬) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ عَبْدٌ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا" . قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ "فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ" .

(২৫৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর, ইবন আবূ খালফ ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা-এর ইন্তিকাল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার যিম্মায় মানতের রোযা রহিয়াছে। আমি কি তাহার পক্ষ হইতে রোযা রাখিয়া দিতে পারি? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি কি মনে কর যদি তোমার মা-এর যিম্মায় কর্জ থাকিত তবে তাহার পক্ষে উহা আদায় করিয়া দিতে? মহিলা (জবাবে) আরয করিল হ্যাঁ। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার মা-এর পক্ষে তুমি রোযা আদায় করিয়া দাও।

(২৫৮৭) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ "وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ". قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ "صُومِي عَنْهَا". قَالَتْ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ "حُجِّي عَنْهَا".

(২৫৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি বুরায়দা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক মহিলা আগমন করিয়া বলিলেন, আমি আমার মা-কে একটি দাসী দান করিয়াছিলাম। এখন তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। রাবী বলেন, তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার ছাওয়াব পাইয়া গিয়াছ। আর মীরাছ সূত্রে দাসীটি আবার তোমার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন মহিলাটি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহার দায়িত্বে এক মাসের রোযা কাযা ছিল। আমি কি তাহার পক্ষে উক্ত রোযা আদায় করিয়া দিতে পারিব? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহার পক্ষ হইতে রোযা আদায় কর। অতঃপর মহিলাটি (পুনরায়) বলিলেন, তিনি তো কখনও হজ্জও করে নাই। আমি কি তাহার পক্ষে হজ্জ আদায় করিয়া দিতে পারি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় করিয়া দাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حُجِّي عَنْهَا (তুমি তাহার পক্ষ হইতে হজ্জ আদায় করিয়া দাও)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছের প্রকাশ্য মর্ম শাফেয়ী মাযহাবের অনুকূলে। জমহুরে উলামার মতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে তাহার ওলী হজ্জ আদায় করিয়া দেওয়া জায়িয। বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে আসিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬১)

(২৫৮৮) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

(২৫৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে বসা ছিলাম। অতঃপর তিনি রাবী ইবন মুসহির (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন, তবে তিনি এই হাদীছে صَوْمُ شَهْرَيْنِ (দুই মাসের রোযা) বলিয়াছেন।

(২৫৮৯) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ.

(২৫৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন, অতঃপর তিনি উক্তরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর ইহাতে তিনি صَوْمُ شَهْرٍ (এক মাসের রোযা) বলিয়াছেন।

(২৫৯০) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ.

(২৫৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... সুফয়ান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছে তিনি صَوْمُ شَهْرَيْنِ (দুই মাস রোযা) বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৫৯১) وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي خَلَفٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ الْمَكِّيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ صَوْمُ شَهْرٍ.

(২৫৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ হালফ (রহ.) তিনি ... বুরায়দা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা জনৈকা মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। অতঃপর তাঁহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর তিনি صَوْمُ شَهْرٍ (এক মাসের রোযা) বলিয়াছেন।

بَابُ الصَّائِمِ يُدْعَى لِطَعَامٍ أَوْ يُقَاتَلُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযাদার ব্যক্তিকে পানাহারের জন্য আহ্বান করিলে কিংবা কেহ বাদানুবাদে লিপ্ত হইলে তবে তাহার জন্য ইহা বলা মুস্তাহাব যে, আমি রোযাদার

(২৫৯২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ رِوَايَةً وَقَالَ عَمْرٌو يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ".

(২৫৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, রাবী আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) বলিয়াছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত, রাবী আমরুন নাকিদ (রহ.) বলেন, ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে আর রাবী যুহায়র (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত। আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলেন, তোমাদের রোযারত কোন ব্যক্তিকে যদি পানাহারের জন্য আহ্বান করা হয় তবে তাহার জন্য বলা মুস্তাহাব যে, আমি রোযাদার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ (তবে তাহার জন্য বলা উচিত যে, আমি রোযাদার)। অর্থাৎ এইরূপ বলা মুস্তাহাব। মিরকাত কিতাবে অনুরূপ আছে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এইরূপ ওযর পেশ করিয়া বলা সমীচীন যাহাতে না খাওয়ার কারণে সাহিবে দাওয়াতের মনে অসন্তোষ ও ক্রোধ সৃষ্টি না হয়। অন্যথায় নফল ইবাদত গোপন রাখাই মুস্তাহাব।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই ধরনের ওযর পেশ করার পর যদি সাহিবে দাওয়াত উপস্থিত না হওয়ার উপর সম্মতি দেয় তবে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। আর যদি সম্মতি না দেয়; বরং উপস্থিত থাকার জন্য

আহ্বান করে তবে উপস্থিত হওয়া জরুরী। কেননা, রোযারত অবস্থায় থাকার ওযরের কারণে পানাহার করিবে না বটে, কিন্তু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা তো অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, সাহিবে দাওয়াত যদি খুব পীড়াপীড়ি করে তবে নফল রোযা ছাড়িয়া পানাহার করা মুস্তাহাব। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে ওলিমা অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। اذا دعى احدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليأكل وان كان صائما فليصل (যখন তোমাদের কাহাকে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন উহাতে সাড়া দেয়, যদি সে রোযাদার না হয় তাহা হইলে সে আহার করা চাই আর যদি সে রোযাদার হয় তাহা হইলে সে যেন (উক্ত মজলিসে উপস্থিত থাকিয়া) দু'আ-সালাতরত থাকে)।

আল্লামা তিবরানী (রহ.) হযরত ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, وان كان صائما فليدع بالبركة (যদি রোযাদার হয় তাহা হইলে সে যেন (যিয়াফতে উপস্থিত হইয়া) বরকতের জন্য দু'আ করে)।

আল্লামা ইবনুল আরবী (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানের দাওয়াত গ্রহণ করিতেন। পরবর্তী যুগে যখন মানুষের উপার্জন ও নিয়্যতে ভাল-মন্দ সংমিশ্রণ হইতে থাকিল তখন যাচাই-বাছাই ছাড়া শর্তহীন দাওয়াত গ্রহণ করাকেও উলামায়ে কিরাম মাকরূহ মনে করিতেন।

'দররুল মুখতার' গ্রন্থকার বলেন, ওযর ব্যতীত নফল রোযাও ভঙ্গ করা জায়িয নাই। অতঃপর তিনি বলেন, যিয়াফত এক ওযর। সাহিবে দাওয়াত যদি শুধু উপস্থিত হওয়ার দ্বারা সন্তুষ্ট না হয় এবং রোযা ছাড়িয়া পানাহার না করার কারণে কষ্ট হয় তবে নফল রোযা ছাড়িয়া পানাহার করিবে। অন্যথায় না। ইহাই সঠিক মাযহাব।

আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) বলেন, সাহিবে দাওয়াত যদি পানাহার করা ছাড়া শুধু উপস্থিত হওয়ার দ্বারা সন্তুষ্ট না হয় তবে মুসলমান ভাইয়ের কষ্ট দেওয়া হইতে বাচিয়া থাকার উদ্দেশ্যে নফল রোযা ছাড়িয়া পানাহার করিয়া নিবে। পরে এই রোযাটি কাযা করিয়া নিবে। অন্যথায় না (অর্থাৎ যদি পানাহার ছাড়া উপস্থিত থাকার দ্বারা সন্তুষ্ট থাকে তবে রোযা ছাড়িয়া পানাহার করার প্রয়োজন নাই)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬২)

(২৫৯৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه رِوَايَةً قَالَ "إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ".

(২৫৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, তোমাদের কেহ যদি কোন দিন রোযারত অবস্থায় প্রভাত করে তবে সে অশ্লীল কথাবার্তা ও মূর্খ আচরণ করিবে না। যদি কেহ তাহাকে গালি দেয় কিংবা ঝগড়া বিবাদ করে তাহা হইলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার, আমি রোযাদার।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلاَ يَرْفُثْ (তবে সে অশ্লীল কথাবার্তা বলিবে না)। يَرْفُثْ শব্দটি ف বর্ণে পেশ বা যের দ্বারা পঠন জায়িয। الرفث (ر এবং ف বর্ণে যবর) দ্বারা এই স্থানে 'অশ্লীল কথাবার্তা' মর্ম। আর ইহা স্ত্রী সম্ভোগ এবং ইহার পূর্বে কৃতকর্মের উপরও প্রয়োগ হয়।

وَلاَ يَجْهَلْ (অর্থাৎ মূর্খদের কোন কর্মসমূহ হইতে কোন কর্ম করিবে না। যেমন চিৎকার করা, নির্বোধ কথা বলা ইত্যাদি। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা সকলের জন্যই নিষেধ। তবে রোযাদারের জন্য তাকীদসহ নিষেধ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬২)

بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ রোযার ফযীলতের বিবরণ

(২৫৯৪) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخِلْفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ".

(২৫৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজীবী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তাহার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা, উহা আমারই জন্য এবং আমিই উহার প্রতিদান দিব। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, যাঁহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ তাঁহার কসম, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধি হইতেও অনেক উত্তম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي (কিন্তু রোযা, উহা আমারই জন্য)। উম্মতের ঐকমত্যে এই স্থানে اَلصِّيَامَ (রোযা) দ্বারা সেই রোযা মর্ম, যাহার রোযা তাহার কথা ও কর্মে কৃত গুনাহ হইতে নিরাপদ।

অতঃপর উলামায়ে কিরামের মতানৈক্য আছে যে, আল্লাহ তা'আলার বাণী "রোযা আমার জন্য এবং আমিই উহার প্রতিদান দিব।" অথচ সকল নেক আ'মালই তাঁহার জন্য এবং তিনিই উহার প্রতিদান দিবেন। কাজেই রোযাদারকে আল্লাহ তা'আলা নিজের সহিত সম্বন্ধ করার মর্ম কি? এই বিষয়ে কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে।

(১) রোযার মধ্যে কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই যেমন অন্যান্য ইবাদতে রহিয়াছে। অধিকন্তু অন্যান্য ইবাদতে যেমন লোকদের প্রশংসা লাভের সুযোগ রহিয়াছে, রোযাদারের তাহা নাই। আল্লামা আবূ উবায়দ (রহ.) বলেন যে, সকল নেক আ'মাল আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং তিনিই উহার প্রতিদান দিবেন। সুতরাং আল্লাহ ভালো জানেন, আমার মনে হয় রোযাকে খাস করিয়াছেন এইজন্য যে, ইহা ইবন আদম (আঃ)-এর কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। ইহা তো অন্তরের বস্তু। আর এই ব্যাখ্যার তায়ীদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী দ্বারাও হয়। তিনি ইরশাদ করেন ليس فى الصيام ريا (রোযার মধ্যে কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই)।

(২) আল্লাহ তা'আলার বাণী الصوم لى (রোযা আমার জন্য)-এর অর্থ ইহা আমার কাছে প্রিয় ইবাদত এবং প্রাধান্য বটে। পূর্বে আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.)-এর অভিমত উল্লিখিত হইয়াছে যে, সকল ইবাদতের মধ্যে সিয়ামের ফযীলত প্রমাণে আল্লাহ তা'আলার বাণী الصوم لى (রোযা আমার জন্য)ই যথেষ্ট।

নাসাঈ ও অন্যান্য গ্রন্থে আবূ উমামা হইতে মরফূ হাদীছে বর্ণিত আছে عليك بالصوم فانه لامثل له (তুমি রোযা রাখ। কেননা, ইহার কোন সাদৃশ্য নাই)। তবে ইহা সেই সহীহ হাদীছের বিপরীত হয় যাহাতে আছে واعلموا ان خير اعمالكم الصلوة (আর তোমরা জানিয়া রাখ, নিশ্চয় নামাযই হইতেছে তোমাদের আ'মালের মধ্যে উত্তম)। জমহুরে উলামার প্রসিদ্ধ মতে নামাযই প্রাধান্য। তবে নাসাঈ শরীফে আবূ উমামার বর্ণিত হাদীছ আল্লামা শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহ.) যাহা বলিয়াছেন উহার উপর প্রয়োগ হইবে।

শায়খ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহ.) বলেন যে, রোযার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য রহিয়াছে যাহাতে চতুষ্পদ জন্তু জানোয়ারের গুণাবলী দুর্বল করিয়া ফিরিশতার গুণাবলী শক্তিশালী করে। মন্দ স্বভাব দূর করিয়া স্বচ্ছ রূহে পরিণত করার কার্যকর যন্ত্র ইহার মত আর কোন ইবাদতের নাই। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন الصوم لى (রোযা আমার জন্য)।

(৩) এই সম্বন্ধ (اضافة)টি শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রকাশক সম্বন্ধ। যেমন বলা হয় بيت الله (আল্লাহর ঘর)। যদিও সকল ঘরই আল্লাহ তা'আলার।

(৪) পানাহার এবং অন্যান্য যৌনকর্ম হইতে অমুখাপেক্ষী থাকা আল্লাহ জাল্লা জালালুহু-এর গুণাবলীর অন্যতম। রোযাদার যখন আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর অনুকূলে তাঁহার নৈকট্য লাভ করে তখন আল্লাহ তা'আলা উহাকে নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেন।

(৫) রোযাকে আল্লাহ তা'আলার সহিত সম্বন্ধ করিবার কারণ হইতেছে যে, রোযা দ্বারা গায়রুল্লাহর পূজা করা হয় না। পক্ষান্তরে নামায, সদকা এবং তাওয়াফ প্রভৃতি দ্বারা গায়রুল্লাহর পূজা করা হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬২-১৬৩)

أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ (রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুগন্ধি হইতেও উত্তম)। 'শরহে ইহইয়া' গ্রন্থে আছে যে, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ আল্লাহ পাকের নিকট মিশকের সুগন্ধি হইতেও উত্তম। অথচ সর্বসম্মত মতে সুগন্ধি ও দুর্গন্ধ গ্রহণ হইতে আল্লাহ তা'আলা পুতঃপবিত্র। ইহা তো প্রাণীদের গুণ। তাহাদের স্বভাব সুগন্ধির দিকে আকৃষ্ট হয়, দুর্গন্ধ হইতে বাঁচিয়া থাকে। তাই হাদীছ শরীফের এই বাক্যের মর্ম নির্ধারণে উলামাগণের বিভিন্ন মত রহিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি করা হইল ঃ

(১) ইহা রূপক অর্থবোধক বাক্য। রূপকভাবে বুঝানো হইয়াছে যে, আমাদের স্বভাব যেমন সুগন্ধির নিকটবর্তী হইতে প্রত্যাশা করে তদ্রুপ এই রোযার দ্বারাও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যশীল অর্জিত হয়।

(২) আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে রোযার ছাওয়াব প্রদানের ফলে রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের ঘ্রাণ হইতে অধিক সুঘ্রাণ হইবে। যেমন বলা হয় المكلوم فى سبيل الله الريح ريح المسك (আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে আহত ব্যক্তির জখমের রক্তের গন্ধ মিশকের সুগন্ধিতে পরিণত হইবে)।

(৩) কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, রোযার কারণে মুখের গন্ধওয়ালা ব্যক্তি আখিরাতে এমন ছাওয়াব লাভ করিবে, যাহা মিশকের সুঘ্রাণ হইতে অধিক উৎকৃষ্ট হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

(২৫৯৫) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ وَهُوَ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "الصِّيَامُ جُنَّةٌ".

(২৫৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযা হইল ঢাল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الصِّيَامُ جُنَّةٌ (রোযা হইল ঢাল)। অন্য রিওয়ায়তে সাঈদ বিন মানসূর হইতে, তিনি মুগীরা বিন আবদুর রহমান হইতে, তিনি আবুয যিনাদ হইতে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করেন যে, جنة من النار (জাহান্নাম হইতে ঢালস্বরূপ)। আর ইমাম আহমদ কর্তৃক (রহ.) আবূ উবায়দা বিন জাররাহ হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে

الصيام جنـة مالـم يـخـرقـها (রোযা হইল ঢালস্বরূপ যদি উহাকে নষ্ট না করা হয়)। দারেমী গ্রন্থে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, الغيبـة (গীবত তথা পরসমালোচনা দ্বারা)। অর্থাৎ গীবত দ্বারা রোযা নষ্ট না করা হয়।

جـنـة শব্দটির ج বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ الـوقـايـة (রক্ষা, সংরক্ষণ ও হিফাযত) এবং الـسـتـر (পর্দা, আচ্ছাদন ও ঢাল প্রভৃতি)। এই রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা গেল যে, রোযাদার এবং জাহান্নামের মধ্যে রোযা পর্দা হইয়া দাঁড়াইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬৪)

(২৫৯৬) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ".

(২৫৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের যাবতীয় আমল তাহার নিজের জন্য। তবে রোযা, ইহা আমারই জন্য। আমিই ইহার প্রতিদান দিব। রোযা হইল ঢাল। কাজেই তোমাদের কাহারও রোযা পালনের দিনে যেন অশ্লীল কর্ম ও যৌন কথা আলোচনা না করে আর না শোরগোল করে। যদি কেহ তাহাকে গালমন্দ করে কিংবা কেহ যদি তাহার সহিত ঝগড়া বিবাদ করে তাহা হইলে সে যেন বলেন, আমি রোযাদার লোক। যাঁহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ তাঁহার কসম করিয়া বলিতেছি, রোযাদার ব্যক্তির মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলার নিকট মিশকের সুঘ্রাণ হইতেও অধিক উৎকৃষ্ট হইবে। রোযাদারের জন্য দুই খুশী। এতদুভয়ের একটি হইল যখন সে ইফতার করিল তখন ইফতারের কারণে আনন্দ লাভ করিল আর (দ্বিতীয়টি হইল) যখন সে স্বীয় পালনকর্তার সহিত মিলিত হইবে তখন সে তাহার রোযার কারণে আনন্দিত হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا يَسْخَبْ (এবং শোরগোল না করে)। يَسْخَبْ শব্দটি এই স্থানে س দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন, س এবং ص উভয় বর্ণ দ্বারা পঠন জায়িয। ইহার অর্থ الصياح (চিৎকার করা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬৫)

يَفْرَحُهُمَا শব্দটি মূলতঃ يـفـرح بـهـما ছিল حـرف جـر কে লোপ করতঃ ضمـيـر (সর্বনাম)-এর সহিত মিলিত করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬৫)

(২৫৯৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ".

(২৫৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ সাঈদ আশাজ্জ (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের প্রতিটি নেক আমল দশগুণ হইতে সাত শত গুণের অধিক প্রদান করা হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কিন্তু রোযা। কেননা, ইহা আমার জন্যে এবং আমিই ইহার প্রতিদান দিব। সে আমার জন্যেই তাহার কামনা-বাসনা ও পানাহার ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুইটি খুশী। একটি খুশী ইফতারের সময় এবং আরেকটি খুশী স্বীয় পালনকর্তার সহিত সাক্ষাতের সময়। রোযার কারণে মুখে যে গন্ধ হয় উহা আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুঘ্রাণ হইতেও অধিক উত্তম।

(২৫৯৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رضى الله عنهما قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَرِحَ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ".

(২৫৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রাযিঃ) হইতে, তাঁহারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই ইহার প্রতিদান দিব। নিশ্চয়ই রোযাদারের জন্য দুইটি খুশী। যখন সে ইফতার করে তখন খুশী হয় আর যখন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তা'আলার সহিত সাক্ষাত করিবে তখন খুশী হইবে। যাঁহার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রাণ তাঁহার শপথ। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুঘ্রাণ হইতে অধিক উৎকৃষ্ট।

(২৫৯৯) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَلِيطٍ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ وَهُوَ أَبُو سِنَانٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَقَالَ "إِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ".

(২৫৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন উমর বিন সালীত হুযালী (রহ.) তিনি ... আবূ সিনান (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি এই হাদীছে বলেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, যখন সে আল্লাহ তা'আলার সহিত সাক্ষাত করিবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাকে প্রতিদান দিবেন ইহাতে সে আনন্দিত হইবে।

(২৬০০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ".

(২৬০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে একটি দরজা আছে, যাহাকে রায়য়ান বলা হয়। কিয়ামতের দিন এই দরজা দিয়া রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে। রোযাদার ব্যতীত অন্য কেহ তাহাদের সহিত এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে পারিবে না। বলা হইবে রোযাদারগণ কোথায়? অতঃপর তাহারা সেই দরজা দিয়া জান্নাতে প্রবেশ

মুসলিম ফর্মা -১১-৮/২

করিবে। অতঃপর যখন তাহাদের শেষ লোকটি প্রবেশ করিবে তখনই দরজাটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর আর কেহ এই দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُقَالُ لَـهُ الـرَّيَّـانُ (তাহাকে রায়য়ান বলা হয়)। الـرَّيَّـانُ শব্দটির ر বর্ণে যবর এবং ى বর্ণে তাশদীদসহ الـرى হইতে فـعـلان এর ওযনে পঠিত। ইহা জান্নাতের একটি দরজার নাম। এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, হয়তো অত্যধিক সুপেয় পানির নহর এবং তাজা ফলের প্রাচুর্য্যের কারণে ইহা স্বয়ং রায়য়ান (পরিতৃপ্ত) কিংবা যেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন উহার নিকটে পৌঁছিবে তাহার পিপাসা দূর হইয়া যাইবে এবং পরকালে অনন্ত সজীবতা ও পবিত্রতা লাভ করিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬৬)

بَابُ فَضْلِ الصِّيَامِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِمَنْ يُطِيقُهُ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَفْوِيتِ حَقٍّ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্ষতি ও হক নষ্ট না হইলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের অভিযানে সামর্থ্যবান ব্যক্তির রোযা রাখার ফযীলতের বিবরণ

(২৬০১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ".

(২৬০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের অবস্থায়) রোযা রাখে তাহা হইলে এই একদিনের রোযার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাহার চেহারাকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে সত্তর বছরের দূরত্বে সরাইয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَبْعِينَ خَرِيفًا (সত্তর বছর) خـريـف হইল বৎসরের একটি নির্দিষ্ট ঋতু তথা শরৎকাল। এই স্থানে عام (বছর) মর্ম। বছরের অন্যান্য ঋতু তথা গ্রীস্ম, শীত ও বসন্ত প্রভৃতিকালের উল্লেখ না করিয়া বিশেষভাবে خـريـف (শরৎকাল)কে উল্লেখ করিবার কারণ হইতেছে যে, ইহাতে ফলসমূহ আহরণ করা হয়। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, অধিক বুঝাইবার উদ্দেশ্যে سـبـعـين (সত্তর)-এর উল্লেখ করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬৭)

(২৬০২) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ.

(২৬০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সুহায়ল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(২৬০৩) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ".

(২৬০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর ও আবদুর রহমান বিন বিশর আবদী (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অভিযানের সময় একদিন রোযা রাখিবে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার চেহারাকে জাহান্নামের অগ্নি হইতে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখিবেন।

بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ নফল রোযার জন্য দ্বিপ্রহরের পূর্বে রোযার নিয়্যত করা জায়িয। নফল রোযা পালনকারীর জন্য বিনা ওযরে রোযা ভঙ্গ করা জায়িয আছে। তবে উহা পূর্ণ করা তাহার জন্য উত্তম

(২৬০৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ "يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ". قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ. قَالَ "فَإِنِّي صَائِمٌ". قَالَتْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا. قَالَ "مَا هُوَ". قُلْتُ حَيْسٌ. قَالَ "هَاتِيهِ". فَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ "قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا". قَالَ طَلْحَةُ فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.

(২৬০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন (রহ.) তিনি ... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, ইয়া আয়িশা! তোমার কাছে (খাদ্য দ্রব্য) কোন কিছু আছে কি? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে কিছুই নাই। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে আমি রোযা পালনকারী। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে চলিয়া গেলেন। এমন সময় আমার কাছে কিছু হাদিয়া আসিল কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) আমাদের নিকট মেহমান আসিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য কিছু হাদিয়া পেশ করা হইয়াছিল কিংবা (তিনি বলিয়াছেন) আমাদের কাছে দর্শনার্থী আসিয়াছিল (হাদিয়ার বেশীর ভাগ তাহাদের মেহমানদারীতে খরচ হইয়া গিয়াছে) আপনার জন্য আমি কিছু খাবার রাখিয়া দিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, উহা কি? আমি আরয করিলাম, হায়স (খেজুরের সহিত পনির ও মাখন মিশ্রিত তৈরী খাদ্য)। তিনি ইরশাদ করিলেন, নিয়া আস। আমি উহা নিয়া আসিলাম, অতঃপর তিনি উহা আহার করিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, আমি প্রত্যুষে রোযার নিয়্যত করিয়াছিলাম। রাবী তালহা (রহ.) বলেন, আমি এই হাদীছ মুজাহিদ (রহ.)-এর নিকট বর্ণনা করিয়াছিলাম তখন তিনি বলিলেন, ইহা (নফল রোযা ভঙ্গ করা) এমন যে, কোন ব্যক্তি সদকা করিবার জন্য স্বীয় মাল নিয়া বাহির হইল। সে ইচ্ছা করিলে উহা হইতে কিছু দান করিতে পারে আবার ইচ্ছা করিলে কিছু রাখিয়াও দিতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَوْجَاءَنَا زَوْرٌ (কিংবা আমাদের নিকট দর্শনার্থী আসিয়াছিল)। زَوْرٌ শব্দটির ز বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। অর্থ দর্শনার্থী, ভ্রমণকারী, পর্যটক, মেহমান প্রভৃতি। ইহা একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয় এবং কম ও বেশী সংখ্যার উপর প্রয়োগ হয়। -(নওয়াভী)

وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيْئًا (আপনার জন্য আমি কিছু খাবার সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি।) বাক্যের অর্থ, আমাদের নিকট কিছু দর্শনার্থী মেহমান হাদিয়াসহ আগমন করিয়াছিল। উহার কিছু অংশ তাহাদের আপ্যায়নের খরচ হইয়া গিয়াছে আর বাদবাকী উহার কিছু আপনার জন্য আমি সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬৮)

قُلْتُ حَيْسٌ (আমি আরয করিলাম, হায়স)। حَيْسٌ শব্দটির ح বর্ণে যবর এবং ى বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ঘি এবং পনির মিশ্রিত খেজুর। আর কেহ বলেন, মাখন, খেজুর ও পনির মিশ্রিত করিয়া তৈরী এক প্রকার খাদ্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬৮)

قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا (আমি প্রত্যুষে রোযা পালনের নিয়্যত করিয়াছিলাম)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়িয আছে। ইহা জমহুরে উলামার অভিমত। তাহাদের মতে রোযাটি কাযা করা জরুরী নহে, তবে মুস্তাহাব। ইমাম মালিক (রহ.)-এর মতে ওযরের কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়িয আর ইহার কাযা করার প্রয়োজন নাই। আর বিনা ওযরে নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়িয নাই যদি ভঙ্গ করে তবে কাযা করিতে হইবে। ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে নফল রোযা ভঙ্গ করিলে সর্বাবস্থায় কাযা করা ওয়াজিব। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৬৮)

(২৬০৫) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ". فَقُلْنَا لاَ. قَالَ "فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ". ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ "أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا". فَأَكَلَ.

(২৬০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট তশরীফ আনিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমাদের নিকট (আহারের) কোন কিছু আছে কি? আমরা আরয করিলাম, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে আমি এখন রোযার নিয়্যত করিতেছি। অতঃপর অন্য একদিন তিনি আমাদের নিকট তাশরীফ আনিলেন। তখন আমরা আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য 'হায়স' (ঘি ও পনির মিশ্রিত খেজুর দ্বারা তৈরী খাদ্য) হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি উহা আমাকে দেখাও আমি তো প্রত্যুষে রোযার ইচ্ছা করিয়াছি। অতঃপর তিনি (রোযা ছাড়িয়া) উহা আহার করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا (আমি তো প্রত্যুষে রোযার ইচ্ছা করিয়াছি)। আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, اى مريدا للصوم (অর্থাৎ রোযার ইচ্ছা করিয়াছি)। আর কেহ বলেন, এই বাক্যে صوم -এর আভিধানিক অর্থ মর্ম তথা لم أكل بعد شيئا (আমি প্রভাতের পর কিছুই আহার করি নাই)। আর ইবনুল মুলক (রহ.) বলেন, এই বাক্যের মর্ম كنت نويت الصوم فى اول النهار আমি দিনের প্রথমাংশে রোযার নিয়্যত করিয়াছি। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭১)

بَابُ أَكْلُ النَّاسِي وَشُرْبُهُ وَجِمَاعُهُ لَا يُفْطِرُ

অনুচ্ছেদ ঃ ভুলে পানাহার ও স্ত্রী সহবাসের দ্বারা রোযা ভঙ্গ না হওয়ার বিবরণ

(২৬০৬) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الْقُرْدُوسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ".

(২৬০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমর বিন মুহাম্মদ নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রোযা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি ভুলক্রমে আহার কিংবা পান করে তাহা হইলে সে স্বীয় রোযা পূর্ণ করিবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই তাহাকে আহার করাইয়াছে এবং পান করাইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ (তাহা হইলে সে স্বীয় রোযা পূর্ণ করিবে)। শরহে নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রোযাদার যদি ভুলক্রমে পানাহার কিংবা স্ত্রী সহবাস করিয়া ফেলে তবে সে পরে রোযা ভঙ্গ করিবে না; বরং রোযা পূর্ণ করিবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবূ হানীফা, দাউদ (রহ.) ও অন্যান্যদের অভিমত।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তাহার রোযা ফাসিদ হইয়া যাইবে। তাহার উপর এই রোযাটি কাযা করা ওয়াজিব, তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

ইমাম আতা, আওযায়ী ও ফকীহ লায়স (রহ.) বলেন, রোযাদার ভুলক্রমে স্ত্রী সহবাস করিলে কাযা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু ভুলক্রমে পানাহার করিলে কাযা ওয়াজিব হইবে না।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, রোযাদার ভুলক্রমে স্ত্রী সহাবাস করিলে কাযা ও কাফ্ফারা উভয় ওয়াজিব হইবে। পানাহার করিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। প্রথম মাযহাব সর্বাধিক সহীহ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭১, শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৬৪)

بَابُ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَاسْتِحْبَابِ أَنْ لَا يُخْلِيَ شَهْرًا عَنْ صَوْمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ রমাযান ব্যতীত অন্য মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নফল রোযা এবং কোন মাস রোযা হইতে খালি না থাকা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(২৬০৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ قَالَتْ وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ.

(২৬০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন শকীক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান ব্যতীত অন্য কোন সময়ে পূর্ণ মাস রোযা রাখিয়াছেন কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আল্লাহর শপথ! রমাযান ব্যতীত অন্য কোন সময়ে পূর্ণ মাস তিনি রোযা রাখেন নাই। এমনকি তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। আর না তিনি নফল রোযা রাখা ব্যতীত কোন মাস পূর্ণভাবে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَتّٰى يُصِيبَ مِنْهُ (এমনকি উক্ত মাস হইতে কতক দিন নফল রোযা রাখিয়াছেন) অর্থাৎ **يوم بعضه** (উক্ত মাসের কতক দিন নফল রোযা রাখিয়াছেন। শরহে নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন মাস নফল রোযা ছাড়া খালি না যাওয়া মুস্তাহাব। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, নফল রোযার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নাই; বরং (রমাযান এবং দুই ঈদ ও আইয়্যামে তাশরীকের মোট ৫ দিন ছাড়া) বৎসরের যে কোন সময় করা যাইতে পারে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭২-১৭৩)

(২৬০৮) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ قَالَتْ مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلاَّ رَمَضَانَ وَلاَ أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ صلى الله عليه وسلم.

(২৬০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন শাকীক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি পূর্ণ মাস (নফল) রোযা রাখিয়াছেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তিনি রমাযান ব্যতীত পূর্ণ মাস রোযা পালন করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। আর না কোন মাসে দুই একদিন রোযা রাখা ব্যতীত ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমতাবস্থায় তিনি দুনইয়া হইতে তাশরীফ নিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপর আল্লাহ তা'আলার সালাম এবং রহমত বর্ষিত হউক।

(২৬০৯) وَحَدَّثَنِى أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ حَمَّادٌ وَأَظُنُّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ صَوْمِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ قَالَتْ وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلاً مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ.

(২৬০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন শাকীক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তিনি রোযা রাখিতেন, এমনকি আমরা ধারণা করিতাম যে, তিনি রোযা রাখিয়া যাইবেন। আর তিনি (কোন মাসে) রোযা ছাড়িয়া দিতেন, এমনকি আমরা ধারণা করিতাম যে, তিনি (এই মাসে) রোযা রাখিবেন না। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) আরও বলেন, মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করা পর্যন্ত আমি তাঁহাকে রমাযান ব্যতীত পূর্ণ মাস রোযা রাখিতে দেখি নাই।

(২৬১০) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِى الإِسْنَادِ هِشَامًا وَلاَ مُحَمَّدًا.

(২৬১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন শাকীক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, অতঃপর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তিনি এই সনদে হিশাম ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

(২৬১১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ . وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلاَّ رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ .

(২৬১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কোন মাসে নফল) রোযা রাখিয়া যাইতেন। এমনকি আমরা ধারণা করিতাম যে, তিনি রোযা ছাড়িবেন না। আবার কখনও তিনি এমনভাবে নফল রোযা করা ছাড়িয়া দিতেন যে, আমরা ধারণা করিতাম, তিনি হয়ত (এই মাসে নফল) রোযা রাখিবেন না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু রামাযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। আর আমি তাঁহাকে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে অধিক সংখ্যক (নফল) রোযা রাখিতে প্রত্যক্ষ করি নাই।

(২৬১২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ صَامَ . وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ . وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً .

(২৬১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... আবূ সালামা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (নফল) রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, তিনি একাধারে রোযা রাখিয়া যাইতেন, এমনকি আমরা ধারণা করিতাম তিনি রোযা রাখিয়াই যাইবেন। আবার কখনও তিনি রোযা ছাড়িয়া দিতেন, এমনকি আমরা ধারণা করিতাম, তিনি আর (এই মাসে নফল) রোযা রাখিবেন না। আর আমি তাঁহাকে শা'বান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে এত অধিক (নফল) রোযা রাখিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি যেন গোটা শা'বান মাসই রোযা রাখিতেন। তিনি সামান্য কয়েকদিন ব্যতীত পূর্ণ শা'বান মাস রোযা রাখিতেন।

(২৬১৩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّهْرِ مِنَ السَّنَةِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ وَكَانَ يَقُولُ "خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا" . وَكَانَ يَقُولُ "أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قَلَّ" .

(২৬১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাস ছাড়া বছরের অন্য কোন মাসে এত অধিক (নফল) রোযা করিতেন না এবং তিনি বলিতেন,

তোমাদের সাধ্যে যতখানি কুলায় ততখানি (নফল) আমল কর। কারণ আল্লাহ তা'আলা (ছাওয়াব প্রদানে কখনও) ক্লান্ত হন না; বরং তোমরাই (সাধ্যতীত আমল করিতে গিয়া) ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তিনি আরও ইরশাদ করিতেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আমল হইতেছে যাহা আমলকারী যথাযথ নিয়মে সর্বদা আদায় করিয়া থাকে। যদিও উহা পরিমাণে কম হয়।

(২৬১৪) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ مَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلاً قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ. وَكَانَ يَصُومُ إِذَا صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللهِ لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَا وَاللهِ لَا يَصُومُ.

(২৬১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু রমাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা পালন করেন নাই। তিনি যখন (নফল) রোযা রাখিতেন তখন একাধারেই রাখিয়া যাইতেন। এমনকি লোকেরা বলাবলি করিতে থাকিত যে, আল্লাহর কসম, তিনি আর রোযা ছাড়িবেন না। আর কখনও তিনি রোযা করা হইতে বিরত থাকিতেন। এমনকি লোকেরা বলাবলি করিতে থাকিত, আল্লাহর কসম! তিনি আর রোযা রাখিবেন না।

(২৬১৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُوْ بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ.

(২৬১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাহারা ... আবূ বিশর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীছে তিনি বলেন, তিনি মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর (রমাযান ব্যতীত) কখনও একাধারে পূর্ণ মাস রোযা রাখেন নাই।

(২৬১৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ.

(২৬১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাহারা ... উছমান বিন হাকীম আনসারী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.)-এর নিকট রজব মাসে (নফল) রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন রজব মাস ছিল। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা রাখিয়া যাইতেন। এমনকি আমরা ধারণা করিতাম, তিনি সম্ভবতঃ আর রোযা ছাড়িবেন না। আর কখনও তিনি রোযা রাখা হইতে বিরত থাকিতেন, এমনকি আমরা ধারণা করিতাম, তিনি সম্ভবতঃ আর রোযা রাখিবেন না (অর্থাৎ রজব মাসের আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না; বরং তিনি অন্যান্য মাসে (নফল) রোযা রাখার অনুরূপই রোযা পালন করিতেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ (রজবের রোযা সম্পর্কে)। 'শরহে মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া' গ্রন্থে আছে شهر رجب بخصوصه (রজব মাসের রোযার বিশিষ্টতা সম্পর্কে)। কতক শাফেয়ী মতাবলম্বী বলেন, ইহা অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক ফযীলতপূর্ণ। কিন্তু শারেহ নওয়াভী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ইহাকে যঈফ গণ্য করিয়া বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজব মাসে রোযা পালন করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই; বরং ইবন মাজা গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, انه نهى عن صيامه (তিনি রজব মাসে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন)। আল্লামা যহবী (রহ.) বলেন, ইবন মাজা গ্রন্থের এই রিওয়ায়ত সহীহ নহে। ইহাতে একজন যঈফ ও বর্জিত রাবী রহিয়াছেন। অধিকন্তু সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে মুজীবাতুল বাহিলিয়া (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা কিংবা চাচা হইতে বর্ণিত এক হাদীছ রহিয়াছে যাহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم ندب الى الصوم من الاشهر الحرم (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশহুরে হুরুমের (নফল) রোযাকে প্রতিনিধিত্ব দান করিয়াছেন)। রজবও আশহুরে হুরুমের একটি। ফলে রজব মাসের রোযাও প্রতিনিধিত্বমূলক। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭৫)

فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ (অতঃপর তিনি জবাবে বলিলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, ইহা দ্বারা সাঈদ (রহ.) এই দলীল দেওয়া উদ্দেশ্য যে, রজব মাসে রোযা রাখা নিষেধ নাই আর না নির্দিষ্টভাবে এই মাসে রোযা রাখার কোন বৈশিষ্ট্য অছে; বরং এই মাসের হুকুম অন্যান্য মাসসমূহের অনুরূপ। যদিও রজব মাসের নফল রোযার বৈশিষ্ট রহিয়াছে। যেমন ইতোপূর্বে ইমাম বাহিলী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, রজব মাসের রোযা প্রতিনিধিত্বমূলক। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭৫)

সারসংক্ষেপ ঃ আলোচ্য হাদীছ ও অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রজব মাসের আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাসে নফল রোযা রাখার অনুরূপই রোযা পালন করিতেন। -(অনুবাদক)

(২৬১৭) وَحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.

(২৬১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবরাহীম বিন মূসা (রহ.) তাহারা ... উছমান বিন হাকীম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৬১৮) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ صَامَ قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ قَدْ أَفْطَرَ قَدْ أَفْطَرَ.

(২৬১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ খালফ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাহারা ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা পালন করিতে থাকিতেন। এমনকি বলা হইত যে, তিনি খুব রোযা রাখিতেছেন, খুব রোযা রাখিতেছেন। আবার (কোন মাসে) তিনি রোযা ছাড়িয়া দিতেন। এমনকি বলা হইত যে, তিনি রোযা ছাড়িয়া দিয়াছেন, তিনি রোযা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

ফায়দা

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উদ্ভাবন হয় ঃ

(ক) কোন মাসকে নফল রোযা হইতে খালি না রাখা মুস্তাহাব।

(খ) নফল রোযার জন্য নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ নাই, যখন ইচ্ছা রোযা পালন করা যায়। তবে রমাযান, দুই ঈদ এবং আইয়্যামে তাশরীক-এ নফল রোযা রাখা নিষেধ।

(গ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাসের তুলনায় শা'বান মাসে নফল রোযা বেশী রাখিতেন।

(ঘ) রমাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস নফল রোযা রাখেন নাই। ইহা হয়তো উম্মতের উপর রমাযানের মত ফরয হইয়া যাওয়ার আশংকা কিংবা যাহাতে রমাযানের সহিত সাদৃশ্য না হয়।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রজব মাসের রোযা মুস্তাহাব কিংবা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়া প্রমাণিত নহে, তবে অন্যান্য মাসের মত এই মাসেও দুই একটি নফল রোযা রাখা মুস্তাহাব। সুনানু আবূ দাউদ গ্রন্থে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আশহুরে হুরুমের রোযা প্রতিনিধিত্ব মূলক।' রজব মাস আশহুরে হুরুমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৬৪-৩৬৫)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا أَوْ لَمْ يُفْطِرِ الْعِيدَيْنِ
وَالتَّشْرِيقَ وَبَيَانِ تَفْضِيلِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

অনুচ্ছেদ ঃ সারা বছর সেই ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা নিষেধ যাহার ক্ষতির আশংকা থাকে কিংবা অন্যের হক নষ্ট হয় কিংবা দুই ঈদ ও তাকবীরে তাশরীকের দিনও রোযা ছাড়ে না। একদিন রোযা রাখা এবং এক দিন রোযা না রাখার ফযীলতের বিবরণ

(২৬১৯) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يَقُولُ لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "آنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ". فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ". قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ". قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ". قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو رضى الله عنهما لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي.

(২৬১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হইল যে, তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আমি অবশ্যই রাত্রিতে দাঁড়াইয়া (ইবাদতে মশগুল) থাকিব এবং দিবসে (নফল) রোযা রাখিব– যতদিন জীবিত থাকিব।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (একদিন আবদুল্লাহকে উদ্দেশ্য করিয়া) ইরশাদ করিলেন, তুমি কি এই কথা বলিয়াছ? তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমিই এই কথা বলিয়াছি। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি উহা করিতে সক্ষম হইবে না। কাজেই তুমি (কিছুদিন নফল) রোযা রাখ ও (কিছুদিন) রোযা ছাড়িয়া দাও। আর (রাত্রির কিছু অংশ) নিদ্রা যাও এবং (কিছু অংশ) জাগ্রত থাকিয়া (নফল) ইবাদত কর। তুমি প্রতি মাসে তিন দিন (নফল) রোযা রাখিবে। কেননা, প্রতিটি নেক আমলের বিনিময়ে (সর্বনিম্ন) দশ গুণ ছাওয়ার রহিয়াছে। আর ইহা পূর্ণ বছর রোযা রাখার সমতুল্য হইবে। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, নিশ্চয়ই আমি ইহার চাইতে অধিক পরিমাণ ইবাদত করার ক্ষমতা রাখি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি একদিন রোযা রাখ এবং দুই দিন রোযা ছাড়িয়া পানাহার কর। রাবী বলেন, আমি (পুনরায়) আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ইহা হইতে অধিক আমল করার সামর্থ্য রাখি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি একদিন রোযা রাখ আর একদিন রোযা ছাড়িয়া পানাহার কর। আর ইহাই হইতেছে হযরত দাউদ (আঃ)-এর রোযা এবং ইহাই যথাযথ রোযা। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, নিশ্চয়ই আমি ইহা হইতেও অধিক করিতে সক্ষম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহা হইতে উত্তম কিছু নাই। আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ মতে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার নীতি গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে উহা আমার জন্য আমার পরিবার ও সম্পদ অপেক্ষা অধিক ভাল হইত।

(২৬২০) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولاً فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ قَالَ فَكُنَّا فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا . فَقَالَ إِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَدْخُلُوا وَإِنْ تَشَاءُوا أَنْ تَقْعُدُوا هَا هُنَا . قَالَ فَقُلْنَا لاَ بَلْ نَقْعُدُ هَا هُنَا فَحَدِّثْنَا . قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضى الله عنهما قَالَ كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ قَالَ فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَىَّ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ" . قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلاَّ الْخَيْرَ . قَالَ "فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ" . قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ "فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ" . قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ قَالَ "كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا" . قَالَ "وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ" . قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ "فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ" . قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ "فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ" . قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ "فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ . فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا" . قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ . قَالَ وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "إِنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ" . قَالَ فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(২৬২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ রুমী (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি এবং আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ রওয়ানা হইয়া আবূ সালামা (রাযি.)-এর কাছে পৌঁছিলাম। অতঃপর আমরা তাহার কাছে একজন দূত প্রেরণ করিলাম। তিনি বাহির হইয়া আমাদের কাছে আগমন করিলেন। তাহার বাড়ীর পাশেই ছিল মসজিদ। রাবী বলেন, আমরা মসজিদে অবস্থান করিয়া তাহার অপেক্ষায় ছিলাম। এমনকি তিনি আমাদের কাছে আসিয়া বলিলেন, তোমরা ইচ্ছা করিলে আমার বাড়ীতে যাইতে পার। আর ইচ্ছা করিলে এই স্থানেও বসিতে পার। রাবী বলেন, তখন আমরা বলিলাম, না; বরং আমরা এই স্থানেই বসি এবং আপনি আমাদের কাছে (হাদীছ) বর্ণনা করুন। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিঃ), তিনি বলেন, আমি সারা বছর প্রতিদিন রোযা পালন করিতাম এবং প্রতি রাত্রিতে (নিদ্রাবিহীন) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতাম। রাবী বলেন, হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আমার বিষয়টি উল্লেখ হইল কিংবা তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন আমি তাঁহার খিদমতে হাযির হইলাম। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, আমাকে জানানো হইয়াছে যে, তুমি সারা বছর রোযা রাখ এবং সারা রাত্রি কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর। আমি আরয করিলাম, নিশ্চয়ই ইয়া নাবীআল্লাহ! তবে ইহা দ্বারা আমি কল্যাণ লাভের আশা করি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। আমি আরয করিলাম, ইয়া নাবীআল্লাহ! আমি ইহার চাইতে অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক-অধিকার রহিয়াছে। তোমার সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তোমার উপর হক-অধিকার রহিয়াছে এবং তোমার দেহেরও তোমার উপর হক-অধিকার রহিয়াছে। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, অতএব তুমি রোযা রাখ আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)-এর রোযার ন্যায়। কেননা, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতগুজার। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া নাবীআল্লাহ! দাউদ (আঃ)-এর রোযা কি? তিনি ইরশাদ করিলেন, তিনি একদিন রোযা রাখিতেন এবং একদিন রোযা ছাড়িয়া দিতেন। তিনি আরও ইরশাদ করিলেন, তুমি প্রতি মাসে একবার (পূর্ণ) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া নাবীআল্লাহ! ইহা হইতে অধিক তিলাওয়াত করিতে ক্ষমতা রাখি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, প্রতি বিশ দিনে তুমি একবার কুরআন মজীদ খতম কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া নাবীআল্লাহ! ইহার চাইতে অধিক তিলাওয়াত করিতে আমি সক্ষম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি প্রতি দশ দিনে একবার (পূর্ণ) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া নাবীআল্লাহ! আমি ইহা হইতে অধিক তিলাওয়াত করিতে ক্ষমতা রাখি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি প্রতি সাত দিনে একবার (পূর্ণ) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর। ইহার বেশী নহে। কারণ তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক অধিকার রহিয়াছে, তোমার উপর তোমার সাক্ষাতপ্রার্থীদের হক-অধিকার রহিয়াছে এবং তোমার উপর তোমার দেহেরও হক-অধিকার রহিয়াছে। তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) বলেন, আমি নিজের উপর কঠোরতা করিয়াছি, ফলে আমি কঠোরতায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আরও বলিলেন, তুমি জান না, সম্ভবতঃ তুমি দীর্ঘজীবি হইবে। (তখন এত অধিক পরিমাণ ইবাদত করা তোমার পক্ষে কষ্টকর হইবে এবং দ্বীনের বিভিন্ন কাজে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। সুবহানাল্লাহ! ইহা তাঁহার দয়া এবং পরিণাম দর্শী ছিল এবং পরিশেষে উহাই হইল)। তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) বলেন, পরে আমি সেই অবস্থায় উপনীত হইলাম যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছিলেন। অতঃপর আমি যখন বার্ধক্যে পৌঁছিলাম তখন আকাংখা করিতাম, আহা! আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُنْتُ أَصُومُ الدَّهْرَ (আমি পুরা বছর (প্রতিদিন) রোযা পালন করিতাম)। যদি প্রশ্ন করা হয় صيام الوصال এবং صيام الدهر এর মধ্যে পার্থক্য কি? ইহার জবাব এই যে, উভয়টি বস্তুতভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত। যদি

কোন ব্যক্তি দুই বা ততোধিক দিবস রাত্রিতে ইফতার ব্যতীত রোযা পালন করে তবে ইহাকে صيام الوصال বলে صيام الدهر নহে। আর যদি কেহ পুরা জীবন (প্রতিদিন) রোযা রাখে এবং প্রতি রাত্রিতে ইফতার করে তবে ইহাকে صائم الوصال বলে صائم الدهر নহে। -(উমদাতুল কারী, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭৬)

فَإِنَّ بِحَسْبِكَ এই বাক্যে ب শব্দটি অতিরিক্ত। কাজের অর্থ হইতেছে فان صوم الثلاثة الايام من كل شهر كافيك (প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭৭)

فَلَمَّا كَبِرْتُ (অতঃপর আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হইলাম)। كبرت শব্দটির ب বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। বলা হয় ب বর্ণে علم يعلم বাবে كبر يكبر হইতে। ইহা বয়সের দিক দিয়া বয়োবৃদ্ধ হওয়া। আর كبر শব্দটি ب বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ হইবে عظم (বড় হওয়া, মহান হওয়া, কঠিন হওয়া) তখন ইহা বাবে حسن يحسن হইতে হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭৮)

(২৬২১) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ "مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ" "فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ". وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قُلْتُ وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ قَالَ "نِصْفُ الدَّهْرِ". وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْئًا وَلَمْ يَقُلْ "وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا". وَلَكِنْ قَالَ "وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا".

(২৬২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে এই সনদে "প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখ" বাক্যের পর অতিরিক্ত রহিয়াছে "কেননা, তোমার জন্য প্রতিটি নেক কর্মের বিনিময়ে উহার দশগুণ ছাওয়া রহিয়াছে। কাজেই ইহা 'পুরা বছর' রোযা রাখার সমানই হইল"। আর এই হাদীছে রহিয়াছে যে, আমি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) বলিলাম, আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)-এর রোযা কিরূপ ছিল? তিনি ইরশাদ করিলেন, অর্ধ বছর (রোযা রাখা)। এই সনদে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই এবং ইহাও বলেন নাই যে, "তোমার উপর তোমার সাক্ষাত প্রার্থীর একটা হক-অধিকার রহিয়াছে।" কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, তোমার উপর তোমার সন্তানের হক-অধিকার রহিয়াছে।

(২৬২২) حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ "فَاقْرَأْهُ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً". قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً. قَالَ "فَاقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَلِكَ".

(২৬২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তুমি প্রতি মাসে একবার (পূর্ণ) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, আমি ইহা হইতে অধিক তিলাওয়াত করার ক্ষমতা রাখি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি প্রতি বিশ রাত্রিতে একবার (পর্ণ) কুরআন তিলাওয়াত কর। রাবী বলেন, আমি আরয করিলাম, আমি ইহার অধিক সামর্থ্য রাখি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে সাত দিনে একবার (পূর্ণ) কুরআন মজীদ তিলাওয়াত কর, ইহার বেশী নহে।

(২৬২৩) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَبْدَ اللَّهِ لاَ تَكُنْ بِمِثْلِ فُلاَنٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ " .

(২৬২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউসূফ আযদী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আবদুল্লাহ! তুমি অমুক ব্যক্তির মত হইও না যে সারা রাত্রি জাগিয়া ইবাদত করিত। অতঃপর উহা ছাড়িয়া দেয়।

(২৬২৪) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَزْعُمُ أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضى الله عنهما يَقُولُ بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَصُومُ أَسْرُدُ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلأَهْلِكَ حَظًّا . فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ . قَالَ " فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . قَالَ وَكَيْفَ كَانَ دَاوُدُ يَصُومُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ إِذَا لاَقَى " . قَالَ مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ عَطَاءٌ فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ " .

(২৬২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই কথা পৌঁছিল যে, আমি একাধারে রোযা রাখি এবং সারা রাত্রি নামায পড়ি। ফলে তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন কিংবা আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছানো হইয়াছে যে, তুমি রোযা রাখিয়া যাইতেছ এবং কোন দিন ছাড়িতেছ না এবং সারা রাত্রি নামায আদায় কর। যাহা হউক, তুমি এইরূপ করিও না। কেননা, নিশ্চয়ই তোমার চোখের একটি বাসনা রহিয়াছে, তোমার নফসের একটি চাহিদা রহিয়াছে এবং তোমার স্ত্রীর একটি হক-অধিকার রহিয়াছে। কাজেই রোযা রাখ এবং রোযাবিহীন থাক, (রাত্রির কিছু অংশ) নামায আদায় কর এবং (কিছু অংশ) নিদ্রা যাও। প্রতি দশ দিনে একদিন রোযা রাখ। ইহাতে তুমি (বাকী) নয় দিন (রোযা রাখা)-এর ছাওয়াব পাইবে। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া নাবীআল্লাহ! আমি নিজেকে ইহার চাইতে অধিক (রোযা রাখার) সামর্থ্যবান বলিয়া মনে করি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি দাউদ (আঃ)-এর রোযা রাখার ন্যায় রোযা রাখ। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া নবীআল্লাহ! দাউদ (আঃ) কিভাবে রোযা পালন করিতেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তিনি একদিন রোযা রাখিতেন এবং একদিন রোযা রাখিতেন না। (জিহাদে) শত্রুর মুকাবালা যখন হইতেন তখন তিনি কখনও পলায়ন করিতেন না। তখন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া নবীআল্লাহ! এই যে, শত্রুর মুকাবালায় পলায়ন না করার সৌভাগ্য কি আমার হইবে? (ইহা তো অতীব শক্তি ও বিরত্বের কাজ)। রাবী আতা (রহ.) বলেন, একাধারে রোযা পালনের কথাটি কিভাবে উল্লেখ করিলেন তাহা আমি

জানি না। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যে একাধারে রোযা রাখিতে থাকে সে মূলতঃ রোযাই রাখে নাই (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ছাওয়াব পাইবে না)। যে একাধারে রোযা পালন করিতে থাকিল সে মূলতঃ রোযা রাখে নাই। যে ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখিতে থাকিল সে মূলতঃ রোযাই রাখে নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَاصَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ (যেই ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখে সে মূলতঃ রোযা রাখে নাই)। শরীআতের নির্দেশ মুতাবিক রোযা না রাখার কারণে উহার ছাওয়াব লিখা হইবে না। 'দররুল মুখতার' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, একাধারে রোযা পালন করা মাকরূহে তানযিহী। 'খুলাসা' গ্রন্থে আছে বছরের নিষিদ্ধ দিনসমূহ বাদ দিয়া একাধারে রোযা রাখাতে কোন ক্ষতি নাই। 'বাদাঈ' গ্রন্থে আছে, কতক ফকীহ বলেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা ও তাশরীকের দিনসমূহ বাদ দিয়া সর্বদা রোযা পালন করে সে এই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) তাহার কথা খন্ডন করিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। নিষেধাজ্ঞার কারণ ইহা নহে; বরং একাধারে রোযা পালনের নিষেধাজ্ঞার কারণ হইতেছে যে, সে ফরয, ওয়াজিব ও হালাল উপার্জনে দুর্বল হইয়া পড়িবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৭৯ সংক্ষিপ্ত)

(২৬২৫) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ. قَالَ مُسْلِمٌ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ثِقَةٌ عَدْلٌ.

(২৬২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আবুল আব্বাস (রহ.) যিনি কবি, তিনি তাহাকে জানান"। ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, (হাদীছের রাবী কবি) আবুল আব্বাস আস-সায়িব বিন ফাররুখ (রহ.) মক্কার অধিবাসী, বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثِقَةٌ عَدْلٌ (হাদীছ বর্ণনায় বিশ্বস্ত ও ন্যায় পরায়ন ছিলেন)। 'সহীহ বুখারী' গ্রন্থে আছে তিনি হাদীছ বর্ণনায় অভিযুক্ত নহেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা সেই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, কবিগণ সাধারণতঃ কথাবার্তার অতিশয়োক্তি অবলম্বন করেন বলিয়া হাদীছ বর্ণনায় অভিযুক্ত থাকেন। কিন্তু কবি আবুল আব্বাস (রহ.) ব্যতিক্রম। তিনি কবি হওয়া সত্ত্বেও হাদীছ বর্ণনায় অভিযুক্ত নহেন; বরং তিনি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮০)

(২৬২৬) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو رضى الله عنهما قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَنَهِكَتْ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ". قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى".

(২৬২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে আবদুল্লাহ বিন আমর! তুমি তো সর্বদা রোযা রাখিতেছ এবং সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া নফল ইবাদত কর। তুমি যদি এইরূপ করিতে থাক তাহা হইলে তোমার চোখ অনিদ্রার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং দৃষ্টিশক্তি লোপ পাইবে। যেই ব্যক্তি একাধারে রোযা রাখিল সে মূলত (শরীআতের বিধান মতে) রোযা রাখিল না। মাসে তিন দিন রোযা রাখা পূর্ণমাস রোযা রাখার সমতুল্য। আমি আরয করিলাম, আমি তো ইহার চাইতে অধিক করার ক্ষমতা রাখি। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় রোযা পালন কর। দাউদ (আঃ) একদিন রোযা রাখিতেন এবং (পরের) একদিন রোযা রাখিতেন না। (জিহাদের সময়) যখন শত্রুর মুকাবালা হইতেন তখন তিনি পলায়ন করিতেন না।

(২৬২৭) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ " وَنَفِهَتِ النَّفْسُ " .

(২৬২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হাবীব বিন আবূ ছাবিত (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। এই হাদীছে রহিয়াছে যে, তিনি ইরশাদ করেন, আর তুমি দুর্বল হইয়া পড়িবে।

(২৬২৮) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ " . قُلْتُ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ . قَالَ " فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ عَيْنَاكَ وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ لِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِنَفْسِكَ حَقٌّ وَلأَهْلِكَ حَقٌّ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ " .

(২৬২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার ব্যাপারে আমাকে জানানো হইয়াছে যে, তুমি সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত কর এবং দিনে রোযা রাখ। আমি আরয করিলাম, নিশ্চয়ই আমি অনুরূপ করি। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি যদি এইরূপ করিতে থাক তাহা হইলে তোমার চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং তুমি শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। তোমার চোখের হক রহিয়াছে, তোমার নফসের হক রহিয়াছে এবং তোমার পরিবার-পরিজনের হক রহিয়াছে। কাজেই তুমি রাত্রিতে (কিছু সময়) ইবাদত কর এবং (কিছু সময়) নিদ্রাও যাও। (একদিন) রোযা রাখ এবং (অপরদিন) রোযা রাখিও না।

(২৬২৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبَّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا " .

(২৬২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় রোযা হইল দাউদ (আঃ)-এর রোযা এবং তাঁহার কাছে সর্বাধিক প্রিয় (নফল) নামায হইল দাউদ (আঃ)-এর নামায। তিনি অর্ধেক রাত্রি নিদ্রা যাইতেন। অতঃপর এক তৃতীয়াংশ রাত্রি (নফল) ইবাদতে মগ্ন থাকিতেন। অতঃপর এক ষষ্ঠাংশ রাত্রি নিদ্রা যাইতেন। তিনি একদিন রোযা রাখিতেন এবং একদিন রোযা বিহীন থাকিতেন।

(২৬৩০) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ نِصْفَ الدَّهْرِ وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَرْقُدُ شَطْرَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْقُدُ آخِرَهُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ". قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَعَمْرُو بْنُ أَوْسٍ كَانَ يَقُولُ يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ بَعْدَ شَطْرِهِ قَالَ نَعَمْ.

(২৬৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা হইল দাউদ (আঃ)-এর (নফল) রোযা। তিনি বছরের অর্ধেক কাল রোযা রাখিতেন এবং মহান আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায হইল দাউদ (আঃ)-এর নামায। তিনি অর্ধেক রাত্রি নিদ্রা যাইতেন, অতঃপর নফল নামাযে দাঁড়াইতেন, তারপর শেষ রাত্রে নিদ্রা যাইতেন। তিনি অর্ধেক রাত্রি অতিক্রমের পর এক তৃতীয়াংশ রাত্রি (নফল) ইবাদত করিতেন। রাবী ইবন জুরায়জ (রহ.) বলেন, আমি আমর বিন দীনার (রহ.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমর বিন আওস (রাযিঃ) কি এই কথা বলিতেন যে, তিনি অর্ধেক রাত্রি অতিক্রমের পর এক তৃতীয়াংশ রাত্রি (নফল) ইবাদত করিতেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

(২৬৩১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَىَّ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ لِي "أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "خَمْسًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "سَبْعًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "تِسْعًا". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "أَحَدَ عَشَرَ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وَإِفْطَارُ يَوْمٍ".

(২৬৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ কিলাবা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে আবুল মালীহ (রহ.) অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি তোমার পিতার সহিত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আমার রোযা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইল। তিনি আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন। আমি তাঁহার জন্য খেজুরের আঁশ ভর্তি চামড়ার তৈরী একটি তাকিয়া পাতিয়া দিলাম। তিনি মাটির উপর বসিয়া গেলেন এবং তাকিয়াটি তাঁহার ও আমার মাঝখানে পড়িয়া রহিল। অতঃপর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা কি তোমার জন্য যথেষ্ট নহে? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইহার চাইতে অধিক রোযা পালনের ক্ষমতা রাখি)। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে পাঁচ দিন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইহার চাইতে অধিক রোযা রাখার ক্ষমতা রাখি)। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে সাত দিন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ইহার চাইতে অধিক রোযা রাখিতে আমি সক্ষম)। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে নয় দিন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি ইহার অধিক রোযা রাখিতে সামর্থ্য রাখি)। তিনি

ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে এগার দিন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (আমি ইহার অধিক সক্ষম)। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দাউদ (আঃ)-এর রোযা অপেক্ষা উত্তম (কোন নফল) রোযা নাই। তিনি বছরের অর্ধেক দিবসসমূহে এইভাবে রোযা রাখিতেন যে, একদিন রোযা রাখিতেন আরেকদিন রোযা ছাড়িয়া দিতেন।

(২৬৩২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ "صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ". قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ "صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ". قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ "صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ". قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ "صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ". قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ "صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا".

(২৬৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি একদিন রোযা রাখ। তাহা হইলে অবশিষ্ট দিনগুলির ছাওয়াব পাইবে। তিনি আরয করিলেন, আমি ইহার চাইতে অধিক রাখিতে সক্ষম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি দুই দিন রোযা রাখ। তাহা হইলে অবশিষ্ট দিনগুলির ছাওয়াব তোমার জন্য হইবে। আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আরয করিলেন, আমি ইহার চাইতে অধিক রাখিতে সক্ষম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তিনদিন রোযা রাখ। তাহা হইলে অবশিষ্ট দিনগুলির ছাওয়াব পাইবে। তিনি আরয করিলেন, আমি ইহারও অধিক রাখিতে সক্ষম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি চারদিন রোযা রাখ। তাহা হইলে অবশিষ্ট দিনগুলির ছাওয়াব তোমার লাভ হইবে। তিনি আরয করিলেন, আমি ইহারও অধিক রাখিতে সক্ষম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় রোযা রাখ, যাহা আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোত্তম (নফল) রোযা, তিনি যথানিয়মে একদিন রোযা রাখিতেন এবং পরের দিন রোযা রাখিতেন না।

(২৬৩৩) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا صُمْ وَأَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ". قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بِي قُوَّةً. قَالَ "فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا". فَكَانَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ.

(২৬৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে আবদুল্লাহ বিন আমর! আমার কাছে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, তুমি (একাধারে) দিনে রোযা রাখ এবং (সারা) রাত ইবাদতে মগ্ন থাক। তুমি এইরূপ করিও না। কারণ

তোমার উপর তোমার নিজের একটি অংশ (হক-অধিকার) রহিয়াছে। তোমার উপর তোমার চোখের অংশ রহিয়াছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অংশ রহিয়াছে। তুমি রোযা রাখ এবং রোযা হইতে বিরতও থাক। তুমি প্রতি মাসে তিনদিন করিয়া রোযা রাখ, জানিয়া রাখ ইহাই হইল সারা বছরের রোযার সমতুল্য। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয়ই ইহার অধিক রাখিতে আমি সক্ষম। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে দাউদ (আঃ)-এর ন্যায় রোযা রাখ। পর্যায়ক্রমে একদিন রোযা রাখ এবং একদিন (রোযা হইতে বিরত থাকিয়া) পানাহার কর। (অতঃপর বৃদ্ধ বয়সে) আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলিতেন, হায় আফসূস! আমি যদি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রদত্ত) রুখসত (সহজতর বিধান) গ্রহণ করিতাম (তবে আমার জন্য খুবই উত্তম হইত)।

بَابُ اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি মাসে তিন দিন, আরাফার দিন, আশুরার দিন, সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(২৬৩৪) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَتْ نَعَمْ. فَقُلْتُ لَهَا مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ

(২৬৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... মুআযাতুল আদাবিয়্যা (রহ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী আয়িশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখিতেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। পুনরায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাসের কোন কোন দিন তিনি রোযা রাখিতেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, মাসের যে কোন দিন তিনি রোযা রাখিতে দ্বিধা করিতেন না।

(২৬৩৫) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنهما أَنَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ أَوْ قَالَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ "يَا فُلَانُ أَصُمْتَ مِنْ سُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ". قَالَ لَا. قَالَ "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ".

(২৬৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আসমা যুবাঈ (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, কিংবা তিনি (রাবী ইমরান) বলেন, তিনি কোন এক লোককে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন এবং তিনি উহা শুনিয়াছিলেন। হে অমুক! তুমি কি এই (শা'বান) মাসের মধ্যভাগে রোযা রাখিয়াছিলে? সে (জবাবে) আরয করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, যখন তুমি রোযা রাখ নাই তখন দুইদিন রোযা রাখিয়া নিবে।

(২৬৩৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رضى الله عنه غَضَبَهُ قَالَ رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ رضى الله عنه يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلاَمَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ قَالَ "لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ أَوْ قَالَ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ". قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ "وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ". قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا قَالَ "ذَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ". قَالَ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ قَالَ "وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ". ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ".

(২৬৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আবূ কাতাদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কিভাবে রোযা রাখেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কথা শ্রবণের পর রাগ হইলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) যখন তাঁহার রাগ অনুভব করিলেন তখন তিনি বলিলেন, আমরা আল্লাহ তা'আলার উপর আমাদের পালনকর্তা হিসাবে, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে পাইয়া সন্তুষ্ট। আমরা আল্লাহ তা'আলার সমীপে তাঁহার ও তাঁহার রাসূলের অসন্তোষ হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। হযরত উমর (রাযিঃ) এই বাক্যটি পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে থাকিলেন, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্রোধেরভাব দূরীভূত হইয়া গেল। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে ব্যক্তি সারা বছর রোযা রাখে তাহার অবস্থা কিরূপ? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সে রোযা রাখে নাই এবং ছাড়েও নাই কিংবা তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহার রোযা হয় নাই এবং রোযা হইতে বিরতও থাকে নাই। তিনি (পুনরায়) আরয করিলেন, যে ব্যক্তি দুই দিন পর্যায়ক্রমে রোযা রাখে এবং একদিন রোযা রাখে না, তাহার অবস্থা কিরূপ? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, কেহ কি এইরূপ ক্ষমতা রাখে? (রাখিলে ভাল)। তিনি (পুনরায়) আরয করিলেন, যেই ব্যক্তি একদিন রোযা রাখে এবং একদিন রাখে না তাহার অবস্থা কিরূপ? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইহা তো দাউদ (আঃ)-এর রোযা। তিনি (আবার) আরয করিলেন, যেই ব্যক্তি একদিন রোযা রাখিবে এবং দুইদিন বিরত থাকিবে তাহার অবস্থা কিরূপ? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি প্রত্যাশা করি যে, আমার এতখানি সামর্থ্য হউক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা এবং রমাযানের রোযা রাখা, এক রমাযান হইতে পরবর্তী রমাযান পর্যন্ত পূর্ণ বছর রোযা রাখার সমতুল্য। আর আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সমীপে আশাবাদী যে, উহা দ্বারা পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের (সগীরা) গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে। আর আশুরার দিনের রোযা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সমীপে আশাবাদী যে, উহা দ্বারা পূর্ববর্তী বছরের (সগীরা) গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রোধান্বিত হইলেন)। লোকটি অসৌজন্যমূলক প্রশ্ন করিবার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারকে ক্রোধের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল। উলামাগণ বলেন ক্রোধের কারণ হইতেছে যে, যদি লোকটির প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইত তবে সে আকীদাগত ক্ষতিগ্রস্ত হইত। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল প্রকার হক-অধিকার পূর্ণ করিয়া শরীআতের যথাযথ বিধান মতে নফল রোযা পালন করিয়া থাকেন। ফলে সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফল রোযা অল্প করেন বলিয়া ধারণা করিত, তাই তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার জন্য এইভাবে প্রশ্ন করা সমীচীন ছিল যে, كيف اصوم (আমি কিভাবে রোযা রাখিব) কিংবা كم اصوم (আমি কয়টি রোযা রাখিব)। তাহা হইলে প্রশ্নটি তাহার নিজের জন্য হইত এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অবস্থার বিবেচনায় জবাব দিতেন। ফলে সে উপকৃত হইত। (হাদীছ শরীফের অন্যান্য বিষয়ে ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮৩)

(২৬৩৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً. قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ فَقَالَ "لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ". أَوْ "مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ". قَالَ فَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ "وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ". قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ قَالَ "لَيْتَ أَنَّ اللهَ قَوَّانَا لِذَلِكَ". قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ قَالَ "ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ". قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ قَالَ "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ". قَالَ فَقَالَ "صَوْمُ ثَلاَثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ صَوْمُ الدَّهْرِ". قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَالَ "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ". قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ". وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لَمَّا نَرَاهُ وَهْمًا.

(২৬৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আবূ কাতাদা আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। রাবী বলেন, ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসন্তুষ্ট হইলেন। তখন হযরত ওমর (রাযিঃ) আরয করিলেন, আমরা রব হিসাবে আল্লাহ পাইয়া, ইসলামকে দ্বীন হিসাবে পাইয়া, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে পাইয়া এবং আমাদের কৃত বাইআতের উপর আমরা সন্তুষ্ট আছি। রাবী বলেন, অতঃপর পুরা বছর রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সে রোযা রাখে নাই এবং রোযা ছাড়েও নাই কিংবা (রাবী বলেন) সে রোযা করে নাই এবং বাদও দেয় নাই। রাবী বলেন, অতঃপর পর্যায়ক্রমে দুইদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা না রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, এইরূপ রোযা রাখিতে কে সক্ষম? রাবী বলেন, তারপর একদিন রোযা রাখা এবং (পরের) দুইদিন রোযা না রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে এইভাবে রোযা রাখার শক্তি দান করেন। রাবী বলেন, তারপর একদিন রোযা রাখা এবং একদিন রোযা না রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল।

তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইহা তো আমার ভাই দাউদ (আঃ)-এর রোযা। রাবী বলেন, আর সোমবার দিন রোযা পালন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা এমন দিন যেই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, রিসালতের দায়িত্ব পাইয়াছি কিংবা (রাবী বলেন) আমার প্রতি (কুরআন মাজীদ) অবতীর্ণ হইয়াছে। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি আরও ইরশাদ করিলেন, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা ও রমাযানের রোযা পালন এক রমাযানের পর অপর রমাযান পর্যন্ত সর্বদা রোযা রাখার সমতুল্য (ছাওয়াব)। রাবী বলেন, অতঃপর আরাফার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী বছর ও পরবর্তী বছরের (সগীরা) গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায়। রাবী বলেন, অতঃপর আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইহা দ্বারা বিগত বছরের (সগীরা) গুনাহের কাফ্ফারা হইয়া যায়। আর এই হাদীছ রাবী শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে, তিনি শু'বা (রহ.) বলেন, অতঃপর সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমি যখন প্রত্যক্ষ করিলাম যে, রাবী শু'বা (রহ.) ধারণায় বশীভূত হইয়া (সোমবারের সহিত) বৃহস্পতিবারের উল্লেখ করিয়াছেন। তখন আমরা উহা বর্ণনা করা হইতে বিরত রহিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَمَّا نَرَاهُ وَهْمًا (যখন প্রত্যক্ষ করিলাম রাবী শু'বা (রহ.) ধারণার বশীভূত হইয়া ...)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, نَرَاهُ শব্দটির ن বর্ণে যবর ও পেশ উভয় হরকত দ্বারা পঠন সহীহ। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বৃহস্পতিবারকে রিওয়ায়ত করা হইতে বিরত থাকার কারণ হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এই দিনই আমি রিসালতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি কিংবা আমার প্রতি কুরআন মজীদ নাযিল হইয়াছে। আর এই সকল বিষয় সোমবারেই সংঘটিত হইয়াছিল। যেমন অন্যান্য সকল রিওয়ায়তে বৃহস্পতিবার উল্লেখ ব্যতীত শুধু সোমবারেরই উল্লেখ হইয়াছে। অতঃপর যখন রাবী শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে বৃহস্পতিবারের কথা পাইলেন তখন ইমাম মুসলিম (রহ.) ইহাকে রাবী শু'বা (রহ.) ভুল সাব্যস্ত করিয়া বর্ণনা করা হইতে বিরত রহিলেন। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, শু'বা (রহ.)-এর রিওয়ায়ত সহীহ হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে এই সকল ঘটনাগুলি সোমবারের সহিত সম্পর্কিত হইবে, বৃহস্পতিবারের সহিত নহে।

আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, অবশ্য সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার কথা সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন আবূ দাউদ ও নাসাঈ গ্রন্থে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুসন্ধান করিয়া রোযা পালন করিতেন)।

হযরত উসামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فسالنه فقال ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فاحب ان يرفع عملى وانا صائم (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখিতে দেখিয়াছি। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার আ'মাল (আল্লাহ তা'আলার) সমীপে পেশ করা হয়। কাজেই আমি আমার আমলকে রোযাদার অবস্থায় উর্ধজগতে পেশ হওয়াকে পছন্দ করি। -নাসাঈ, আবূ দাউদ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮৫)

(২৬৩৮) وَحَدَّثَنَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(২৬৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৬৩৯) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الاِثْنَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَمِيسَ.

(২৬৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ দারিমী (রহ.) তিনি ... গায়লান বিন জারীর (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাতে সোমবারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহস্পতিবারের কথা উল্লেখ করেন নাই।

(২৬৪০) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غَيْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ فَقَالَ "فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَىَّ".

(২৬৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সোমবারের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং এই দিনেই আমার প্রতি (কুরআন মজীদ) নাযিল করা হইয়াছে।

بَابُ صَوْمِ سَرَرِ شَعْبَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ শা'বানের মধ্যভাগের রোযার বিবরণ

(২৬৪১) حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ أَوْ لآخَرَ "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ". قَالَ لاَ. قَالَ "فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ".

(২৬৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কিংবা অন্য কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি শা'বানের শেষভাগে রোযা রাখিয়াছিলে। তিনি আরয করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি যখন (রমাযানের) সাওম পালন শেষ করিবে তখন দুইদিন রোযা রাখিয়া নিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ (তুমি কি শা'বানের শেষভাগে রোযা রাখিয়াছিলে)? سَرَرِ শব্দটি س বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। তবে যের এবং পেশ দ্বারা পঠনও জায়িয سرة শব্দের বহুবচন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ سرار প্রথম বর্ণে যবর কিংবা যের দ্বারা পাঠ করেন। নাহভী ফাররা (রহ.) যবর দ্বারা পঠনকে প্রাধান্য দেন এবং বলেন, ইহা استسرار হইতে নিঃসৃত। আরবী ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ আবূ উবায়দ ও জমহুর বলেন, এই স্থানে سَرَرِ দ্বারা মাসের শেষ অংশ মর্ম। এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, মাসের শেষাংশে চন্দ্র লুক্কায়িত থাকে। আর উহা হইতেছে ২৮, ২৯, ৩০শে রাত্রি।

আর আবূ দাউদ বলেন, سَرَرِ হইতেছে وسط الشهر (মাসের মধ্যভাগ)। কতক বিশেষজ্ঞ ইহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। কেননা, سَرَرِ শব্দটি سرة এর বহুবচন। আর سرة شى বলা হয় وسط الشئ (বস্তুর মধ্যভাগ)কে। صيام البيض (মাসের মধ্য ভাগের রোযা) মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ ইহার পক্ষপাত করে। পক্ষান্তরে মাসের শেষভাগে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে কোন হাদীছ নাই; বরং রমাযানের রোযা পালনকারীগণের জন্য শা'বানের শেষভাগে (নফল) রোযা রাখিতে হাদীছ শরীফে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হাদীছের সকল সূত্রে سرر শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই; কোন কোন সূত্রে سرار বর্ণিত হইয়াছে। যেমন ইমাম আহমদ সুলায়মান আত-তায়মী সূত্রে কোন রিওয়ায়তে سَرَرِ আর কোন রিওয়ায়তে سرار নকল করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় سَرَرِ দ্বারা মাসের শেষাংশ মর্ম। ইমাম নওয়াভী (রহ.) বলেন, কেহ প্রশ্ন করিয়া বলিলেন এই হাদীছ অপর সহীহ হাদীছ نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم و يومين (রমাযানের একদিন বা দুই দিন পূর্ব হইতে সওম শুরু করিবে না)-এর বিপরীত হয়।

আল্লামা মাযরী (রহ.) ইহার উত্তরে বলেন, আলোচ্য হাদীছ সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যিনি মাসের শেষাংশে সিয়াম পালনে অভ্যস্ত। আলোচ্য হাদীছের রাবী কিংবা অন্য কেহ যখন রমাযানের পূর্বে একটি বা দুইটি রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞার হাদীছ শ্রবণ করিলেন তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন তাহার অভ্যাসগত রোযাও নিষেধাজ্ঞার আওতায় রহিয়াছে ফলে তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই কারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিয়া দিলেন অভ্যস্ত সাওম পালন নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নহে। নিষেধাজ্ঞা সেই সকল লোকের জন্য যাহারা মাসের শেষভাগে রোযা পালনে অভ্যস্ত নহে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তাহার অভ্যস্ত ইবাদত তথা সওম পালন জারী রাখার জন্য উহা কাযা করিবার হুকুম দিয়াছেন। কেননা, احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه (আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল উহাই যাহা আমলকারী নিয়মিত করে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮৫-১৮৬)

(২৬৪২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ "هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا". قَالَ لاَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "فَإِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ".

(২৬৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি এই (শা'বান) মাসের শেষভাগে কোন রোযা রাখিয়াছিলে? লোকটি আরয করিলেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি ইহার স্থলে রমাযানের রোযা শেষ করিবার পর (শাওয়াল মাসে) দুইদিন রোযা করিয়া নিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ (কাজেই তুমি ইহার স্থানে (শাওয়াল মাসে) দুইটি রোযা করিয়া নিবে)। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, শা'বান মাসের একটি রোযা ছাওয়াবের দিক দিয়া অন্যান্য মাসের দুই রোযার সমতুল্য। কেননা, হাদীছে বলা হইয়াছে فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ অর্থাৎ فصم يومين مكان اليوم الذى فوته من صيام شعبان (শা'বান মাসের ছুটে যাওয়া একদিনের স্থলে (শাওয়াল মাসে) দুইটি রোযা করিয়া নিবে। যেমন سنن ابى سلم الكجى গ্রন্থে স্পষ্টভাবে আছে فصم مكان ذلك اليوم يومين (কাজেই তুমি উক্ত একদিনের স্থলে দুইটি রোযা রাখ)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮৬)

(২৬৪৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ "هَلْ صُمْتَ مِنْ سِرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا". يَعْنِي شَعْبَانَ. قَالَ لاَ. قَالَ فَقَالَ لَهُ "إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ". شُعْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ قَالَ وَأَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَيْنِ.

(২৬৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইমরান বিন হুসায়ন (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি কি এই মাসে অর্থাৎ শা'বান মাসের শেষভাগে কিছু দিন রোযা রাখিয়াছ? লোকটি আরয করিলেন, না। তখন তিনি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি যখন রমাযানের রোযা শেষ করিবে তখন তুমি (শাওয়াল মাসে) একদিন কিংবা দুইদিন রোযা রাখিবে। এই স্থলে রাবী শু'বা সন্দেহসহ বর্ণনা করিয়া বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি দুই দিনের কথা বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ (তুমি যখন রমাযানের রোযা শেষ করিবে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, সকল নুসখায় অনুরূপ আছে। আর সহীহ হইতেছে اذا افطرت من رمضان (তুমি যখন রমাযানের রোযা হইতে ফারিগ হইবে)। যেমন পূববর্তী হাদীছে অনুরূপ রহিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮৬)

(২৬৪৪) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى اللُّؤْلُؤِيُّ قَالاَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئٍ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.

(২৬৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন কুদামা ও ইয়াহইয়া বিন লু'লুই (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন হানী বিন আখী মুতাররিফ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহাররমের রোযার ফযীলত

(২৬৪৫) حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ".

(২৬৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, রমাযানের পর সর্বোত্তম রোযা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার মাস মুহাররমের রোযা এবং ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হইতেছে রাত্রের (তাহাজ্জুদ) নামায।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ (আল্লাহ তা'আলার মাস মুহররম)। এই বাক্যে الاضافة للتعظيم মর্যাদার লক্ষ্যে সম্বন্ধ করা হইয়াছে। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, আল্লাহর মাস মুহররমের রোযা দ্বারা 'আশুরার রোযা' বুঝানো

উদ্দেশ্য। এই স্থলে كل (সমুদয়) উল্লেখ করিয়া بعض (কতক) মর্ম নেওয়া হইয়াছে। তবে বাহ্যিকভাবে পূর্ণ মুহররম মাসের ফযীলতই বুঝা যায়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮৬)

(২৬৪৬) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه يَرْفَعُهُ قَالَ سُئِلَ أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ "أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلاَةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ".

(২৬৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মারফূ হিসাবে রিওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ফরয নামাযের পর কোন নামায সর্বোত্তম এবং রমাযান মাসের রোযার পর কোন রোযা সর্বোত্তম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায গভীর রাত্রির নামায এবং রমাযান মাসের পর সর্বোত্তম রোযা হইল আল্লাহ তা'আলার মাস মুহাররমের রোযা।

(২৬৪৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.

(২৬৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল মালিক বিন উমায়র (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ اتِّبَاعًا لِرَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমাযানের রোযার পর শাওয়াল মাসে ছয় দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার বিবরণ

(২৬৪৮) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخَزْرَجِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضى الله عنه أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ".

(২৬৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি রমাযানের রোযা রাখে, অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখে, তাহার রোযা পূর্ণ বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ (তাহার রোযা পূর্ণ বছর রোযা রাখার সমতুল্য)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, প্রতিটি নেক আমলের (সর্বনিম্নে) দশ গুণ ছাওয়াব। ফলে রমাযানের ৩০ দিনে তিনশত এবং শাওয়ালের ছয় দিনে ষাট মোট তিনশত ষাট। আর চন্দ্র মাসের হিসাবে তিনশত ষাট দিনে এক বছর হয়। ফলে পূর্ণ বছর রোযার ছাওয়াব পাইবে। হাদীছ শরীফের দ্বারা শাওয়াল মাসের রোযা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ ও

শাফেয়ী (রহ.)-এর মত। তবে ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে ঈদুল ফিতরের পর দিন হইতে একাধারে ছয়দিন রাখা মুস্তাহাব। আর ইমাম আবূ হানীফ (রহ.) বলেন, শাওয়াল মাসের বিভিন্ন দিনে ছয়টি রোযা রাখা মুস্তাহাব। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮৭)

(২৬৪৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِمِثْلِهِ.

(২৬৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি।

(২৬৫০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رضى الله عنه يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ.

(২৬৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ আইয়্যুব আনসারী (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ ইরশাদ করিয়াছেন।

بَابُ فَضْلِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْحَثِّ عَلَى طَلَبِهَا وَبَيَانِ مَحِلِّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ লায়লাতুল কদরের ফযীলত, ইহার অনুসন্ধানের প্রতি উৎসাহ প্রদান উহা কখন হইবে এবং উহার অনুসন্ধানের সর্বাপেক্ষা আশাব্যঞ্জক সময়ের বিবরণ

(২৬৫১) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ ".

(২৬৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতক সাহাবীকে লায়লাতুল কদর স্বপ্নে দেখানো হইল যে, উহা (রমাযানের) শেষ সাত দিনের মধ্যে নির্ধারিত রহিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমাকেও (রমাযানের) শেষের সাত দিন সম্পর্কে তোমাদের সকলের স্বপ্নের ন্যায় সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখানো হইয়াছে। কাজেই যেই ব্যক্তি উহা অনুসন্ধান করিবে সে যেন (রমাযানের) শেষ সাত দিনের রাত্রিসমূহে অনুসন্ধান করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

শারেহ নওয়াভী বলেন, উলামায়ে কিরাম লায়লাতুল কদরের নামকরণের কারণ উল্লেখ করিয়া বলেন, এই রাত্রিতে পরবর্তী এক বছরের অবধারিত বিধিলিপি ব্যবস্থাপক ও প্রয়োগকারী ফিরিশতাগণের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইহাতে প্রত্যেক মানুষের বয়স, মৃত্যু, রিযিক ও বৃষ্টি ইত্যাদির পরিমাণ নির্দিষ্ট ফিরিশতাগণকে লিখিয়া

দেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ (এই রাত্রে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। -সূরা দোখান- ৪) অন্য আয়াতে تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ (ইহাতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাহাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। -সূরা কদর ৪) মোট কথা এই রাত্রিতে তাকদীর সংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পন্ন হওয়ার অর্থ এই বছরে যেই সকল বিষয় প্রয়োগ হইবে সেইগুলি লওহে মাহফুয হইতে নকল করিয়া ফিরিশতাগণের কাছে সোপর্দ করা। নতুন আসল বিধিলিপি আদিকালই লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর কেহ কেহ বলেন, ইহার মাহাত্ম ও সম্মানের কারণে ইহাকে 'লায়লাতুল কদর' তথা মহিমান্বিত রাত্র বলা হয়।

বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে এই বিষয়ে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, লায়লাতুল কদর কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের জন্য বাকী থাকিবে। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, লাইলাতুল কদরের সঠিক দিন তারিখ সম্পর্কে আলিমগণের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে।

(১) এক জমাআত বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রত্যেক বছর পরিবর্তন হয়। এক বছর এই রাত্রি হইলে অন্য বছর অপর রাত্রিতে হয়। এই অভিমত অনুযায়ী সকল হাদীছের মধ্যে সমন্বয় হইয়া যায়। যেই হাদীছে যেই তারিখের উল্লেখ আছে সেই তারিখের সেই বছর লায়লাতুল কদর হইয়াছিল। কাজেই বর্ণিত হাদীসমূহে কোন অসঙ্গতি নাই। ইহা ইমাম মালেক, আহমদ, ইসহাক ও আবূ ছাওর (রহ.) প্রমুখের মত। তাহারা আরও বলেন, রমাযানের শেষ দশকের মধ্যে একেক বছর একেক রাত্রিতে হইয়া থাকে।

(২) পূর্ণ বছরের কোন এক রাত্রিতে লায়লাতুল কদর হয়।

(৩) লায়লাতুল কদর নির্দিষ্ট তারিখে হয়। কখনও পরিবর্তন হয় না; বরং সকল বছরই একটি নির্দিষ্ট রাত্রিতে হইয়া থাকে। ইহা ইবন মাসউদ (রাযিঃ), ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবায়ন (রহ.)-এর অভিমত।

(৪) সারা রমাযান মাসের কোন এক রাত্রিতে হয়। ইহা ইবন উমর ও এক জমাআত সাহাবায়ে কিরামের মত।

(৫) রমাযানের মধ্য দশক ও শেষ দশকে হয়। (৬) রমাযানের শেষ দশকে হয়।

(৭) রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে হয়। (৮) রমাযানের শেষ দশকের জোড় রাত্রিতে হয়। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য হাদীছে রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও আরও অনেক অভিমত রহিয়াছে।

কাযী ইয়ায (রহ.) আরও বলেন, কতক লোকের দুর্লভ অভিমত যে, দুই ব্যক্তি বাদানুবাদ করিবার কারণে লায়লাতুল কদর উঠাইয়া নেওয়া হইয়াছে। ইহা একটি দুর্লভ ও ভুল অভিমত। কেননা, তাহাদের অভিমত হাদীছের শেষ অংশ দ্বারা খন্ডন হইয়া যায়। ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فرفعت وعسى ان يكون خيرالكم فالتمسوها فى السبع والتسع (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফলে উহার (নির্দিষ্ট তারিখের) পরিচয় উঠাইয়া নেওয়া হয়। সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। তোমরা সপ্তম ও নবম তারিখের রাতে উহা অন্বেষণ কর। সহীহ বুখারী ১ঃ২৭১)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, رفع (উঠানো) দ্বারা নির্দিষ্ট দিন তারিখের ইলম উঠাইয়া নেওয়া মর্ম। আর যদি ইহা দ্বারা লায়লাতুল কদরের অস্তিত্ব উঠাইয়া নেওয়া মর্ম হইত তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার অনুসন্ধানের হুকুম করিতেন না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(নওয়াভী ১ঃ৩৬৯)

(২৬৫২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ".

(২৬৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, তোমরা (রমাযানের) শেষ সাতদিনে রাত্রিসমূহে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান কর।

(২৬৫৩) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَرَى رُؤْيَاكُمْ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَاطْلُبُوهَا فِي الْوِتْرِ مِنْهَا".

(২৬৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... সালিম (রহ.)-এর পিতা হইতে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিলেন যে, (রমাযানের) ২৭ তম রাত্রিতে লায়লাতুল কদর। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমাকেও তোমাদের ন্যায় স্বপ্ন দেখানো হইয়াছে যে, উহা (রমাযানের) শেষ দশকে রহিয়াছে। সুতরাং তোমরা উহাকে (রমাযানের) শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিসমূহে অনুসন্ধান কর।

(২৬৫৪) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ "إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الأُوَلِ وَأُرِيَ نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوَابِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ".

(২৬৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমাদের কতক লোককে লায়লাতুল কদর স্বপ্নে দেখানো হইল যে, উহা (রমাযানের) প্রথম সাত দিনের মধ্যে আবার কতক লোককে দেখানো হইয়াছে যে, উহা (রমাযানের) শেষ সাতদিনের মধ্যে। কাজেই তোমরা উহা (রমাযানের) শেষ দশকে (রাত্রিসমূহে) অনুসন্ধান কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ অর্থাৎ العشر البواقى (অবশিষ্ট দশদিন অর্থাৎ শেষ দশকে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৮৮)

(২৬৫৫) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي".

(২৬৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... উকবা বিন হুরায়ছ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা উহা অর্থাৎ লায়লাতুল কদরকে (রমাযানের) শেষ দশকে অনুসন্ধান কর। কাজেই তোমাদের কেহ যদি দুর্বল কিংবা অপারগ হইয়া পড়ে তাহা হইলে যেন সে (রমাযানের) অবশিষ্ট সাত দিনের রাতসমূহে অলসতা না করে।

(২৬৫৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".

(২৬৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি জাবালা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান করিতে চায় সে যেন উহা (রমাযানের) শেষ দশকে অনুসন্ধান করে।

(২৬৫৭) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ". أَوْ قَالَ "فِي التِّسْعِ الأَوَاخِرِ".

(২৬৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা (রমাযানের) শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধান কর কিংবা তিনি ইরশাদ করিয়াছেন (রমাযানের) শেষ নয় দিনের রাত্রিসমূহে।

(২৬৫৮) حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ". وَقَالَ حَرْمَلَةُ "فَنَسِيتُهَا".

(২৬৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে স্বপ্নে লায়লাতুল কদর দেখানো হইয়াছিল। অতঃপর আমার পরিবারের কেহ আমাকে নিদ্রা হইতে জাগ্রত করিবার কারণে আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই তোমরা উহা (রমাযানের) শেষ দশকে অনুসন্ধান কর। রাবী হারমালা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে রহিয়াছে "আমি উহা ভুলিয়া গিয়াছি।"

(২৬৫৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرٌ وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ "إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ". قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مُطِرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُبْتَلٌّ طِينًا وَمَاءً.

(২৬৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমাযানের) মধ্যভাগের দশদিন ইতিকাফ করেন। অতঃপর ২০ তম দিন অতিবাহিত হইবার পর এবং ২১ তম দিনের প্রভাতে তিনি স্বীয় বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁহার সহিত যাহারা ইতিকাফ করেন তাহারাও নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যান। অতঃপর আর একবার রমাযান মাসের মাঝের দশকে তিনি ইতিকাফ করিলেন। যেই রাত্রিতে তাঁহার ইতিকাফ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার কথা সেই রাত্রি হইতে তিনি পুনরায় ইতিকাফ আরম্ভ করিলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিলেন এবং তাহাদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি সাধারণত (রমাযানের) এই (মধ্যম) দশকে ইতিকাফ করিতাম। অতঃপর (রমাযানের) শেষ দশকে ইতিকাফ করার প্রতি আমার মনে উদ্বুদ্ধ হইল। কাজেই যেই ব্যক্তি আমার সহিত ইতিকাফ করিতে ইচ্ছুক সে যেন নিজ ইতিকাফের স্থানে অবস্থান করে। আমি এই লায়লাতুল কদর স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম কিন্তু আমাকে উহা ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তোমরা (রমাযানের) শেষ দশকের বেজোড় রাত্রগুলিতে উহা অন্বেষণ কর। আমি স্বপ্নে নিজেকে পানি ও কাদার মধ্যে সাজদা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। রাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, (রমাযানের) ২১ তম রাত্রিতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। আর মসজিদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুসল্লার স্থলে পানি বর্ষিত হইল এবং আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তিনি যখন ফজরের নামায শেষ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাঁহার মুবারক চেহারায় কাদা ও পানিতে সিক্ত ছিল।

(২৬৬০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ" . وَقَالَ وَجَبِينُهُ مُمْتَلِئًا طِينًا وَمَاءً.

(২৬৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসের মধ্যম দশকে ইতিকাফ করিতেন। হাদীছের পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী হাদীছের অনুরূপ। তবে এই হাদীছে রহিয়াছে যে, তিনি ইরশাদ করেন, সে যেন স্বীয় ইতিকাফের স্থানে অবস্থান করে। আর রাবী বলেন, তাঁহার কপাল মুবারক কাদা ও পানিতে ভিজা ছিল।

(২৬৬১) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ قَالَ فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ فَدَنَوْا مِنْهُ فَقَالَ "إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوَّلَ أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ" . فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ "وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ" . فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ

فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ.

(২৬৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযান মাসের প্রথম দশকে ইতিকাফ করিতেন। অতঃপর একবার (রমাযান মাসের) মধ্যম দশকে একটি তুর্কী তাঁবুর মধ্যে ইতিকাফ করিলেন, যাহার দরজায় চাটাই ঝুলানো ছিল। রাবী বলেন, একবার তিনি নিজ হাতে চাটাই ধরিয়া উহাকে তাঁবুর এক পার্শে করিয়া স্বীয় মাথা মুবারক বাহিরে আসিয়া লোকদের সহিত কথা বলিলেন এবং লোকেরা তাঁহার নিকট আগাইয়া আসিল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আমি এই লায়লাতুল কদরের অন্বেষণে (রমাযানের) প্রথম দশকে ইতিকাফ করিলাম। তারপর মধ্যম দশকে ইতিকাফ করিলাম। অতঃপর আমার কাছে একজন আগন্তুক (ফিরিশতা) আগমন করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, লায়লাতুল কদর (রমাযানের) শেষ দশকে রহিয়াছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যেই ব্যক্তি ইতিকাফ করিতে ইচ্ছুক সে যেন ইতিকাফ করে। অতঃপর সাহাবীগণ তাঁহার সহিত শেষ দশকে ইতিকাফ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন। (স্বপ্নে) আমাকে উহা কোন এক বেজোড় রাত্রে দেখানো হইয়াছে এবং আমি যেন সেই রাত্রিতে কাদা ও পানির মধ্যে ফজরের নামাযে সাজদা করিয়াছি। (রাবী বলেন) তিনি ২১তম রাত্রির প্রত্যুষে ফজরের নামাযে দাঁড়াইলেন। তখন আসমান হইতে বৃষ্টি বর্ষিত হইল। ফলে ছাদ চুইয়া ফোটা ফোটা পানি মসজিদে পতিত হইল এবং আমি নিজে কাদা ও পানি দেখিলাম। তিনি ফজরের নামায সমাপ্ত করিয়া যখন বাহির হইলেন, তখন তাঁহার মুবারক কপাল ও নাকের অগ্রভাগে কাদা ও পানিতে সিক্ত ছিল। আর উহা ছিল (রমাযানের) শেষ দশকের ২১তম রাত্রি।

(২৬৬২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضى الله عنه وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقُلْتُ أَلاَ تَخْرُجُ بِنَا إِلَى النَّخْلِ فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ فَخَرَجْنَا صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَإِنِّي نَسِيتُهَا أَوْ أُنْسِيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ كُلِّ وِتْرٍ وَإِنِّي أُرِيتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلْيَرْجِعْ " . قَالَ فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً قَالَ وَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ قَالَ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

(২৬৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা পরস্পরা লায়লাতুল কদর সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। অতঃপর আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম আর তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি কি আমাদের সহিত খেজুর বাগানে যাইবেন না? তিনি একটি চাদর পরা অবস্থায় বাহির হইলেন। আমি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, আপনি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে কিছু বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। আমরা রমাযান মাসের মধ্যম

দশকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ইতিকাফ করিলাম। আমরা ২০তম রাত্রির প্রত্যুষে (ইতিকাফ হইতে) বাহির হইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্য করিয়া খুতবা দিয়া ইরশাদ করিলেন, আমাকে (স্বপ্নে) লায়লাতুল কদর দেখানো হইয়াছিল। কিন্তু আমি উহা ভুলিয়া গিয়াছি কিংবা আমাকে ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমরা উহাকে (রমাযানের) শেষ দশকে প্রতিটি বেজোড় রাত্রিতে অন্বেষণ কর। আর আমাকে দেখানো হইয়াছে যে, আমি পানি ও কাদায় সাজদা করিতেছি। কাজেই যেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ইতিকাফ করিয়াছে সে যেন পুনরায় স্বীয় ইতিকাফে প্রত্যাবর্তন করে। রাবী (আবূ সাঈদ খুদরী রাযিঃ) বলেন, আমরা নিজেদের (ইতিকাফে) প্রত্যাবর্তন করিলাম। আমরা আকাশে কোন মেঘখন্ড দেখি নাই। রাবী বলেন, হঠাৎ এক খন্ড মেঘ আগমন করিল এবং আমাদের উপর প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হইল। এমনকি মসজিদের ছাদ চুইয়া পানি প্রবাহিত হইল। (উল্লেখ্য যে, তখন) মসজিদের ছাদ খেজুর গাছের শাখার ছাওনি ছিল। ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি ও কাদার উপর সাজদা করিতে দেখিলাম। রাবী বলেন, এমনকি যে, আমরা তাঁহার মুবারক কপালে কাদার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলাম।

(২৬৬৩) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ. نَحْوَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ انْصَرَفَ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ أَثَرُ الطِّينِ.

(২৬৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এতদুভয় (মা'মার ও আওযায়ী রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিয়া ফিরিলেন তখন আমি তাঁহার মুবারক কপাল ও নাকের অগ্রভাগে কাদার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলাম।

(২৬৬৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه قَالَ اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَقُوِّضَ ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَإِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ أَجَلْ. نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التَّاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. وَقَالَ ابْنُ خَلاَّدٍ مَكَانَ يَحْتَقَّانِ يَخْتَصِمَانِ.

মুসলিম ফর্মা -১১-১০/২

(২৬৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও আবূ বকর বিন খাল্লাদ (রহ.) তাহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে লায়লাতুল কদর সুস্পষ্ট হইবার পূর্বে লায়লাতুল কদর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে রমাযানের মধ্য দশকে ইতিকাফ করিতেন। অতঃপর (মধ্যম দশক) যখন অতিবাহিত হইয়া গেল তখন তিনি তাঁবু তুলিয়া ফেলার হুকুম দিলেন এবং উহা তুলিয়া ফেলা হইল। অতঃপর তাঁহাকে জানানো হইল যে, উহা (রমাযানের) শেষ দশকে রহিয়াছে। তাই তিনি পুনরায় তাঁবু টানানোর হুকুম দিলেন। উহা টানানো হইল। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কিরামের কাছে তাশরীফ আনিয়া ইরশাদ করিলেন, হে লোক সকল! আমাকে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে অবহিত করা হইয়াছিল এবং আমি তোমাদেরকে উহা জানাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া আসিয়াছিলাম কিন্তু দুই ব্যক্তি পরস্পর বাদানুবাদ করিতে করিতে হাযির হইল এবং তাহাদের সহিত ছিল শয়তান। তাই আমাকে উহা (নির্ধারিত তারিখ) ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তোমরা উহাকে রমাযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর। তোমরা উহা ৯ম, ৭ম ও ৫ম রাত্রিতে অনুসন্ধান কর। রাবী (আবূ নাযরা রহ.) বলেন, আমি বলিলাম, হে আবূ সাঈদ! আপনারা তো আমাদের তুলনায় সংখ্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। তিনি (জবাবে) বলিলেন, নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আমরাই তোমাদের চাইতে অধিক হকদার। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ৯ম, ৭ম ও ৫ম সংখ্যাসমূহ কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন, যখন ২১তম রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যায় এবং ২২তম রাত্রি আরম্ভ হয় এই হইতেছে ৯ম তারিখ, ২৩তম রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী রাত্রি হইতেছে ৭ম তারিখ এবং ২৫তম রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরবর্তী রাত্রি হইতেছে ৫ম তারিখ। রাবী খাল্লাদ (রহ.) স্বীয় বর্ণনায় يحتقان এর স্থলে يختصمان (উভয়ে পরস্পর ঝগড়া করিতে করিতে) বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهِيَ التَّاسِعَةُ (এই হইতেছে ৯ম তারিখ)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, এই ব্যাখ্যা 'আওতার' গ্রন্থে বর্ণিত লায়লাতুল কদর অন্বেষণের অনুকূলে নহে। উহাতে স্পষ্ট আছে যে, লায়লাতুল কদর সেই বৎসর ২১তম রাত্রিতে ছিল। আর পরবর্তীতে এক রিওয়ায়তে আছে সংশ্লিষ্ট বৎসর লায়লাতুল কদর ২৩তম রাত্রিতে হইয়াছিল। আর পরবর্তীতে উবাই (রাযিঃ)-এর অভিমত যে, উহা ২৭তম রাত্রিতে হইয়াছিল। আল্লামা উবাই আরও বলেন, আলোচ্য হাদীছে ৯ম তারিখ দ্বারা এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে ৯ম তারিখ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল কিংবা ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ৯ম তারিখ অবশিষ্ট রহিয়াছে। এই কারণেই রাবী আবূ নাযরা (রহ.) আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, আপনারা এই সংখ্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি বলেন, المدونة - এর মধ্যে বলা হইয়াছে ৯ম হইতেছে ২১তম রাত্রি, ৭ম হইতেছে ২৩তম রাত্রি এবং ৫ম হইতেছে ২৫তম রাত্রি। এই হিসাবে অর্থ হইল ৯ রাত্রি অবশিষ্ট, ৭ রাত্রি অবশিষ্ট এবং ৫ রাত্রি অবশিষ্ট রহিয়াছে। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমি বলিব যে, المدونة গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা ২৯ দিনে রমাযান মাস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আবূ সাঈদ (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ ৩০ দিনে রমাযান মাস হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। আর এই মতানৈক্যে উৎস হইল যাহা ইমাম বুখারী, ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلْتَمِسُوْهَا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِى تَاسِعَةٍ تَبْقٰى فِى سَابِعَةٍ تَبْقٰى فِى خَامِسَةٍ تَبْقٰى (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা উহা (লায়লাতুল কদর) রমাযানের শেষ দশকে অন্বেষণ কর। লায়লাতুল কদর (শেষ দিক হইতে গণনায়) নবম, সপ্তম কিংবা পঞ্চম রাত্রি অবশিষ্ট থাকে। -সহীহ বুখারী ১ম ২৭১)। আল্লামা যুরকশী (রহ.) এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, প্রথম হইল ২১তম রাত্রি, দ্বিতীয় ২৩তম রাত্রি ও তৃতীয় ২৫তম রাত্রি। ইমাম মালিক (রহ.) ইহাই বলেন, কতক বিশেষজ্ঞ সকল রিওয়ায়তের সমন্বয়ে বলেন, রমাযান মাস ২৯ দিনে হইলে (শেষ দশকের) বেজোড়

রাত্রিতে লায়লাতুল কদর অন্বেষণ কর। আর যদি পূর্ণাঙ্গ মাস তথা ৩০ দিনে হয় তবে জোড় রাত্রিতে লায়লাতুল কদর করার হুকুম হইয়াছে। এই হিসাবেই আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত অবশিষ্ট ৯ম রাত্রি ২২তম রাত্রি, ৭ম রাত্রি ২৪তম রাত্রি এবং ৫ম রাত্রি ২৬তম রাত্রি হয়।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বেজোড় রাত্রি হইতে জোড় রাত্রির দিকে বদলি করা হইয়াছে। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণাঙ্গ কিংবা অপূর্ণাঙ্গ মাসের কথা উল্লেখ না করিয়া স্বীয় উম্মতকে ব্যাপকভাবে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত লায়লাতুল কদর অন্বেষণের হুকুম দিয়াছেন। মাস কখনও পূর্ণাঙ্গ হয় আবার কখনও অপূর্ণাঙ্গ হয়। ফলে শেষ দশকে পরিবর্তন হইবে। কাজেই কোন বৎসর বেজোড় রাত্রিতে আর কোন বৎসর জোড় রাত্রিতে লায়লাতুল কদর হয়। আর কেহ কেহ বলেন, বেজোড় রাত্রিতে লায়লাতুল কদর হওয়ার সম্ভাবনা অধিক এই কারণে যে, মাস ২৯শে হওয়া নিশ্চিত। পক্ষান্তরে পূর্ণাঙ্গ তথা ৩০ দিনে মাস। ইহা নিশ্চিত নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩:১৯১-১৯২)

(২৬৬৫) وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَأَرَانِي صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ". قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْصَرَفَ وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَقُولُ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ.

(২৬৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন আমর বিন সাহল বিন ইসহাক বিন মুহাম্মদ বিন আশআছ বিন কায়স কিনদী ও আলী বিন খাশরম (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উনায়স (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে লায়লাতুল কদর দেখানো হইয়াছিল। অতঃপর উহা (-এর নির্দিষ্ট তারিখ) ভুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আমাকে উক্ত রাত্রের প্রভাত (-এর ফজর নামায) সম্পর্কে স্বপ্নে দেখানো হইয়াছে যে, আমি পানি ও কাদার মধ্যে সাজদা করিয়াছি। রাবী বলেন, অতঃপর (রমাযানের) ২৩তম রাত্রিতে বৃষ্টি হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়া (ফজরের) নামায আদায় করিয়া যখন প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন আমরা তাঁহার মুবারক কপাল ও নাকের অগ্রভাগে পানি এবং কাদার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ বিন উনায়স (রাযিঃ) বলিতেন, উহা ছিল (রমাযানের) ২৩তম রাত্রি।

(২৬৬৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ "الْتَمِسُوا وَقَالَ وَكِيعٌ تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ".

(২৬৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রমাযানের শেষ দশকে লায়লাতুল কদর অন্বেষণ কর। রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে الْتَمِسُوا (তোমরা অন্বেষণ কর) আছে। আর রাবী ওয়াকী (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে تَحَرَّوْا (তোমরা অনুসন্ধান কর) শব্দ আছে।

(২৬৬৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدَةَ وَعَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ سَمِعَا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رضى الله عنه فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لاَ يَتَّكِلَ النَّاسُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. ثُمَّ حَلَفَ لاَ يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ بِأَىِّ شَىْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ بِالْعَلاَمَةِ أَوْ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لاَ شُعَاعَ لَهَا.

(২৬৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও ইবন আবূ উমর (রহ.) ... যির বিন হুবায়শ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি সারা বছর রাত্রি জাগরণ করে সে লায়লাতুল কদরের সন্ধান পাইবে। তিনি (উবাই রাযি.) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি রহম করুন। ইহা দ্বারা তিনি এই কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, লোকেরা যেন শুধু একটি রাত্রির উপর ভরসা করিয়া না থাকে (বরং বেশী বেশী ইবাদত করিয়া কল্যাণ লাভ করুক) অন্যথায় তিনি অবশ্যই জানেন যে, উহা রমাযানে, শেষ দশকের মধ্যে এবং ২৭তম রাত্রিতে। অতঃপর তিনি দৃঢ়ভাবে কসম করিয়া বলিলেন, উহা ২৭তম রাত্রি। আমি (যির) বলিলাম, হে আবুল মুনযির (উবাই রাযি.-এর কুনিয়াত)! আপনি কিসের ভিত্তিতে ইহা বলিতেছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, বিভিন্ন আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে যে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানাইয়াছেন ইহার একটি হইতেছে সেই দিন সূর্য উদয় হইবে কিন্তু উহাতে আলোক রশ্মি থাকিবে না।

(২৬৬৮) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ أُبَىٌّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُهَا قَالَ شُعْبَةُ وَأَكْبَرُ عِلْمِي هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقِيَامِهَا هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ. وَإِنَّمَا شَكَّ شُعْبَةُ فِي هَذَا الْحَرْفِ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ وَحَدَّثَنِي بِهَا صَاحِبٌ لِي عَنْهُ.

(২৬৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... যির বিন হুবায়শ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, উবাই বিন কা'ব (রাযিঃ) লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই লায়লাতুল কদর সম্পর্কে ভাল জানি। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, আমার জানা মতে উহা হইতেছে সেই রাত্রি যেই রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়াছেন, তাহা হইতেছে রমাযানের ২৭তম রাত্রি। আর রাবী শু'বা (রহ.) هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (সেই রাত্রি যেই রাত্রিতে জাগ্রত থাকিয়া ইবাদত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিয়াছেন) বাক্যটি সম্পর্কে সন্দেহ পতিত হইয়া বলেন, আমার নিকট আমার এক সাথী তাঁহার শায়খ (আবদা রহ.) হইতে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৬৬৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ وَهُوَ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "أَيُّكُمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ".

(২৬৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে লায়লাতুল কদর সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কে সেই রাত্রি স্মরণ রাখিবে যেই রাত্রিতে চাঁদ উদিত হইবে। থালার অর্ধ টুকরার সাদৃশ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ (আর উহা থালার অর্ধ টুকরার সাদৃশ্য)। شق শব্দটির ش বর্ণে যের দ্বারা পঠিত অর্থ অর্ধেক। আর جفنة শব্দটি ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে প্রসিদ্ধ। অর্থ থালা, বাটি, গামলা ও পাত্র। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে লায়লাতুল কদর মাসের শেষ দিকে হইবে। কেননা, এইরূপভাবে চন্দ্রের উদয় কেবল মাসের শেষ দিকে হইয়া থাকে। আল্লাহ সবজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৯৩)

كِتَابُ الْاِعْتِكَافِ

অধ্যায় ঃ ই'তিকাফের বিবরণ

(২৬৭০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

(২৬৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মিহরান রাযী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ইতিকাফ করিতেন)। 'দররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে যে, الاعتكاف এর আভিধানিক অর্থ (অবস্থান) অর্থাৎ المكث في اى موضع كان وحبس نفسه فيه (যে কোন স্থানে অবস্থান করা এবং নিজেকে উহাতে আটকাইয়া রাখা)। 'বাহর' গ্রন্থকার বলেন, الاعتكاف শব্দটি عكف মূল ধাতু হইতে বাবে افتعال এর মাসদার। যখন কোন ব্যক্তি কাহারও কাছে কিছু প্রত্যাশা করিয়া নিজেকে কিছু সময় আটকাইয়া রাখে। ইহা হইতেই وَالْهَدْىَ مَعْكُوفًا (এবং অবস্থানরত কোরবানী জন্তুদেরকে। -সূরা ফাতহ ২৫) ইহাকে ইবাদত নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, ই'তিকাফকারী কিছু শর্তসহ মসজিদে অবস্থান করে।

শরীআতের পরিভাষায় هو اللبث فى المسجد بنية (নিয়্যতসহ মসজিদে অবস্থান করার নাম ই'তিকাফ)। لبث (অবস্থান) হইতেছে ই'তিকাফের রোকন এবং মসজিদ ও নিয়্যত হইতেছে ই'তিকাফের দুই শর্ত। আর মসজিদ শব্দটি এই স্থানে ব্যাপক। চাই প্রচলিত মসজিদ হউক কিংবা মহিলাদের ক্ষেত্রে ঘরের নামাযের স্থান হউক।

ই'তিকাফ তিন প্রকার ঃ (১) মানতের ই'তিকাফ আদায় করা ওয়াজিব। (২) রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। 'বুরহান' গ্রন্থে আছে ইহা সুন্নতে কিফায়া। (৩) এতদুভয় ছাড়া অন্য সকল ই'তিকাফ মুস্তাহাব।

'দররুল মুখতার' গ্রন্থকার বলেন, প্রথম প্রকার ই'তিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য সর্বসম্মত মতে রোযাসহ শর্ত। আর তৃতীয় প্রকার যদি একদিনের জন্য নির্ধারিত হয় তবে রোযা শর্ত। অন্যথায় রোযা শর্ত নহে। দ্বিতীয় প্রকার সুন্নতে মুয়াক্কাদার জন্যও রোযাসহ আদায় করা শর্ত। কেননা, ইহা রমাযানের শেষ দশকে আদায় করা হয়। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থ কিংবা সফরের অবস্থায় রোযা রাখা ব্যতীত রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করে তবে সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া আদায় হইবে না; বরং ইহা নফল ই'তিকাফ হইবে। ইহা ইবন উমর, ইবন আব্বাস ও আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। ইহা ইমাম মালিক, আওযায়ী এবং হানাফীগণের অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী ও তাঁহার আসহাবগণের মতে (ওয়াজিব ছাড়া অন্যান্য) ই'তিকাফ সহীহ হওয়ার জন্য রোযা রাখা শর্ত নহে; বরং রোযা রাখা ব্যতীতও ইতিকাফ সহীহ হইবে। অধিকন্তু এক ঘন্টা কিংবা এক মিনিট কালের জন্যও ই'তিকাফ করা সহীহ। -(নওয়াভী)

হানাফী প্রমুখের দলীল আবূ দাউদ শরীফের হাদীছ–

عن عبد الرحمن بن اسحق عن الزهری عن عروة عن عائشة رضی الله عنها قالت السنة علی المعتکف ان لا یعود مریضا ولا یشهد جنازة ولا یمس امراة ولا یباشرها ولا یخرج لحاجة الا لما لا بد منه ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع ـ

(আবদুর রহমান বিন ইসহাক হইতে, তিনি যুহরী (রহ.) হইতে, তিনি উরওয়া (রহ.) হইতে, তিনি আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নত হইতেছে যে, সে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখিতে যাইবে না, জানাযায় উপস্থিত হইবে না, স্ত্রীকে স্পর্শ করিবে না, তাহার সহিত মেলামেশা করিবে না, কোন প্রয়োজনে বাহির হইবে না। তবে যদি অত্যধিক প্রয়োজন হয় (যেমন পেশাব-পায়খানা, উযূ ইহার জন্য বাহির হওয়ার অনুমতি আছে)। রোযা রাখা ব্যতীত ই'তিকাফ নাই এবং জামি মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ নাই)।

'বায়হাকী' গ্রন্থে ই'তিকাফ অনুচ্ছেদে আছে یخرج عن المسجد لبول او غائط من سننة (ই'তিকাফ-কারী পেশাব কিংবা পায়খানার প্রয়োজনে মসজিদ হইতে বাহির হওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত)।

'মায়াত্তা মালিক' গ্রন্থে কাসিম বিন মুহাম্মদ এবং ইবন উমর (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম নাফি' (রহ.) হইতে, তাহারা উভয়ে বলেন, রোযা রাখা ব্যতীত ই'তিকাফ নাই।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, নফল ই'তিকাফের সময় সর্বনিম্নে এক ঘন্টা। কাজেই ইহা রোযা রাখা ব্যতীতও সম্পাদিত হইবে। আল্লাহ সবজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৯৫-১৯৬)

فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (রমাযানের শেষ দশকে)। শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলুভী (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানে শেষ দশকে মসজিদে ই'তিকাফ করিবার কারণ হইতেছে যে, ইহা দ্বারা অন্তকরণে ইবাদতের ঝোঁক, হৃদ্যতা, নেক কর্মে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া, ফিরিশতাগণের সাদৃশ্যতা লাভে এবং লায়লাতুল কদর পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাই তাঁহার উম্মতগণের মধ্য হইতে নেককার ব্যক্তিগণ এই সুন্নতের উপর আমল করিয়া থাকেন।

'বাদাঈ' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ই'তিকাফ হইল আল্লাহ তা'আলার ঘরের সান্নিধ্যে যাইয়া তাঁহার নৈকট্য লাভে, দুনইয়া হইতে বিমুখ হওয়া, রহমতের যাচঞা ও মাগফিরাতের প্রত্যাশায় তাঁহার ইবাদতের দিকে অগ্রগামী হওয়া। এমনকি আতা খুরাসানী (রহ.) বলেন, ই'তিকাফকারী সেই ব্যক্তির অনুরূপ যে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতে সোপর্দ করিয়া দিয়া বলে لا ابرح حتى يغفرلى (আমাকে ক্ষমা না করা পর্যন্ত স্থান ত্যাগ করিব না)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৯২)

(২৬৭১) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ نَافِعٌ وَقَدْ أَرَانِي عَبْدُ اللَّهِ رضى الله عنه الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ يَعْتَكِفُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَسْجِدِ.

(২৬৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তারিহ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করিতেন। রাবী নাফি' (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) আমাকে মসজিদের সেই স্থানটি দেখাইয়াছেন যেই স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ই'তিকাফ করিতেন।

(২৬৭২) وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

(২৬৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাহল বিন উছমান (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করিতেন।

(২৬৭৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

(২৬৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সাহল বিন উছমান (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করিতেন।

(২৬৭৪) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.

(২৬৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করিতেন। তাঁহার ওফাত পর্যন্ত এই নিয়মই ছিল। অতঃপর তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার সহধর্মিনীগণও সেই দিনগুলোতে ই'তিকাফ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ (অতঃপর তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার সহধর্মিনীগণও ই'তিকাফ করিতেন)। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) বলেন, ইহাতে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, ইতিকাফের হুকুম এখনও ধারাবাহিকভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এমনকি মহিলাদের ক্ষেত্রেও। এই কারণেই উম্মুহাতুল মুমিনীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর কাহারও অস্বীকৃতি ব্যতীত ইতিকাফ করিতেন। যদিও তিনি জীবদ্দশায় কতক বিবিকে অনুমতি দিলেও অন্যান্য বিবিগণকে অনুমতি দেন নাই। যেমন সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

কতক উলামার মতে ই'তিকাফের জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত। কাজেই মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ সহীহ হইবে না। চাই ইতিকাফকারী পুরুষ হউক কিংবা মহিলা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ই'তিকাফ নিঃসন্দেহে মসজিদে ছিল। অনুরূপ উম্মুহাতুল মুমিনীনের ই'তিকাফও। ইহা দ্বারা বুঝা যায় ঘরে ই'তিকাফ জায়িয নাই। যদি ঘরের নামাযের স্থানে ই'তিকাফ জায়িয হইত তবে অন্ততঃপক্ষে একবার হইলেও উহার উপর আমল করিতেন। বিশেষ করে মহিলাদের জন্য তো মসজিদের মধ্যে ই'তিকাফ করা ভীষণ কষ্টের বিষয়।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যেই মসজিদে জামাআতের সহিত নামায আদায় করা হয় উহাতে মহিলাদের জন্য ই'তিকাফ করা মাকরূহ। তাঁহার দলীল অনুচ্ছেদের পরবর্তী (২৬৭৫ নং) حديث الاخبية (তাঁবু খাটানোর হাদীছ)। উহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদে বায়ত (ঘরের নামাযের স্থান) ছাড়া অন্যত্র মহিলাদের ই'তিকাফ করা মাকরূহ। কারণ মসজিদে পুরুষদের সহিত মেলামেশায় পতিত হইতে হয়।

আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, ২৬৭৬ নং রিওয়ায়তে ইবন উয়ায়না (রহ.)-এর অতিরিক্ত বর্ণনায় আছে আয়িশা, হাফসা ও যয়নব (রাযিঃ) ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে মসজিদে তাঁবু খাটাইয়া ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুগুলি দেখার পর উহাদের খুলিয়া ফেলার নির্দেশ দেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জামাআত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদ (جماعة المسجد)-এর মধ্যে মহিলাদের ই'তিকাফ করা জায়িয নাই।

হানাফীগণের মতে মহিলাদের ই'তিকাফ সহীহ হইবার জন্য মসজিদে বায়ত (ঘরের নামাযের স্থান) হওয়া শর্ত।

শায়খ আবূ বকর রাযী (রহ.) বলেন, মরফু হাদীছে বর্ণিত আছে যে, ان صلوة المرأة فى دارها افضل من صلوتها فى مسجدها وصلاتها فى بيتها افضل من صلوتها فى دارها وصلوتها فى مخدعها افضل من صلوتها فى بيتها (মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায পড়া হইতে বাড়ীতে নামায পড়া উত্তম, বাড়ীতে নামায পড়া হইতে ঘরে নামায পড়া উত্তম এবং ঘরে নামায পড়া হইতে প্রকোষ্ঠে নামায পড়া উত্তম)। সুতরাং মহিলাদের জন্য যখন মসজিদে নামায পড়া হইতে ঘরে নামায পড়া উত্তম তখন ই'তিকাফের ক্ষেত্রে অনুরূপই হইবে। তিনি আরও বলেন, মহিলাদের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। হইবার কারণ হইতেছে যে, তথায় পুরুষদের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতে হয়। আর ইহা তাঁহাদের জন্য মাকরূহ চাই ই'তিকাফকারীণী হউক কিংবা না। তিনি আরও বলেন, উলামাগণের সর্বসম্মত মতে মহিলাগণের ইতিকাফ করা যেহেতু বৈধ সেহেতু তাহারা ঘরের প্রকোষ্ঠে নামায পড়ার স্থানে ই'তিকাফ করা জরুরী। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন بيوتهن خير لهن (তাহাদের ঘরসমূহ তাহাদের জন্য উত্তম)।

আলোচ্য হাদীছের জবাবে হানাফীগণের পক্ষে মুল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, হাদীছের অংশ ثم اعتكف ازواجه بعد (অতঃপর তাঁহার ওফাতের পর তাঁহার সহধর্মিনীগণও ই'তিকাফ করিতেন) দ্বারা মসজিদে ই'তিকাফ করা মর্ম নহে; বরং তাঁহাদের ঘরসমূহে ই'তিকাফ করা মর্ম। কেননা, পরবর্তী حديث الاخبية দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মুহাতুল মুমিনীন কর্তৃক মসজিদে ই'তিকাফ করার জন্য তাঁবু খাটানোকে তিনি পছন্দ করেন নাই। আল্লাহ সবজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৯৭-১৯৮)

(২৬৭৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ أَرَادَ الاِعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَتْ زَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ نَظَرَ فَإِذَا الأَخْبِيَةُ فَقَالَ "آلْبِرَّ تُرِدْنَ". فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَتَرَكَ الاِعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ.

(২৬৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিকাফের ইচ্ছা করিলে ফজরের নামায আদায়ের পর স্বীয় ই'তিকাফের স্থলে প্রবেশ করিতেন। একদা তিনি (মসজিদে) তাঁবু

তৈরীর হুকুম দিলেন, তাঁবু তৈরী করা হইল। তিনি রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা করিলেন। এই দিকে উম্মুল মুমিনীন যয়নব (রাযিঃ)ও নিজের জন্য একটি তাঁবু তৈরীর হুকুম দিলেন, উহা তৈরী হইল। অতঃপর তিনি ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণ নিজ নিজ তাঁবু তৈরীর হুকুম দিলেন, উহাও তৈরী হইল। অতঃপর ফজরের নামায আদায় শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই সকল তাঁবুগুলি প্রত্যক্ষ করিলেন তখন ইরশাদ করিলেন, তোমরা কি মনে কর এইগুলি দিয়া নেকী হাসিল হইবে। অতঃপর তিনি তাঁবুগুলি খুলিয়া ফেলার হুকুম দিলেন এবং উহা খুলিয়া ফেলা হইল। এই রমাযান মাসে তিনি ই'তিকাফ করার ইচ্ছা বাদ দিলেন এবং শাওয়ালের প্রথম দশকে (কাযা স্বরূপ) ই'তিকাফ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ (ফজরের নামায আদায়ের পর স্বীয় ই'তিকাফের স্থলে প্রবেশ করিতেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ই'তিকাফকারী স্বীয় ই'তিকাফের স্থলে প্রবেশ করার প্রথম সময় ফজরের নামাযের পর। ইহা ইমাম আওযায়ী, লায়ছ ও ছাওরী (রহ.)-এর মত।

আয়িম্মায়ে আরবাআ ও উলামায়ে কিরাম এক জামাআতের মতে ই'তিকাফকারী স্বীয় ই'তিকাফস্থলে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রবেশ করা প্রথম সময়। তাহাদের পক্ষে আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ ইহা বিশ রমযানের ফজর নামায মর্ম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ দশকে ই'তিকাফ করার উদ্দেশ্যে প্রথম সময়ের পূর্বে স্বীয় ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাযের পর ই'তিকাফকারী হিসাবে নহে; বরং তাঁবুর অবস্থা ও কি কি প্রয়োজন তাহা পর্যবেক্ষণের জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বাহির হইয়া আসিয়া সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে যাইয়া সূর্যাস্তের পর মাগরিব নামায আদায় করিবার পর ই'তিকাফ স্থলে প্রবেশ করেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সবজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৯৮)

وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ (আর তিনি (মসজিদের অভ্যন্তরে) তাঁবু তৈরীর নির্দেশ দিলেন)। خباء শব্দটির خ বর্ণে যের ب বর্ণে মদসহ পঠিত। লোম বা পশম দিয়া তৈরী তাঁবু। ইহা চুল দিয়া হয় না। ইহা দুই কিংবা তিনটি খুঁটির উপর স্থাপন করা হয়। ইহার বহুবচন اخبية যেমন خمار (ওড়না)-এর বহুবচন اخمرة ব্যবহৃত হয়।

শারেহ নওয়াভী বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসল্লীগণের অসুবিধা না করিয়া ই'তিকাফকারী নিজের জন্য পৃথকভাবে মসজিদের কোন একটি স্থানে ই'তিকাফ সময়কালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া নেওয়া জায়িয আছে। তবে অন্যদের জন্য যাহাতে সংকীর্ণতা না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মসজিদের একপার্শ্বে নির্ধারণ করিবে, যাহাতে পূর্ণাঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও নির্জনতা লাভ হয়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৯৮)

آلْبِرَّ تُرِدْنَ (ইহা দ্বারা কি কোন নেকী হাসিল হইবে)? শায়খ আবূ বকর রাযী (রহ.) বলেন, আলোচ্য حديث الاخبية দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ১৯৮)

فَقُوِّضَ (উহা তুলিয়া ফেলা হইল)। قُوِّضَ শব্দটির ق বর্ণে পেশ و বর্ণে তাশদীদসহ যের এবং শেষে ض দ্বারা পঠিত। ইহা نقض (ভঙ্গ করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৯৯)

فِي الْعَشْرِ الأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ (শাওয়ালের প্রথম দশকে)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা কাযা হিসাবে আদায় করেন। আর ইবন ফুযায়ল (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে حتى اعتكف فى اخر العشر من شوال (এমনকি তিনি শাওয়াল মাসের শেষ দশকে উহা (কাযা) করিলেন)। এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, শাওয়ালের শেষ দশক সমাপ্তির পূর্বে আদায় করেন। উমদাতুলকারী গ্রন্থে আছে আল্লামা ইসমাঈলী (রহ.) বলেন, ইহা ঐ বিষয়ের দলীল যে, রোযা রাখা ব্যতীত ই'তিকাফ করা জায়িয। কেননা শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ঈদুল ফিতরের দিন। ইহাতে রোযা রাখা হারাম। আমরা জবাবে বলিব, ইহা দ্বারা রোযা না রাখিয়া ই'তিকাফ

করা জায়িয হওয়ার উপর দলীল হয় না। কেননা, শাওয়ালের দ্বিতীয় তারিখ হইতে ই'তিকাফ আরম্ভ করিলেও প্রথম দশকই হইবে।

আল্লামা তুরকিমানী (রহ.) বলেন, শাওয়ালের ৯ দিন ই'তিকাফ করাই দশ দিন ই'তিকাফ করার উপর প্রয়োগ হয়। যেমন সহীহায়ন গ্রন্থে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করিতেন। অথচ সকল বছর রমাযানের শেষ দশকে দশ দিন অবশিষ্ট থাকিত না; বরং কোন কোন মাসে ৯ দিন থাকিত। যেমন ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে صمنا مع النبى صلى الله عليه وسلم تسعا وعشرين اكثر مما صمنا ثلاثين (আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ৩০দিন অপেক্ষা ২৯ দিনে রোযা অধিক পালন করিয়াছি। -সুনানু আবূ দাউদ)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ১৯৯)

(২৬৭৬) وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ رضى الله عنهن أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الأَخْبِيَةَ لِلاِعْتِكَافِ.

(২৬৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন)আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমর বিন সাওয়াদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সালামা বিন শাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী আবূ মুআবিয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মানুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। আর ইবন উয়ায়না, আমর বিন হারিছ ও ইবন ইসহাক (রহ.)-এর বর্ণনায় আয়িশা (রাযিঃ), হাফসা (রাযিঃ) ও যয়নব (রাযিঃ) সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তাহারা ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে তাঁবু তৈরী করিয়াছিলেন।

بَاب الاِجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

অনুচ্ছেদ ঃ রমাযান মাসের শেষ দশকে (ইবাদতের জন্য) সচেষ্ট হওয়ার বিবরণ

(২৬৭৭) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ.

(২৬৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যখন রমাযানের শেষ দশক আরম্ভ হইত তখন হইতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা রাত্রি জাগ্রত থাকিতেন, নিজ পরিবারবর্গকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিতেন এবং তিনি নিজেও ইবাদতের জন্য জোর প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেন।

(২৬৭৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ سَمِعْتُ الأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْتَهِدُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِى غَيْرِهِ.

(২৬৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য এমন অধিক পরিমাণে সচেষ্ট থাকিতেন যাহা অন্য সময়ে থাকিতেন না।

بَاب صَوْمِ عَشْرِ ذِى الْحِجَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশকের রোযার বিবরণ

(২৬৭৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِى الْعَشْرِ قَطُّ.

(২৬৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আবূ কুরায়ব ও ইসহাক (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও (যুলহিজ্জা মাসের প্রথম) দশকে রোযা রাখিতে প্রত্যক্ষ করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا فِى الْعَشْرِ قَطُّ (আমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুলহিজ্জা মাসের প্রথম নয় দিনের মধ্যে রোযা রাখিতে দেখি নাই)। العشر (দশক) দ্বারা এখানে যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দিকের নয় দিন মর্ম। (যেমন, রমাযান ২৯শে হইলেও শেষের ৯ দিনকে দশক বলা হয়) উলামায়ে কিরাম বলেন, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ধারণা সৃষ্টি হয় যে, যুলহিজ্জা মাসের প্রথম ৯ দিনে রোযা রাখা মাকরূহ। অথচ উহা মাকরূহ নহে; বরং তাকীদসহ মুস্তাহাব। অধিকন্তু যুলহিজ্জা মাসের নবম তারিখ আরাফার দিনে (আরাফার ময়দানে উপস্থিত না থাকিলে) রোযা রাখার বিষয়টি সহীহ হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيها افضل منه فى هذه يعنى العشر الاوائل من ذى الحجة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নেক আমল করার জন্য যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিন হইতে উত্তম কোন দিন নাই)।

তিরমিযী শরীফে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে মরফু হিসাবে বর্ণিত আছে ما من ايام احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذى الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر لاسيما التاسع منها وهو يوم عرفة (হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশক (নয় দিন)-এর ইবাদত অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয় আর কোন ইবাদত নাই। উহার প্রতিটি দিনের রোযা এক বৎসরের রোযার

সমতুল্য। আর প্রত্যেক রাত্রির ইবাদত শবে কদরের ইবাদতের সমান, বিশেষ করিয়া ৯ম দিন, উহা হইতেছে আরাফার দিন)। অপর সহীহ হাদীছে বর্ণিত আছে আরাফার দিনের রোযা দুই বৎসরের (সগীরা গুনাহের) কাফ্ফারা হয়।

আলোচ্য হাদীছে যে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, যুলহিজ্জা মাসের প্রথম দশ দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রোযা রাখেন নাই। ইহার উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুলহিজ্জা মাসের প্রথম নয় দিনেও রোযা রাখিয়াছিলেন কিন্তু হযরত আয়িশা (রাযিঃ) সম্ভবতঃ উহা দেখেন নাই। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সকল দিন তাহার সহিত কাটান নাই; বরং অন্যান্য বিবিগণের ঘরেও কাটাইয়াছেন, আবার কখনও তিনি সফরে কাটাইয়াছেন। কাজেই হযরত আয়িশা (রাযিঃ) না দেখার দ্বারা বস্তুতঃভাবে তিনি রোযা না রাখা নিশ্চিত হয় না। অধিকন্তু সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ এই ব্যাখ্যার পক্ষপাত হয়। যেমন– هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصوم تسع ذى الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر اول اثنين من الشهر والخميس (হুনায়দা বিন খালেদ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় বিবি হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতক সহধর্মিণী হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা পালন করিতেন যুলহিজ্জা মাসের নয় তারিখে, আশুরার দিনে এবং প্রত্যেক চন্দ্র মাসের তিন দিন রোযা রাখিতেন যাহার প্রথম দিন সোমবার কিংবা বৃহস্পতিবার হয়। -আবূ দাউদ)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(শরহু নওয়াভী ১ঃ৩৭২, ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২০০)

(২৬৮০) وَحَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ.

(২৬৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন নাফি' আবদী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যুলহিজ্জা মাসের প্রথম) দশকে রোযা রাখিতেন না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحَجِّ

অধ্যায় ঃ হজ্জ

الحج শব্দটি আভিধানে দুইভাবে পঠিত। ح বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে مصدر -এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ (হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। -সূরা বাকারা ১৯৭)। ح বর্ণে যের দ্বারা পঠনে اسم -এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (আর এই ঘরের হজ্জ করা হইল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যেই লোকের সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌঁছার। -সূরা আলে ইমরান ৯৭)।

حج -এর আভিধানিক অর্থ ঃ 'শরহে ইহয়াউল উলূম' গ্রন্থে الحج শব্দের আভিধানিক অর্থ লিখিয়াছেন اَ لْقَصْدُ (ইচ্ছা করা)। কতক বিশেষজ্ঞ ইহাকে শর্ত যুক্ত করিয়া বলেন, اَلْقَصْدُ اِلٰى مُعَظَّمٍ (মর্যাদাবান বস্তুর ইচ্ছা করা)।

'নিহায়া' গ্রন্থকার الحج -এর অর্থ বর্ণনায় লিখেন القصد الى كل شئ (যে কোন বস্তু বা কাজের ইচ্ছা করা)। আর শরীআতে ইহাকে নির্দিষ্ট করিয়াছে يقصد البيت على وجه مخصوص (নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লাভে বায়তুল্লাহর ইচ্ছা করা)।

حج -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, শরীআতের পরিভাষায় حج হইতেছে القصد الى البيت الحرام باعمال مخصوصة (নির্দিষ্ট কিছু আমল সম্পাদনের নিয়্যতে বায়তুল্লাহ শরীফের সংকল্প করার নাম হজ্জ।)

তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার (রহ.) নিহায়া গ্রন্থের বরাতে লিখিয়াছেন الحج هو القصد الى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم بافعال مخصوصة فى زمان مخصوص (নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কতগুলি কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনার্থে বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারতের ইচ্ছা করাকে 'হজ্জ' বলে)।

'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাবগণের প্রদত্ত বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলির চাহিদা ইহাই যে, هو شرعا زيارة مكان مخصوص هو البيت الشريف فى زمان مخصوص وهو اشهر الحج بفعل مخصوص هو الطواف والسعى والوقوف محرما (শরীআতের পরিভাষায় হজ্জ হইতেছে নির্দিষ্ট সময়ে তথা হজ্জের মাসসমূহে নির্দিষ্ট কর্ম তথা ইহরাম অবস্থায় তাওয়াফ, সাঈ ও উকূফে আরাফা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান তথা বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২০১-২০২, তানযীমুল আশতাত ২ঃ৬৮)

হজ্জ কখন ফরয হয় ঃ

حج কোন সনে ফরয হয় এই বিষয়ে উলামায়ে কিরাম ও ঐতিহাসিকগণের মাঝে বিরাট মতানৈক্য রহিয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(১) মশহুর হইতেছে হিজরী ৬ষ্ঠ সনে হজ্জ ফরয হয়। আল্লামা রাফেয়ী (রহ.) স্বীয় 'কিতাবুস সিয়ার' গ্রন্থে ইহাকে সম্পূর্ণ নিশ্চিত বলিয়াছেন।

(২) কেহ বলেন, হিজরী ৫ম সনে হজ্জ ফরয হয়। ঐতিহাসিক আল্লামা ওয়াকিদী (রহ.) হযরত যিমাম বিন ছা'আলাবা (রাযিঃ)-এর সংশ্লিষ্ট হাদীছ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন হাবীব (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, হিজরী ৫ম সনে তাহার আগমন হইয়াছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক আল্লামা তুরতুশী (রহ.) বলেন, বর্ণিত আছে যে, যিমান বিন ছাআলাবা (রাযিঃ) হিজরী ৯ম সনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমন করিয়াছেন।

(৩) আল্লামা নওয়াভী (রহ.) স্বীয় 'আর-রওযাহ' গ্রন্থে বলেন, হিজরী ৯ম সনে হজ্জ ফরয হইয়াছে।

(৪) আল্লামা মাওয়ারদী (রহ.) স্বীয় 'আল-আহকামুস সুলতানিয়া' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন। যাহাকে আল্লামা কাযী ইয়ায, কুরতুবী (রহ.) সহীহ বলিয়াছেন। তিনি বলেন, সহীহ অভিমত হইল ৯ম হিজরীর শেষ দিকে হজ্জ ফরয হয়। আর যেই আয়াত দ্বারা হজ্জ ফরয হইয়াছে উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (আর এই ঘরের হজ্জ করা হইল মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রহিয়াছে এই পর্যন্ত পৌঁছার। -সূরা আলে ইমরান ৯৭)। এই (আয়াত) হিজরী ৯ম সনের শেষ দিকে عام الوفود -এ অবতীর্ণ হইয়াছে। হজ্জ ফরয হইবার পর উহা আদায় করিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছরের বেশী বিলম্ব করেন নাই। আর ইহা তাঁহার অবস্থা ও শানের উপযুক্ত বটে।

বলাবাহুল্য, যেই সকল মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিকগণ হিজরী ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম কিংবা নবম সনে হজ্জ ফরয হইয়াছে বলিয়া মনে করেন তাহাদের দলীল أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ্ পরিপূর্ণভাবে পালন কর। -সূরা বাকারা ১৯৬)।

তাহাদের দলীলের জবাব এই যে, এই আয়াতে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা নাই; বরং হজ্জ শুরু করিলে পূর্ণ করার কথা রহিয়াছে। কাজেই এই আয়াতে প্রাথমিকভাবে হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার কথা কোথায়? তবে এই সকল অভিমত দ্বারা বুঝা যায় ইসলামী শরীআতে হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বেও 'হজ্জ' ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বেও হজ্জ পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ফরয হিসাবে নহে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজ্জ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতবার হজ্জব্রত পালন করিয়াছেন এই বিষয়ে বিভিন্ন রিওয়ায়ত রহিয়াছে।

(১) হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে, ان النبى صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনটি হজ্জ পালন করেন। দুইটি হিজরতের পূর্বে এবং হিজরতের পর একটি হজ্জ ওমরাসহ আদায় করেন। -তিরমিযী)

(২) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে, حج صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر ثلاث حجج (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে তিনবার হজ্জব্রত পালন করেন। -ইবন মাজাহ, হাকিম)

(৩) আল্লামা ইবনুজ জাওযী (রহ.) বলেন, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক হজ্জ পালন করিয়াছেন, যাহার সঠিক সংখ্যা জানা নাই।

(৪) আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) বলেন, হিজরতের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছরই হজ্জব্রত পালন করিতেন।

(৫) হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে কখনও হজ্জব্রত পালন করা তরক করেন নাই। কেননা, জাহিলিয়্যাত যুগে কুরাইশগণ কোন বছরই হজ্জ তরক করিতেন না। তবে তাহাদের মধ্যে কেহ মক্কা মুকাররমার বাহিরে থাকিলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২০২)

হজ্জ তাৎক্ষণিক আদায় করা ওয়াজিব নাকি বিলম্বে আদায় করার অবকাশ আছে ঃ এই ব্যাপারে হানাফীগণের বিভিন্ন অভিমত আছে।

(১) ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) বলেন, হজ্জ তাৎক্ষণিক (على الفور) আদায় করা ওয়াজিব। কাজেই যেই ব্যক্তি প্রথম বৎসর হইতে বিলম্ব করে সে গুনাহগার হইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দুইটি অভিমতের অধিক সহীহ অভিমত। -(মুহীত ও খানিয়া)। 'কুদুরী' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইহা আমাদের মাশায়িখ-এর অভিমত।

(২) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, হজ্জ ফরয হওয়ার পর বিলম্বে আদায় করা জায়িয বটে, তবে শর্ত হইতেছে উহা যেন ছুটিয়া না যায়। যদি সে হজ্জ আদায় না করিয়া মৃত্যুবরণ করে তবে সে গুণাহগার হইবে।

(৩) 'শরহুল ইহইয়া' গ্রন্থে আছে, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম ছাওরী ও ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মতে, হজ্জ على التراخى (বিলম্বের অবকাশসহ) আদায় করা ওয়াজিব।

(৪) ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর মতে হজ্জ على الفور (তাৎক্ষণিক) আদায় করা ওয়াজিব। আল্লামা কারখী (রহ.) বলিতেন, ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এরও মাযহাব। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২০২)

بَابُ مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لَا يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ কিংবা ওমরার ইহরাম অবস্থায় কোন ধরণের পোশাক পরিধান করা জায়িয এবং কোন্ ধরণের পোশাক পরা না জায়িয এবং ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার বিবরণ

(২৬৮১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ".

(২৬৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহরিম ব্যক্তি কোন প্রকারের পোশাক পরিধান করিতে পারিবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মুহরিম ব্যক্তিরা জামা, পাগড়ী, পাজামা, টুপি ও মোজা পরিধান করিতে পারিবে না। তবে কোন ব্যক্তির স্যান্ডেলদ্বয়ের অভাবে মোজাদ্বয় পরিধান করিলে উহাকে পায়ের গিঠদ্বয়ের নীচের বরাবর কাটিয়া ফেলিতে হইবে। তোমরা এমন কাপড় পরিধান করিও না যাহা জাফরান কিংবা ওয়ারস-এর রং-এ রঙিন করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَلْبَسُوا (জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, মুহরিম ব্যক্তিরা .... পরিধান করিতে পারিবে না)। উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জবাবটি 'ইলমুল বাদী' (আরবী আলঙ্কার শাস্ত্র)-এর অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতভাবে বস্তুর আসল হইল জায়িয হওয়া। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন মুতাবিক উত্তর দিলে জবাব অনেক দীর্ঘায়িত হইত। ফলে অনেক শ্রোতামন্ডলী উহা দ্বারা উপকৃত হইত না। পক্ষান্তরে মুহরিম যাহা পরিধান করিতে পারিবে না তাহা নির্ধারিত। এই কারণে চমৎকার বাকপদ্ধতিতে জবাব দিলেন এই সকল বস্ত্র পরিধান করা জায়িয নাই। তাহা ছাড়া অন্যান্য সকল পরিধেয় সবই জায়িয। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২০৩)

لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ (মুহরিম ব্যক্তিরা জামা পরিধান করিবে না)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে মুহরিম ব্যক্তির জন্য জামা পরিধান করা হারাম বর্ণনা করিয়া সেই দিকে আলোকপাত করা হইয়াছে যে, শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপে সেলাইযুক্ত সকল কাপড়ই জামার অনুরূপ। যেমন পায়জামা, টুপি, পাগড়ী, আচকান, দস্তানা, মোজা ইত্যাদি পরিধান করাও নিষিদ্ধ। শারেহ নওয়াভী বলেন, মোজার মধ্যে সেই পোশাক অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে যাহা পদযুগল ঢাকিয়া ফেলে। মাথায় পট্টি বাঁধাও হারাম। যদি যখমের কারণে পট্টি বাঁধা জরুরী হয় তবে বাঁধিবে এবং ফেদিয়া দিবে। আর এই হুকুম পুরুষ মুহরিমদের জন্য প্রযোজ্য। মহিলাদের জন্য নহে। মহিলা মুহরিমগণ সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করিবে এবং মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিবে। মুখ ঢাকা হারাম। হাত মোজা পরা সম্পর্কে উলামাগণের মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দুই অভিমতের অধিক সহীহ মতে ইহাও হারাম। আল্লামা ইবন আবেদীন শামী (রহ.) বলেন, পুরুষদের জন্য হাত মোজা পরা হারাম। আর মহিলাদের জন্য না পরাই উত্তম। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২০৩-২০৪, নওয়াভী ১ঃ৩৭২)

مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ (যাফরান (কুসুম) এবং ওয়ারস (সুগন্ধি দ্রব্য)-এর দ্বারা রং করা কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ)। ورس শব্দটির و বর্ণে যবর, ر বর্ণে সাকিন এবং শেষে س দ্বারা পঠিত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, 'ওয়ারস' এক প্রকার সুগন্ধি ঘাস, যাহা ইয়ামন দেশের জামিনে চাষ হয়। ইয়ামন ব্যতীত অন্য দেশে ইহার চাষ হয় না। আল্লামা জাওহারী (রহ.) বলেন, ওয়ারস হইল হলুদ রংয়ের ঘাস যাহা ইয়ামন দেশে উৎপন্ন হয়। আল্লামা রাফিয়ী (রহ.) বলেন, 'ওয়ারস' সম্পর্কে বলা হয় যে, উহা ইয়ামন দেশের প্রসিদ্ধ সুগন্ধি। 'আল ফাতহ' গ্রন্থকার বলেন, ওয়ারস হইতেছে হলুদ রংয়ের সুগন্ধ জাতীয় ঘাস, যাহা দ্বারা কাপড় রঙ করা হয়। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, ওয়ারস আতর নহে। তবে ইহা দ্বারা সুগন্ধি এবং সুঘ্রাণ জাতীয় বস্তু হইতে পরহিয করার প্রতি মনোযোগী হইতে সতর্ক করা হইয়াছে। অতঃপর ইহা হইতে মাসয়ালা উদ্ভাবন করা হইয়াছে যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধ জাতীয় সকল বস্তু হারাম।

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, আমাদের আসহাব বলেন, যদি সেই কাপড় ধৌত করা হয় এবং খুশবু দূরীভূত হইয়া যায় তবে জায়িয। এই হুকুম মুহরিম পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। শারেহ নওয়াভী বলেন, সুগন্ধিজাতীয় দ্বারা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার্য বস্তু মর্ম। অন্যথায় ফলমূল যেমন, জামির (লেবু জাতীয় একপ্রকার ফল), আপেল ইত্যাদি সুগন্ধি ফল আহার করা হারাম নহে। কেননা ইহাতে সুগন্ধি লাভের উদ্দেশ্য নাই। মুহরিমের জন্য সুগন্ধি হারাম হওয়ার হিকমত হইতেছে, যাহাতে ইহরামকারীগণ পার্থিব সৌন্দর্য ও বিলাস ভোগ হইতে দূরে থাকিয়া সদাসর্বদা খুশু খুজুর সহিত আখিরাতের উদ্দেশ্য হাসিলে নিমগ্ন থাকিতে সক্ষম হন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২০৬, নওয়াভী ১ঃ৩৭২)

(২৬৮২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ "لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".

(২৬৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... সালিম (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মুহরিম ব্যক্তি কি পরিধান করিতে পারিবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা, পাগাড়ি, টুপি, পাজামা, ওয়ারস ও জাফরান দ্বারা রঙ করা কাপড় এবং মোজা পরিধান করিতে পারিবে না। তবে তাহার চপ্পল না থাকিলে সে পদযুগলের গিঠের নিম্নাংশ বরাবর মোজার উপরি অংশ কাটিয়া ফেলার পর উহা পরিধান করিতে পারিবে।

(২৬৮৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَقَالَ "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ".

(২৬৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম ব্যক্তিকে জাফরান কিংবা ওয়ারস দ্বারা রঙকৃত কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি আরও ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি চপ্পল পাইবে সে মোজা পরিধান করিতে পারিবে। কিন্তু পদযুগলের গিঠের নিম্নাংশ বরাবর মোজাদ্বয়ের উপরি অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

(২৬৮৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ". يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

(২৬৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবুর রবী' যাহরানী ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবা প্রদান অবস্থায় ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, মুহরিম ব্যক্তির লুঙ্গি না থাকিলে সে পাজামা পরিবে এবং তাহার স্যান্ডেল না থাকিলে সে মোজা পরিধান করিবে (তবে গিঠের নিম্নাংশ বরাবর কাটিয়া ফেলিতে হইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ (মুহরিম ব্যক্তির লুঙ্গি না থাকিলে সে পাজামা পরিবে)। আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, তাহাকে ফেদিয়া দিতে হইবে না। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি পাজামা পড়িতে পারিবে না। তবে যদি ছিন্ন করিয়া ফেলে। যদি কোন মুহরিম পাজামা ছিন্ন করা ব্যতীত পরিধান করে তাহা হইলে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। ইমাম

তহাভী (রহ.) 'আছার' গ্রন্থে লিখেন, লুঙ্গি না থাকিলে পায়জামা পরা জায়িয তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মোজা কর্তনের উপর কিয়াস করিয়া বলেন, পাজামাকে ছিন্ন করিয়া সেলাইবিহীন করা অত্যাবশ্যক নহে; বরং শরীরের অঙ্গের মাপ মুতাবিক না থাকিলেই হইবে। ইমাম শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ প্রশ্ন করেন যে, ইহা দ্বারা সম্পদ ধ্বংস করা হয় যাহা বর্জিত। ইহার জবাবে বলা হইবে যে, পায়জামা ছিন্ন করার দ্বারা সম্পদ ধ্বংস করা নহে; বরং মুহরিম ব্যক্তি পরার উপযোগী করা হয় মাত্র। তবে যদি পায়জামা ছিন্ন করিবার দ্বারা সতর না ঢাকা যায় তাহা হইলে ছিন্ন ব্যতীত পরিধান করা জায়িয আছে এবং ইহাই পরিধান করা ওয়াজিব। তবে তাহাকে ফিদিয়া আদায় করিতে হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২০৭)

(২৬৮৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

(২৬৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ গাস্সান রাবী (রহ.) তাহারা ... আমর বিন দীনার (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরাফাতের ময়দানে খুতবা দিতে শ্রবণ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি উক্ত রূপ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

(২৬৮৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ.

(২৬৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হাশরম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন হুজর (রহ.) তাহারা সকলেই আমর বিন দীনার (রহ.)-এর সূত্রে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী শু'বা (রহ.) ছাড়া তাহাদের কাহারও রিওয়ায়তে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে 'খুতবা দিয়াছেন' বাক্যটির উল্লেখ নাই।

(২৬৮৭) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ".

(২৬৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদুল্লাহ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই মুহরিম ব্যক্তির স্যান্ডেল নাই সে মোজা (গিঠের নীচ বরাবর কাঠিয়া) পরিধান করিবে। আর যাহার লুঙ্গি নাই সে পায়জামা পরিধান করিবে।

(২৬৮৮) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهَا خَلُوقٌ أَوْ قَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي قَالَ وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَقَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ قَالَ فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطِيطٌ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَغَطِيطِ الْبَكْرِ قَالَ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ "أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ".

(২৬৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রাযি.) হইতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি খালুক জাতীয় সুগন্ধিযুক্ত কিংবা তিনি (রাবী) বলেন, হলুদ রংকৃত জুব্বা পরিধান অবস্থায় আগমন করিয়া জি'রানা নামক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন, উমরা পালনের সময় আপনি আমাকে কি করিবার হুকুম দেন? রাবী বলেন, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইতেছিল এবং তিনি একটি কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত ছিলেন। ইয়ালা (রাযিঃ) বলিতেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় যদি আমি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইতাম তবে ভালো হইত। তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, ওহী অবতরণের মুহূর্তে তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া খুশী হইবে কি? ইয়ালা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর উমর (রাযিঃ) কাপড়ের এক কোণ উন্মুক্ত করিলেন এবং আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তাঁহার মুখ দিয়া উঠতি বয়সের উটের আওয়াযের ন্যায় আওয়ায বাহির হইতেছে। রাবী বলেন, যখন তাঁহার এই অবস্থা দূরীভূত হইয়া গেল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উমরা সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? তোমার দেহ হইতে হলুদ রং ধৌত করিয়া ফেল কিংবা (রাবীর সন্দেহ) ইরশাদ করেন, সুগন্ধির চিহ্ন ধৌত করিয়া ফেল। তোমার জুব্বা খুলিয়া ফেল। অতঃপর তুমি হজ্জের ইহরাম অবস্থায় যাহা করিতে, উমরার জন্য উহাই কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَوْ قَالَ أَثَرَ الْخَلُوقِ (কিংবা তিনি বলিয়াছেন সুগন্ধির চিহ্ন)। ইহরাম বাঁধিবার প্রাক্কালে সুগন্ধি মাখা এবং পরে উহা অবশিষ্ট থাকা জায়িয হওয়া না হওয়া সম্পর্কে আলিমগণের মতানৈক্য আছে।

(১) ইমাম মালিক ও ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান (রহ.) বলেন, ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা মাকরূহ।

(২) হযরত উমর, উছমান, ইবন উমর (রাযিঃ), উছমান বিন আবুল আস, আতা, যুহরী (রহ.) প্রমুখের মতে ইহরাম বাঁধিবার প্রাক্কালে হলুদ রং ও সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়িয নহে।

(৩) ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়িয; বরং মুস্তাহাব এবং ইহরামের পর উহা অবশিষ্ট থাকায় কোন ক্ষতি নাই। তবে মুহরিম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাঁহাদের দলীল সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى لحرمه حين احرم ولحله حين احل قبل ان يطوف البيت (আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহরাম বাঁধিবার প্রাক্কালে এবং ইহরাম খুলিবার পর পবিত্র

বায়তুল্লাহর তাওয়াফের (তাওয়াফে যিয়ারতের) পূর্বে তাঁহাকে সুগন্ধি মাখিয়া দিয়াছি। –হাদীছ নং ২৭১৫)। আর ২৭১৮ নং হাদীছে আছে بيدى بذريرة فى حجة الوداع (আমি বিদায় হজ্জের সময় নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জারীরা (একপ্রকার সুগন্ধি) মাখিয়া দিয়াছি)।

সহীহ বুখারী শরীফে আছে قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, ইহরাম বাঁধিবার প্রাক্কালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীরে সুগন্ধি মাখিয়া দিতাম এবং বায়তুল্লাহ তওয়াফের পূর্বে ইহরাম খুলিবার পরেও। –সহীহ বুখারী ২০৮ পৃষ্ঠা)

হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে আরও বর্ণিত আছে قال كانى انظر الى وبيض المسك فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم (তিনি বলেন, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিথিতে যে সুগন্ধি তেল চকচক করিতেছিল উহা যেন আমি আজও প্রত্যক্ষ করতেছি। –সহীহ বুখারী ২০৮ পৃ., সহীহ মুসলিম ২৭২৯নং হাদীছ)

প্রতিপক্ষের জবাবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছে যে ইহরাম বাঁধিবার পূর্বেই সুগন্ধির চিহ্ন ধৌত করিয়া দূর করিবার হুকুম দিয়াছেন উহা সুগন্ধির সহিত জাফরানের রং ছিল যাহা সর্বাবস্থায় পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষেধ। তাই উহা দূর করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন। অধিকন্তু ইয়ালা (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীছ জি'রানা নামক স্থানের ঘটনাটি ৮ম হিজরী সনে সংঘটিত হইয়াছিল আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ হুজ্জাতুল বিদার ঘটনা যাহা ১০ম হিজরী সনে সংঘটিত হইয়াছে। কাজেই সর্বশেষ নির্দেশই প্রাধান্য পাইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩:২০৮)

(২৬৮৯) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِى جُبَّةً وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ إِنِّى أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَىَّ هٰذَا وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِى حَجِّكَ". قَالَ أَنْزِعُ عَنِّى هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُ عَنِّى هٰذَا الْخَلُوقَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم "مَا كُنْتَ صَانِعًا فِى حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِى عُمْرَتِكَ"

(২৬৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... ইয়ালা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা নামক স্থানে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি আগমন করিল। আর আমি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। লোকটি খালুক জাতীয় সুগন্ধিযুক্ত একটি জুব্বা পরিহিত ছিল। সে আরয করিল, আমি উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছি এবং আমার পরিধানে এই জুব্বা রহিয়াছে এবং আমি খালুক জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহার করিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হজ্জের ইহরাম অবস্থায় কি করিতে? সে আরয করিল, আমি আমার এই পরিধেয় কাপড় খুলিয়া ফেলিতাম এবং নিজের দেহ হইতে এই সুগন্ধি ধৌত করিয়া ফেলিতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন। তুমি হজ্জের ইহরাম অবস্থায় যাহা করিতে উমরার জন্য উহাই কর।

(২৬৯০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ فَجَاءَهُ الْوَحْىُ فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ تَعَالَ. فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ "أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا". فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ".

(২৬৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আলী বিন খাশরাম (রহ.) তাহারা ... ইয়ালা (রাযিঃ) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)কে বলিতেন, আহ্‌! আমি যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই অবস্থায় দেখিতাম যখন তাঁহার উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জি'রানা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন এবং একটি কাপড়ের সাহায্যে তাঁহার উপর ছায়া প্রদান করা হইয়াছিল। তাঁহার সহিত তাঁহার কিছু সাহাবীও ছিলেন যাঁহাদের মধ্যে হযরত উমর (রাযিঃ)ও ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি সুগন্ধিযুক্ত জুব্বা পরিহিত অবস্থায় তাঁহার নিকট আগমন করিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এক ব্যক্তি জুব্বায় সুগন্ধি মাখিয়া উহা পরিধানরত অবস্থায় উমরার ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছে। তাহার সম্পর্কে বিধান কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিলেন, অতঃপর নীরব রহিলেন, এমন সময় তাঁহার প্রতি ওহী আসিল। হযরত উমর (রাযিঃ) হাতের ইশারায় ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)কে বলিলেন, এইদিকে আস! তখন ইয়ালা (রাযিঃ) আসিয়া নিজের মাথা (কাপড়ের নীচে) প্রবেশ করাইয়া দিলেন (এবং প্রত্যক্ষ করিলেন) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মুবারক লাল বর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং নাক-ডাকার শব্দ বাহির হইতেছে। অতঃপর এই অবস্থা দূরীভূত হইল এবং তিনি ইরশাদ করিলেন, এইমাত্র যেই ব্যক্তি উমরা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে কোথায়? লোকটিকে অনুসন্ধান করতঃ বাহির করিয়া তাহার সামনে হাযির করা হইল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার শরীরে যেই সুগন্ধি লাগানো আছে উহা তিনবার ধৌত করিয়া ফেল এবং জুব্বা খুলিয়া ফেল। অতঃপর যেই পদ্ধতিতে তুমি হজ্জ ইহরামের সময় থাকিতে সেই পদ্ধতিতে উমরা পালন কর।

(২৬৯১) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ قَدْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ وَرَأْسَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى. فَقَالَ "انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ".

(২৬৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উকবা বিন মুকরাম আম্মী ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... ইয়ালা বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করিল। তখন তিনি জি'রানা নামক স্থানে ছিলেন। লোকটি উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিল। তাহার দাড়ি ও মাথার চুল হলুদ রং-এ রঞ্জিত ছিল এবং তাহার পরনে ছিল একটি জুব্বা। সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উমরা করিবার জন্য ইহরাম বাঁধিয়াছি এবং আমি কি অবস্থায় আছি আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি জুব্বা খুলিয়া ফেল এবং হলুদ রং ধৌত করিয়া ফেল। আর তুমি যেই নিয়মে হজ্জব্রত পালন করিতে সেই নিয়মে উমরা পালন কর।

(২৬৯২) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةٌ بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَفْعَلُ فَسَكَتَ عَنْهُ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ يُظِلُّهُ فَقُلْتُ لِعُمَرَ رضى الله عنه إِنِّي أُحِبُّ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ. فَلَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ خَمَّرَهُ عُمَرُ رضى الله عنه بِالثَّوْبِ فَجِئْتُهُ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ "أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ". فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ "انْزِعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ الَّذِي بِكَ وَافْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجِّكَ".

(২৬৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... ইয়ালা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম, এমতাবস্থায় তাঁহার কাছে এক ব্যক্তি জুব্বা পরিহিত অবস্থায় হাযির হইল। উহাতে খালুক জাতীয় সুগন্ধি লাগানো ছিল। সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছি, এখন আমাকে কি করিতে হইবে? তিনি তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া নীরব রহিলেন। যখন তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল হইতে আরম্ভ করিল তখন উমর (রাযিঃ) তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিবার উদ্দেশ্যে এক খন্ড কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। তখন আমি (ইয়ালা রাযি.) হযরত উমর (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, তাঁহার প্রতি যখন ওহী নাযিল হয় তখন আমি তাহার সহিত কাপড়ের অভ্যন্তরে আমার মাথা রাখিতে চাই। ওহী যখন নাযিল হইল তখন উমর (রাযিঃ) তাঁহাকে এক খন্ড কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেন। আমি তাঁহার কাছে গিয়া কাপড়ের অভ্যন্তরে আমার মাথা প্রবেশ করাইয়া দিলাম এবং তাঁহার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিলাম। অতঃপর এই অবস্থা দূরীভূত হইলে তিনি ইরশাদ করিলেন, এই মাত্র যেই ব্যক্তি আমার নিকট উমরা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল সে কোথায়? তখন লোকটি তাঁহার সামনে দন্ডায়মান হইল। তিনি ইরশাদ করিবেন, তোমার পরিধেয় জুব্বাটি খুলিয়া ফেল এবং (শরীর ও কাপড়ের) সুগন্ধি ধৌত করিয়া ফেল। অতঃপর যেই নিয়মে হজ্জব্রত পালন করিতে সেই নিয়মে উমরা পালন কর।

باب مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ ও উমরার মীকাতসমূহের বিবরণ

(২৬৯৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. قَالَ "فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا".

(২৬৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, খালফ বিন হিশাম, আবূ রবী' ও কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... হযরত আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধিবার স্থান (মীকাত) নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। মদীনাবাসীগণের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল-মানাযিল ও ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম। তিনি আরো বলেন, উল্লিখিত স্থানসমূহ হজ্জ ও উমরার নিয়্যাতকারী সেই অঞ্চলের অধিবাসী এবং ঐ সীমারেখা দিয়া অতিক্রমকারী অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ইহরাম বাঁধিবার স্থান এবং মীকাতের ভিতরে অবস্থানরত লোকেরা নিজ বাড়ী হইতে ইহরাম বাঁধিবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা মুকাররমা হইতেই (হজ্জের) ইহরাম বাঁধিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম বাঁধিবার স্থান নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন)। وَقَّتَ অর্থাৎ حَدَّدَ (সীমাবদ্ধ করা, নির্দিষ্ট করা, নির্ধারণ করা)। মূলত توقيت হইতেছে কোন বস্তুর জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। অতঃপর ইহা নির্দিষ্ট স্থানের অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, এই স্থানে وقت দ্বারা মর্ম ইহরাম বাঁধিবার জন্য নির্ধারিত স্থান। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, وَقَّتَ অর্থাৎ حَدَّدَ হইলেও কখনও ইহা اوجب (ওয়াজিব করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। -সূরা নিসা-১০৪)

আর শরীআতের পরিভাষায় ميقات (মীকাত) এমন স্থানকে বলা হয় যেই স্থান হইতে মানুষ হজ্জ কিংবা উমরা পালনের জন্য ইহরাম বাঁধে এবং ইহরাম ব্যতীত এই স্থান অতিক্রম করা বৈধ নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১০ ও অন্যান্য)

ذَا الْحُلَيْفَةِ (যুল হুলায়ফা)। ذَا الْحُلَيْفَةِ শব্দের ح বর্ণে পেশ এবং ى বর্ণে সাকিনসহ حلفة-এর তাসগীর। حلفة (ح বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে) পানিতে উদগত এক প্রকার উদ্ভিদের নাম। (দররুল মুখতার)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রসিদ্ধ একটি স্থানের নাম যুল-হুলায়ফা। উহা মক্কা মুকাররমা হইতে ৪৫০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। শারেহ নওয়াভী বলেন, মদীনা মুনাওয়ারার ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে যুল হুলায়ফা। ইহা মদীনাবাসী এবং এই পথে আগত লোকদের মীকাত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১০ ও অন্যান্য)

الْجُحْفَةَ (জুহ্ফা) শব্দটি ج বর্ণে পেশ এবং ح বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। মক্কা মুকাররমা হইতে ১৮৭ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি বিরান গ্রাম। ইহা সিরিয়াবাসী ও এই পথে আগমনকারীগণের মীকাত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১০)

لِأَهْلِ نَجْدٍ (নজদের অধিবাসীদের জন্য ...)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রত্যেক উঁচু ভূমিকে নজদ বলে। ইহা দশটি স্থনের নাম এবং এই স্থানে الارض الاريضة মর্ম যাহা তিহামা ও ইয়ামানের উচ্চে এবং সিরিয়া ও ইরাকের নিম্নাঞ্চলে অবস্থিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১০ ও অন্যান্য)

قَرْنَ (কারণ)। শারেহ নওয়াভী বলেন, অধিকাংশ নুসখায় ن -এর পর الف বিহীন পঠিত। কতক নুসখায় ن -এর পর الف সহ পঠিত। ইহাই উত্তম। কেননা, ইহা একটি জায়গা এবং পাহাড়ের নাম। ইহাকে 'কারনুল মানাযিল'ও বলা হয়। ইহা নজদের অধিবাসী ও এই পথে আগমনকারীগণের মীকাত। ইহা মক্কা মুকাররমা হইতে ৯৪ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে অবস্থিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১০ ও অন্যান্য)

وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ (ইয়ামানবাসীদের জন্য ...)। ইহা দ্বারা মর্ম (আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ) ইয়ামানবাসীদের কিছু যাহারা তিহামা নামক স্থানে বসবাস করেন। কেননা, ইয়ামান নজদ এবং তিহামাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর পূর্ববর্তী ولاهل نجد এর মধ্যে ব্যাপকভাবে نجد حجاز এবং نجد يمن উভয়টি অন্তর্ভুক্ত করে। (মাওয়াহিবুল লতীফা)-(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১১ ও অন্যান্য)

يَلَمْلَمَ (ইয়ালামলাম) يَلَمْلَمَ শব্দটি ي এবং ل বর্ণে যবর م বর্ণে সাকিন অতঃপর যবর বিশিষ্ট ل এর পর م বর্ণ দ্বারা পঠিত। ইহা মক্কা মুকাররমা হইতে ৫৪ কিরোমিটার দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান। ইহাকে الملم (আলামলাম) همزة দ্বারা পড়া হইত এবং ইহাই আসল। অতঃপর তাহাদের ব্যবহারে ي দ্বারা পঠন সহজ বিধায় يلملم পড়েন। 'রদ্দুল মুখতার' গ্রন্থে আছে, তিহামার একটি প্রসিদ্ধ পাহাড়ের নাম ইয়ালামলাম। ইহা ইয়ামানবাসী ও এই পথে আগমনকারী (বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ)-এর মীকাত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১১)

فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ (মীকাতের ভিতরে অবস্থানকারী লোকেরা নিজ বাড়ী হইতে ইহরাম বাঁধিবে)। অর্থাৎ যাহারা মীকাত এবং মক্কা মুকাররমার মধ্যবর্তী স্থানে বসবাস করেন তাহাদের মীকাত হইতেছে নিজেদের বাসস্থান। নিজ গৃহ হইতেই তাহারা ইহরাম বাঁধিবেন। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৭৪-৩৭৫)

حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا (এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা মুকাররমা হইতেই ইহরাম বাঁধিবে)। শারেহ নওয়াভী বলেন, উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে পবিত্র মক্কাবাসী এবং উহাতে অবস্থানকারী লোকগণের কেহ হজ্জের ইহরাম বাঁধিবার ইচ্ছা করিলে তিনি মক্কা মুকাররমা হইতেই ইহরাম বাঁধিবেন। কোন্ স্থানে ইহরাম বাঁধা উত্তম এই বিষয়ে দুইটি অভিমত রহিয়াছে। অধিক সহীহ অভিমত হইতেছে (ক) নিজের গৃহ হইতে (খ) মসজিদে হারামের মীযাবের নীচ হইতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। আর ইহা সবই মক্কীগণের হজ্জের ইহরামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আলোচ্য হাদীছেও কেবল হজ্জের ইহরামের বিধান বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই মক্কীগণের উমরার ইহরামের জন্য মীকাত হইতেছে হিল্ল (হারমের বাহির)-এর নিকটবর্তী স্থান। তাহারা হিল্ল-এর যেই স্থান নিকটবর্তী হয় তথা হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিবেন। যেমন আগত হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে তানঈম হইতে ছুটিয়া যাওয়া উমরার ইহরাম বাঁধিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলেন। 'তানঈম' হারম শরীফের পার্শ্বে হিল্ল-এ অবস্থিত। -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৭৪-৩৭৫)

(২৬৯৪) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ. وَقَالَ

"هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ".

(২৬৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীগণের জন্য যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহ্ফা, নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল ও ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম মীকাত নির্ধারণ করিয়াছেন। তিনি আরও ইরশাদ করেন, উক্ত মীকাতসমূহ হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী সেই স্থানের অধিবাসীদের জন্য এবং অন্য যে কোন অঞ্চলের লোক ঐ সীমা অতিক্রম করিবে তাহাদের জন্যও। ইহা ছাড়াও যাহারা মীকাতের ভিতরের অধিবাসী তাহারা যেই স্থান হইতে সফর আরম্ভ করিবে সেই স্থানেই ইহরাম বাঁধিবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা হইতেই (ইহরাম বাঁধবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَرْنَ الْمَنَازِلِ (কারনুল মানাযিল)। المنازل শব্দটি منزل এর বহুবচন হিসাবে ব্যবহৃত। ইহা একটি স্থানের নাম। ইহাকে اضافت ব্যতীত قرن (কারন)ও বলা হয়। যেমন পূর্ববর্তী হাদীছে ইহার তাহকীক আলোচিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৩)

(২৬৯৫) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".

(২৬৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইহরাম বাঁধিবে মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা হইতে। সিরিয়াবাসীরা জুহ্ফা হইতে এবং নাজদবাসীরা কারন হইতে। রাবী আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করিয়াছেন, ইয়ামানবাসীরা ইয়ালামলাম হইতে ইহরাম বাঁধিবে।

(২৬৯৬) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ "وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ".

(২৬৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, মদীনাবাসীগণের মীকাত (ইহরাম বাঁধিবার স্থান) হইল যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত মাহইয়া'আ যাহার অপর নাম জুহ্ফা এবং নাজদবাসীদের মীকাত হইল কারন। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি শ্রবণ করি নাই, তবে লোকেরা বলে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ ইয়ামানবাসীদের মীকাত হইল ইয়ালামলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (মদীনাবাসীগণের ইহরাম বাঁধিবার স্থান তথা মীকাত ...)। مهل শব্দটি م বর্ণে পেশ ه বর্ণে যবর এবং ل বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহরাম বাঁধার স্থান তথা মীকাত। মূলতঃ ইহার অর্থ উচ্চস্বর। কেননা, তাহারা ইহরাম বাঁধিবার সময় উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। অতঃপর ইহা ইহরাম অর্থে ব্যবহৃত হইতে থাকে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৩)

(২৬৯৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".

(২৬৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও আলী বিন হুজর (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীগণকে যুলহুলায়ফা হইতে, সিরিয়াবাসীদেরকে জুহ্ফা হইতে এবং নাজদবাসীদেরকে কার্ন হইতে ইহরাম বাঁধিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, আমাকে জানানো হইয়াছে যে, তিনি আরও বলিয়াছেন, ইয়ামানবাসীরা ইয়ালামলাম হইতে ইহরাম বাঁধিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الخ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনাবাসীগণকে যুলহুলায়ফা হইতে ইহরাম বাধিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন)। প্রকাশ্য যে, এই নির্দেশটি ওয়াজিব মূলক। আর পূর্ববর্তী হাদীছের শব্দ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ (ইহরাম বাঁধিবে মদীনাবাসীগণ ...) خبر হইলেও امر এর অর্থে ব্যবহৃত। শুধু তাকীদের উদ্দেশ্যে امر কে خبر শব্দ দ্বারা ব্যবহার করা হয়। আর امر (নির্দেশ)-এর তাকীদ ওয়াজিব হয়। যেমন পূর্ববর্তী (২৬৯৩নং) হাদীছে وقت শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। توقيت এর ফায়দা হইতেছে ইহা হইতে বিলম্বে ইহরাম বাঁধা নিষেধ। তবে ইহার পূর্বে ইহরাম বাঁধা সর্বসম্মত মতে জায়িয।

হজ্জ ও উমরার নিয়্যতকারী কোন ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করিলে গুনাহগার হইবে কি না এই ব্যাপারে আলিমগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। জমহুরে উলামা বলেন, সে গুনাহগার হইবে এবং তাহার উপর দম দেওয়া ওয়াজিব। দম ওয়াজিব হইবার দলীল অন্য হাদীছ এবং ওয়াজিব তরক করিবার জন্য গুনাহগার হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৪)

(২৬৯৮) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أُرَاهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.

(২৬৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... আবূ যুবায়র (রহ.) বর্ণিত যে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে ইহরাম বাঁধিবার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তখন ইবন যুবায়র (রহ.) বলেন, আমি (জাবির রাযিঃ হইতে) শ্রবণ

করিয়াছি– অতঃপর শেষ পর্যন্ত (মাওকুফ হাদীছ হিসাবে) বর্ণনা করেন। রাবী আবূ যুবায়র আরও বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি (জাবির রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি তথা মারফূ হিসাবে হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ان ابا الزبير قال سمعت جابرا ثم انتهى এই বাক্যের অর্থ হইতেছে فَقَالَ سَمِعْتُ ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ أُرَاهُ ای وقف عن رفع الحديث الى النبى صلى الله عليه وسلم (আবূ যুবায়র (রহ.) বলেন, আমি জাবির (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছি, অতঃপর মরফূ হিসাবে বর্ণনা না করিয়া মাওকূফ হাদীছ হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবূ যুবায়র (রহ.) বলেন, اراه (আমার ধারণা)। اراه শব্দটি همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত অর্থাৎ اظنه رفع الحديث (আমি ইহাকে মারফূ হাদীছ বলিয়া ধারণা করি)। অর্থাৎ হযরত জাবির (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। -(ঐ)

(২৬৯৯) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".

(২৬৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... সালিম (রহ.)-এর পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা হইতে, সিরিয়াবাসীরা জুহ্ফা হইতে এবং নাজদবাসীরা কার্ন হইতে ইহরাম বাঁধিবে। ইবন উমর (রাযিঃ) আরও বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সরাসরি শ্রবণ করি নাই, তবে আমাকে জানানো হইয়াছে যে, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, ইয়ামানবাসীরা ইয়ালামলাম হইতে ইহরাম বাঁধিবে।

(২৭০০) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ سَمِعْتُ أَحْسِبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الْجُحْفَةُ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".

(২৭০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... আবূ যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণিত যে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে ইহরাম বাঁধিবার স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তখন তিনি উহা শ্রবণ করিয়াছেন। অতঃপর আবূ যুবায়র (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় আমি হযরত জাবির (রাযিঃ)কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। জবাবে বলেন, মদীনাবাসীগণের ইহরাম বাঁধিবার স্থান যুল-হুলায়ফা, তবে অন্য রাস্তায় জুহ্ফা। ইরাকীদের ইহরাম বাঁধিবার স্থান হইল যাতু ইরক, নাজদবাসীদের ইহরাম বাঁধিবার স্থান কার্ন এবং ইয়ামনবাসীদের ইহরাম বাঁধিবার স্থান ইয়ালামলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ (যাতু ইরক হইতে (ইহরাম বাঁধিবে))। عرق শব্দটির ع বর্ণে যের ر বর্ণে সাকিন এবং শেষে ق দ্বারা পঠিত। স্থানটিকে এই নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, তথায় ইরক নামক ছোট

একটি পাহাড় রহিয়াছে। ইহা জলাভূমি এবং প্রচুর ঝাউগাছ উদগত হয়। মক্কা মুকাররমা ও যাতু ইরক-এর মধ্যেকার দূরত্ব দুই মানযিল তথা ৪২ মাইল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৪)

باب التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ তালবিয়া ও উহার সময়-এর বিবরণ

(২৭০১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ". قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

(২৭০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়া ছিল এই لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির আপনার কোন শরীক নাই। আমি হাযির। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা ও নি'আমত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই। আপনার কোন অংশীদার নাই)।

রাবী নাফি' (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) নিজের পক্ষ হইতে তালবিয়ার সহিত আরও যোগ করিতেন। "আমি হাযির, আমি হাযির। সৌভাগ্য আপনার পক্ষ হইতে। সমস্ত কল্যাণ আপনার কুদরতী হাতেই। আমি আপনার খেদমতে হাযির, সকল আকর্ষণ আপনার প্রতি এবং সকল আমল আপনার জন্যই"।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়া এই-) تلبية শব্দটি لبى শব্দের مصدر (ক্রিয়ামূল) অর্থাৎ قال لبيك (তিনি হাযির বলিলেন)। ইহার عامل (কার্যকরণ) কেবল مضمر-ই হইয়া থাকে। لبى শব্দটি মূলতঃ فعلل-এর ওযনে لبب ছিল। তিনটি ب ক্রমানুসারে পড়া দুরূহ হইবার কারণে তৃতীয় ب কে ي দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব হরফে যবর থাকার কারণে ي কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হইয়াছে।

لَبَّيْكَ শব্দটি একবচন না কি দ্বিবচন এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য আছে। আরবী ব্যাকরণবিদ সিবওয়াই (রহ.) বলেন, لبيك শব্দটি দ্বিবচন। তবে দুইটি فرد (একক) অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেয় এমন হাকীকী দুই বচন নহে; বরং ইহা দ্বারা অধিক সংখ্যা মর্ম এবং একবারের পর আরেকবার প্রত্যাবর্তন করা। আল্লামা ইউনুস (রহ.) বলেন, لَبَّيْكَ শব্দটি একবচন এবং ي বর্ণটি عليك - لديك এবং اليك-এর ى-এর অনুরূপ অর্থাৎ সর্বনাম সংযোগ হইবার কারণে ي দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে।

لَبَّيْكَ শব্দটি অর্থ নির্ণয়েও মতানৈক্য হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, اجابة بعد اجابة (জবাবের পর জবাব দেওয়া) কিংবা اجابة لازمة (যথোচিত সাড়া দেওয়া)। আর কেহ বলেন, لَبَّيْكَ এর অর্থ হইতেছে انا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة (আমি আপনার আনুগত্যে অবস্থানকারী দন্ডায়মানের পর দন্ডায়মান)। ইহা ছাড়া আরও অর্থ বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, প্রথম অর্থই অধিক স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ। কেননা, মুহরিম ব্যক্তি বায়তুল্লাহর হজ্জে উপস্থিতির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়াদানকারী। এই কারণে কাহাকেও ডাক দেওয়া হইলে জবাবে لَبَّيْكَ (আমি হাযির) বলিলে তখন বলা হয় সে জবাব দিয়াছে।

আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, আহলে ইলমের এক জামাআত বলেন, تلبية এর অর্থ হইতেছে اجابة دعوة ابراهيم حين اذن فى الناس بالحج (হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দাওয়াতের সাড়া দেওয়া, যখন তিনি লোকদেরকে হজ্জের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন)।

আহমদ বিন মুনী' (রহ.) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে এবং আবূ হাতিম (রহ.) কাবূস বিন আবূ যুবইয়ান (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, قال لما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له اذن فى الناس بالحج قال رب وما يبلغ صوتى قال اذن وعلىّ البلاغ قال فنادى ابراهيم يايها الناس كتب عليكم الحج الى البيت العتيق فسمعه من بين السماء والارض افلا ترون ان الناس يجيئون من اقصى الارض يلبون "(আবূ যুবইয়ান (রহ.) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন বায়তুল্লাহ নির্মাণ সমাপ্তি করিলেন তখন তাঁহাকে বলা হইল "মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্য ঘোষণা প্রচার কর। তিনি বলিলেন, হে আমার পালনকর্তা! আমার আওয়ায পৌঁছিবে কিভাবে? তিনি ইরশাদ করিলেন, ঘোষণা প্রচার কর, পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপর। রাবী বলেন, তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ঘোষণা করিলেন, হে লোক সকল! তোমাদের উপর পবিত্র কা'বা ঘরের হজ্জ ফরয করা হইয়াছে। আসমান-যমীনের সবাই উহা শ্রবণ করিয়াছিল। তোমরা কি প্রত্যক্ষ কর না যে, পৃথিবী দূরবর্তী স্থান হইতে লোকেরা তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় (বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে) আগমন করিতেছেন)"।

ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে, তিনি আতা (রহ.) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, ইহাতে রহিয়াছে যে, فاجابوه بالتلبية فى اصلاب الرجال وارحام النساء و اول من اجابة اهل اليمن فليس حاج يحج من يومئذ الى تقوم الساعة الا من كان اجاب ابراهيم يومئذ (তখন পুরুষদের পিঠে এবং মহিলাদের জরায়ুতে থাকা অবস্থায়ও লোকেরা তালবিয়া পাঠের মাধ্যমে তাঁহার ঘোষণায় সাড়া দিয়াছিলেন। যাহারা প্রথমে সাড়া দিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ইয়ামানবাসীগণ অন্যতম। কাজেই সেই দিন হইতে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হইবে তাহাদের সকলেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সেই দিনকার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৫)

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (আমি হাযির, আপনার সহিত কেহ শরীক নাই)। اللَّهُمَّ এর পর لَبَّيْكَ শব্দটি দুইবার প্রমাণিত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৫)

وَالنِّعْمَةَ لَكَ (এবং নি'আমত আপনার)। النِّعْمَةَ শব্দের শেষ অক্ষর যবর দ্বারা পঠনই প্রসিদ্ধ। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন مبتدا (উদ্দেশ্য) হিসাবে পেশ দ্বারা পঠনও জায়িয। তখন خبر (বিধেয়) উহ্য হইবে। উহ্য বাক্যটি এইরূপ ان الحمد لك والنعمة مستقرة لك (নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা আপনার জন্য এবং নি'আমত আপনার জন্য স্থিরকৃত) হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৬)

لَا شَرِيكَ لَكَ (আপনার কোন শরীক নাই)। তালবিয়া পাঠকারী ইহার উপর ওয়াকফ করিবে। লুবাব ও শরহে লুবাব গ্রন্থকার বলেন, মুস্তাহাব হইতেছে যে, প্রথমে তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করিবে। অতঃপর উহা নিম্নস্বরে পাঠ করিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করিবে। অতঃপর মাছুরা হইতে কোন দু'আ দ্বারা দুআ করিবে। যেমন اللهم انى اسألك رضاك والجنة واعوذبك من غضبك والنار (হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আবেদন করিতেছি এবং আপনার ক্রোধ ও জাহান্নাম হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি)। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম মজলিসে একাধিকবার তলবিয়া পাঠ করা সুন্নত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৬)

(২৭০২) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ". قَالُوا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ رضى الله عنه يَزِيدُ مَعَ هَذَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

(২৭০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রী যখন তাঁহাকে নিয়া যুলহুলায়ফার মসজিদের নিকট সোজা হইয়া দাঁড়াইত তখন তিনি তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন। তিনি বলিতেন لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيكَ لَكَ (আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নাই। আমি হাযির, নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা ও নি'আমত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই। আপনার কোন শরীক নাই)। সাহাবাগণ বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলিতেন, ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়া। রাবী নাফি (রহ.) বলেন, আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আরও কতখানি যোগ করিয়া পাঠ করিতেন لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। সমস্ত কল্যাণ আপনার কুদরতী হাতে। আমি হাযির, সমস্ত আকর্ষণ আপনার প্রতি এবং সকল আমল আপনারই জন্য)।

(২৭০৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.

(২৭০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মুখে তালবিয়া শিখিয়াছি। অতঃপর তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(২৭০৪) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُولُ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ". لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ. وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه

يُهِلُّ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

(২৭০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার কোন শরীক নাই। আমি হাযির, নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা ও নি'আমত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই। আপনার কোন শরীক নাই)। তিনি এই পদসমূহের সহিত আর কোন কথা যোগ করিতেন না। তবে আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলিতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় দুই রাকাআত নামায আদায় করিতেন। অতঃপর যখন তাঁহার উষ্ট্রী তাঁহাকে নিয়া যুল-হুলায়ফার মসজিদের সামনে দন্ডায়মান হইত তখন তিনি উপরিউক্ত পদসমূহে তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন। আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) আরও বলিতেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই তালবিয়া পাঠ করিতেন এবং বলিতেন لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ (আমি আপনার দরবারে হাযির হইয়াছি। হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির, আপনার খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। সমস্ত কল্যাণ আপনার কুদরতী হাতে। আমি হাযির, সমস্ত আকর্ষণ আপনার প্রতি এবং সকল আমল আপনার জন্য)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ يُهِلُّ مُلَبِّدًا (মাথার চুল জমাট করা অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করিতে ...)। مُلَبِّدًا শব্দটির ب বর্ণে যের বা যবর দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ তাঁহার চুল আঠা কিংবা মেহদী কিংবা খিতমী (একপ্রকার উদ্ভিদ যাহা ঔষধসমূহে কাজে লাগে) দ্বারা জমাটবদ্ধ ছিল। ইহা সম্ভবতঃ ওযরের কারণে ছিল। ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে জায়িয। আমাদের (হানাফীদের) মতে একটি দম ওয়াজিব হইবে যদি জমাটবদ্ধ করার বস্তুটিতে সুগন্ধি না থাকে। কেননা, ইহা মাথা আচ্ছাদন করার অন্তর্ভুক্ত। আর যদি মাথার চুল জমাটবদ্ধ করার বস্তুটিতে সুগন্ধি থাকে তাহা হইলে দুইটি দম ওয়াজিব হইবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৭)

(২৭০৫) وَحَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ". فَيَقُولُونَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ.

(২৭০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আব্বাস বিন আবদুল আযীম আম্বারী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মুশরিকরা বলিত, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ (আমি আপনার নিকট হাযির হইয়াছি। হে আল্লাহ! আপনার কোন শরীক নাই)। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিতেন তোমাদের ক্ষতি হউক, তোমরা এই স্থানে সমাপ্ত করিতে, তোমরা এই স্থানে সমাপ্ত করিতে (এবং সামনের শব্দগুলি বৃদ্ধি না করিতে) কিন্তু তাহারা (উহার সহিত) আরও বলিত إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ (হে আল্লাহ! আপনার আরও একজন শরীক আছে, আপনিই যাহার মালিক এবং সে কিছুরই মালিক নহে)। সারকথা তাহারা এই কথা বলিত আর বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করিত।

بَابُ أَمْرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِالإِحْرَامِ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মদীনাবাসীগণকে যুল-হুলায়ফার মসজিদ হইতে ইহরাম বাঁধিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে

(২৭০৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رضى الله عنه يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هٰذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِي ذَا الْحُلَيْفَةِ.

(২৭০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে, তিনি স্বীয় পিতা আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, তোমাদের এই বায়দা নামক স্থান সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করিয়া ভুল বর্ণনা করিয়া থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র যুল-হুলায়ফা মসজিদের কাছেই ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন।

(২৭০৭) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما إِذَا قِيلَ لَهُ الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ.

(২৭০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... সালিম (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে যখন বলা হইল, বায়দা নামক স্থানে ইহরাম বাঁধিতে হইবে। তখন তিনি বলিলেন, এই বায়দা নামক স্থান সম্পর্কে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করতঃ ভুল বর্ণনা করিয়া থাক। বস্তুতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গাছের নিকট তথা যেই স্থান হইতে তাঁহার উট তাঁহাকে নিয়া রওয়ানা হইত সেই স্থানে (যুলহুলায়ফায়) ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ (সেই গাছের নিকট তথা যেই স্থান হইতে তাহার উট তাঁহাকে নিয়া রওয়ানা হইত সেই স্থানে (যুল-হুলায়ফায়) ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করিতেন)। এই বাক্যে ইবন উমর (রাযিঃ) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়ত "বায়দা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় আরোহীর উপর আরোহণ করিবার পর তালবিয়া পাঠ করেন"-এর উপর আপত্তি করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্থানে ইহরামের কাপড় পরিধান করিয়া তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করেন এই সম্পর্কে রিওয়ায়তসমূহে বাহ্যিকভাবে বিরোধপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু সুনানু আবী দাউদ ও মুসতাদরাকে হাকিম গ্রন্থে সাঈদ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর সূত্রে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তালবিয়া পাঠ সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের মতানৈক্যটি আমার কাছে খুবই আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হয়। অতঃপর হাদীছ বর্ণনা করেন (যাহা দ্বারা বিরোধের সমন্বয় হইয়া যায়) হাদীছখানা এই– فلما صلى فى مسجد ذى الحليفة ركعتين اوجب من مجلسه فاهل بالحج حين فرغ منهما فسمع منه قوم فحفظوه ثم ركب فلما استقلت به راحلته اهل و ادرك ذلك منه قوم لم يشهدوه فى المرة الاول فسمعوه حين ذاك فقالوا انما اهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا شرف البيداء اهل و ادرك ذلك قوم لم يشهدوه

মুসলিম ফর্মা -১১-১২/২

فنقل كل واحد ما سمع وانما كان اهلا له فى مصلاه وايم الله اهل ثانيا وثالثا (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফা মসজিদে দুই রাকাআত নামায পড়ার পর হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠ করেন। কতক সাহাবা উহা শ্রবণ করিয়া স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেন। অতঃপর তিনি বাহনে আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইয়া পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। প্রথমবার যাহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাহারা ব্যতীত অন্য কতক সাহাবা এই তালবিয়া শ্রবণ করিয়া বলেন, সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া তিনি তালবিয়া পাঠ আরম্ভ করেন। অতঃপর লোকেরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া যাতায়াত করিতেছিল। তিনি (যুল-হুলায়ফার) অনতিদূরে বায়দা-এর উচ্চভূমিতে আরোহণের সময় পুনরায় তালবিয়া পাঠ করেন। পূর্বে যাহারা তালবিয়া শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহারা ছাড়া অপর কতক সাহাবা ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রত্যেক দলই নিজ নিজ শ্রবণ মুতাবিক বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতভাবে তিনি স্বীয় মুসল্লায় দুই রাকাআত (যুল-হুলায়ফায়) নামায আদায় করিয়া (ইহরাম বাঁধিবার পর) তালবিয়া পাঠ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলার শপথ, তিনি (সওয়ারীতে আরোহণের পর) দ্বিতীয়বার তালবিয়া পাঠ করিয়াছিলেন এবং (বায়দা-এর উচ্চভূমিতে আরোহণের সময়) তৃতীয়বার তালবিয়া পাঠ করেন)।

বর্তমান যুগের ফকীহগণের মতে উক্ত তিন অবস্থায় তালবিয়া পাঠ করা জায়িয। তবে উত্তম হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য রহিয়াছে। তহাভী (রহ.) বলেন, উপর্যুক্ত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর রিওয়ায়ত দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে যুল-হুলায়ফা মসজিদে দুই রাকাআত নামায আদায় করিবার পর হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠ করেন। ইহাই আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, মালিক, শাফেয়ী ও আহমদ (রহ.)-এর অভিমত। আওযায়ী, আতা ও কাতাদা (রহ.)-এর মতে বায়দা হইতে ইহরাম বাঁধা মুস্তাহাব।

শারেহ নওয়াভী বলেন, আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও জমহুরে উলামার দলীল যে, সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়া রওয়ানার সময় ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠ করা উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, (যুল-হুলায়ফায়) দুই রাকাআত আদায়ের পর বসা অবস্থায় সওয়ারীর উপর আরোহণের পূর্বে ইহরাম বাঁধা উত্তম। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৮)

باب بيان ان الافضل ان يحرم حين تنبعث به راحلة متوجها الى مكة لاعقب الركعتين

অনুচ্ছেদ ঃ দুই রাকাআত নামায পড়ার পর কোন ব্যক্তির বাহন যখন মক্কা মুকাররমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তখনই ইহরাম বাঁধা উত্তম হওয়ার বিবরণ

(২৯০৮) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا . قَالَ مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ . فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِى لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا

الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبَغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبَغَ بِهَا وَأَمَّا الإِهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

(২৭০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উবায়দ বিন জুরাইজ (রহ.) হইতে, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনাকে এমন চারিটি কাজ করিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি যাহা সাহাবায়ে কিরামের কাহাকেও করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। তিনি বলিলেন, হে ইবন জুরায়জ! সেইগুলি কোন্ কোন্ কাজ। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আপনি রুকনুল ইয়ামানিয়্যান (রুকনে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী) ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করেন না। আমি আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আপনি পশমবিহীন চামড়ার স্যান্ডেল পরেন। আমি আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, আপনি হলুদ রঙ ব্যবহার করেন। আমি আরও দেখিয়াছি যে, আপনি মক্কা মুকাররমায় অবস্থানকালে (যুলহিজ্জার) আট তারিখে ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠ করেন। অথচ লোকেরা নতুন চাঁদ দেখার সাথে সাথে ইহরাম বাঁধিয়া তালবিয়া পাঠ করেন। তখন আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, রুকনসমূহের বিষয়ে কথা হইতেছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকনুল ইয়ামানিয়্যান ব্যতীত অন্য রুকন স্পর্শ করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। আর পশমবিহীন স্যান্ডেলের বিষয়ে কথা হইতেছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পশমবিহীন চামড়া স্যান্ডেল পরিধান করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি উহা পরিধান করিয়া ওযূ করিতেন। তাই আমিও এই ধরণের স্যান্ডেল পছন্দ করি। হলুদ রঙ-এর বিষয়ে কথা হইতেছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হলুদ রঙ ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। কাজেই আমিও এই রং পছন্দ করি। আর ইহরামের বিষয়ে কথা হইতেছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার নিজ উটের উপর আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইবার পূর্বে তালবিয়া পাঠ করিতে শ্রবণ করি নাই। (অর্থাৎ তিনি উটের উপর আরোহণ করিয়া রওয়ানা হইবার সময় তালবিয়া পাঠ করিতেন)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَصْنَعُ أَرْبَعًا অর্থাৎ اربع خصال (চারটি স্বভাব, চারিটি বৈশিষ্ট্য)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৯)

لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ অর্থাৎ اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের কাহাকেও প্রত্যক্ষ করি নাই)। ইহা দ্বারা কতক সাহাবা মর্ম। আল্লামা মাযরী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা মর্ম হইবে যে, আপনাকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও এই চারিটি কাজ একসাথে করিতে প্রত্যক্ষ করি নাই। যদিও ইহার দুই একটি অন্য সাহাবাগণকেও করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। -(ঐ)

حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (যুলহিজ্জা মাসের আট তারিখ না আসা পর্যন্ত)। تَرْوِيَة শব্দের অর্থ সিক্ত করণ, তৃষ্ণা নিবারণ, পানি সরবরাহ। يَوْمُ التَّرْوِيَةِ হইতেছে যুলহিজ্জা মাসের ৮ম দিন। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, আপনি তারবিয়ার দিন তালবিয়া পাঠ করেন। يَوْمُ التَّرْوِيَةِ নামে নামকরণের কারণ বর্ণনায় দুইটি অভিমত রহিয়াছে। (এক) যুলহিজ্জা মাসের ৮ম তারিখে হাজীগণকে যমযমের পানি সরবরাহ করা হয়। কেননা, মিনা এবং আরাফায় পানি নাই। (দুই) এই দিনে হযরত আদম (আঃ) বিবি হাওয়া (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৯)

لَمْ أَرَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকনানে ইয়ামানিয়্যান (রুকনে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়া অন্য কোন রুকন স্পর্শ করিতে

প্রত্যক্ষ করি নাই)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, বর্তমানে ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে রুকনাইনে ইয়ামানিয়্যান-এর বিপরীত রুকনাইনে শামীয়াইনে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকনাইনে শামীয়াইনে স্পর্শ করিতেন না। তবে প্রথম যুগে কতক সাহাবী (রাযিঃ) ও কতক তাবেঈগণের মধ্যে মতানৈক্য ছিল। পরে মতানৈক্য দূরীভূত হইয়া এখন কেবল রুকনানে ইয়ামানিয়্যান পবিত্র কা'বা ঘরের দক্ষিণ পার্শ্বের দুইটি কোণ (তথা রুকনে হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামান) স্পর্শ করিবার বিধান রহিয়াছে। কেননা, এই দুইটি কোণ ইবরাহীম (আঃ)এর ভিত্তির উপর রহিয়াছে। পক্ষান্তরে অপর দুইটি কোণ তথা রুকনাইনে শামীয়াইন (যাহা কা'বা ঘরের উত্তর পার্শ্বে হাতিম সংলগ্ন দুইটি কোণ)। এতদুভয় কোণ ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর নাই। তবে যখন আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ) কা'বা ঘরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করিয়াছিলেন তখন রুকনাইনে শামীয়াইনকে স্পর্শ করা হইত। বর্তমানে যদি পুনরায় ইবরাহীম (আঃ) ভিত্তির উপর পুনঃনির্মাণ করা হয় তবে তাঁহাদের অনুসরণে সকল কোণ স্পর্শ করা হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২১৯)

(২৭০৯) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنهما بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكَ أَرْبَعَ خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِهَذَا الْمَعْنَى إِلَّا فِي قِصَّةِ الإِهْلاَلِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمَقْبُرِيِّ فَذَكَرَهُ بِمَعْنًى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.

(২৭০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তিনি ... উবায়দুল্লাহ বিন জুরায়জ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)-এর সহিত হজ্জ ও উমরা মিলাইয়া ১২ বার করিয়াছি। তখন আমি বলিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আপনাকে চারিটি কাজ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতঃপর ইহা পূর্ববর্তী হাদীছের সমার্থবোধক হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তালবিয়া পাঠের ঘটনা রাবী (ইবন কুসায়ত) সাঈদ বিন আবূ সাঈদ মাকবুরী (রহ.)-এর বিপরীত রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহা ব্যতীত অন্য সকল বিষয় সমার্থক উল্লেখ করিয়াছেন।

(২৭১০) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

(২৭১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফা হইতে (বাহনে আরোহণ করিয়া) যখন পাদানীতে পা রাখিতেন এবং তাঁহার বাহন দাঁড়াইয়া সোজা হইয়া রওয়ানা করিত তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করিতেন।

(২৭১১) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً.

(২৭১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উষ্ট্রী যখন তাঁহাকে নিয়া সোজা দাঁড়াইয়া রওয়ানা হইত তখন তিনি তালবিয়া (লাব্বাইক ...) পাঠ করিতেন।

(২৭১২) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً.

(২৭১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় স্বীয় বাহনে আরোহণ করিলেন। অতঃপর উষ্ট্রী যখন তাঁহাকে নিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করিলেন।

(২৭১৩) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرْمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

(২৭১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হজ্জের কার্যাদি আরম্ভ করিবার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় রাত্রি যাপন করেন এবং যুল-হুলায়ফার মসজিদে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন।

باب استحباب الطيب قبل الاحرام في البدن واستحبابه بالمسك وانه لا باس ببقاء وبيضه وهو بريقه ولمعانه

অনুচ্ছেদ ঃ ইহরামের পূর্বে শরীরে মিশ্‌ক জাতীয় সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আর সুগন্ধির প্রভাব ও রং অবশিষ্ট থাকিলে ক্ষতি নাই

(২৭১৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(২৭১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আব্বাদ (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধিবার সময় এবং (হজ্জব্রত পালন শেষে) ইহরাম খুলিবার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বেও সুগন্ধি মাখিয়া দিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ لِحُرْمِهِ (তাঁহার ইহরাম বাঁধিবার পূর্বমুহূর্তে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, حرم শব্দটি ح বর্ণে পেশ কিংবা যের দ্বারা পঠিত। পেশ দ্বারা পঠনই অধিক। আর بحرمه (তাঁহার ইহরাম) দ্বারা হজ্জের ইহরাম মর্ম। বাক্যটির মর্ম হইবে لاجل احرامه (তাঁহার ইহরামের নিমিত্তে)। কতক রিওয়ায়তে আছে حين اراد ان يحرم (তিনি যখন ইহরাম বাঁধিবার ইচ্ছা করেন)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব এবং ইহরামের পর সুগন্ধির প্রভাব ও রং অবশিষ্ট থাকা দোষণীয় নহে; বরং জায়িয। তবে ইহরামের পর মুহরিম ব্যক্তি নতুনভাবে সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম। ইহা জমহুরে উলামার অভিমত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২০)

وَلِحِلِّهِ (এবং তাঁহার ইহরাম খুলিবার পর) অর্থাৎ জামারায়ে উলায় কংকর নিক্ষেপ (অতঃপর কুরবানী) এবং মাথা মুন্ডন করিয়া ইহরাম হইতে বাহির হইবার পর। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২১)

قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ (বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বেও)। অর্থাৎ طواف الافاضة (তাওয়াফে ইফাযা তথা তাওয়াফে যিয়ারাত-এর পূর্বে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২১)

প্রকাশ থাকে যে, হজ্জব্রত পালনকারীগণকে তিন ধরণের তাওয়াফ করিতে হয়। প্রথমে মক্কা মুকাররমা পৌঁছিয়াই একটি তাওয়াফ করিতে হয় যাহাকে তাওয়াফে কুদুম বলে। ইহা সুন্নত। দ্বিতীয়বার ১০ যুলহিজ্জায় কংকর নিক্ষেপ (ও কুরবানী) করতঃ মাথা মুন্ডন করিয়া হালাল হইবার পর মিনা হইতে মক্কা মুকাররমায় যাইয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা যাহাকে তাওয়াফে ইফাযা তথা তাওয়াফে যিয়ারত বলে (ইহাই আলোচ্য হাদীছের বর্ণিত হইয়াছে)। ইহা হজ্জের একটি ফরয তাওয়াফ এবং ইহা ১২ যুল-হিজ্জা-এর সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করিতে হইবে। মহিলারা ঋতুমতী হইলে পাক হওয়ার সংগে সংগে সম্পাদন করিবে। তৃতীয়বার হজ্জ সমাপনান্তে নিজ নিজ দেশে রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে একটি তাওয়াফ আদায় করিতে হয় যাহাকে তাওয়াফে ওদা বা বিদায়ী তাওয়াফ বলে। ইহা মক্কা মুকাররমার বাহিরের লোকদের জন্য ওয়াজিব। তাহা ছাড়া মক্কা মুকাররমা অবস্থানকালে সকল তাওয়াফই নফল তাওয়াফ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (অনুবাদক)

(২৭১৫) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(২৭১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা বিন কা'নাব (রহ.) তিনি ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিনী হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধিবার পূর্বমুহূর্তে এবং ইহরাম খুলিবার পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফের তথা তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সুগন্ধি মাখিয়া দিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ (এবং ইহরাম খুলিয়া হালাল হইবার পর) সহীহ বুখারী শরীফে حِينَ أَحَلَّ (যখন হালাল হন) রহিয়াছে। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হাদীছে শব্দ حين احرم অর্থাৎ حين اراد الاحرام (যখন তিনি ইহরাম বাঁধিবার ইচ্ছা করিতেন)। আর হাদীছের শব্দ حِينَ أَحَلَّ অর্থাৎ كما وقع الاحلال (যখন তিনি হালাল হইতেন)। (একই ধরণের দুইটি বাক্যের একই ধরনের অর্থ না করিয়া) এইরূপ ব্যাখ্যা করিবার কারণ হইতেছে যে, ইহরাম বাঁধিবার পর সুগন্ধি জায়িয নাই। কাজেই (মুহরিম ব্যক্তি) হালাল হইবার ইচ্ছা করিলে সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না। কেননা, মুহরিম ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি ব্যবহার নিষিদ্ধ) পক্ষান্তরে হালাল ব্যক্তি ইহরাম বাঁধিবার ইচ্ছা করিলে সুগন্ধি ব্যবহার জায়িয। কেননা, হালাল ব্যক্তির জন্য সুগন্ধি জায়িয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২১-২২২)

(২৭১৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(২৭১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহরিম হইবার পূর্বে ইহরাম বাঁধিবার প্রক্কালে এবং ইহরাম খুলিবার পর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার পূর্বে সুগন্ধি মাখিয়া দিতাম।

(২৭১৭) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحِلِّهِ وَلِحِرْمِهِ.

(২৭১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার ইহরাম বাঁধিবার প্রাক্কালে এবং ইহরাম খুলিয়া হালাল হইবার পর সুগন্ধি মাখিয়া দিয়াছি।

(২৭১৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يُخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالإِحْرَامِ.

(২৭১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জারীরা (একপ্রকার সুগন্ধি) মাখিয়া দিয়াছি ইহরাম খুলিবার পর এবং ইহরাম বাঁধিবার প্রাক্কালে।

(২৭১৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حِرْمِهِ قَالَتْ بِأَطْيَبِ الطِّيبِ.

(২৭১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... উরওয়া (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইহরাম বাঁধিবার সময় তাঁহাকে কি সুগন্ধি মাখিয়া দিতেন? তিনি বলিলেন, সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি (মৃগনাভি) দ্বারা সুবাসিত করিতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِأَطْيَبِ الطِّيبِ (সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি)। ইহা দ্বারা المسك (মিশ্ক, কস্তুরী, মৃগনাভি) মর্ম। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ২২২)

(২৭২০) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ.

(২৭২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যথাসম্ভব সর্বোত্তম সুগন্ধির দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধিবার প্রাক্কালে সুবাসিত করিতাম। অতঃপর তিনি ইহরাম বাঁধিতেন।

(২৭২১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ بِأَطْيَبِ مَا وَجَدْتُ.

(২৭২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যথাসম্ভব প্রাপ্ত সর্বোত্তম সুগন্ধি দ্বারা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার ইহরাম বাঁধিবার পূর্বমুহূর্তে এবং ইহরাম খুলিবার পর তাওয়াফে ইফাযা (তাওয়াফে যিয়ারত) করিবার পূর্বে সুবাসিত করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ (আবুর রিজাল হইতে, তিনি স্বীয় মা হইতে)। الرجال -এর- ر বর্ণে যের ج বর্ণে তাশদীদবিহীন যের দ্বারা পঠিত। তাহার নাম মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান বিন জারিয়া আল-আনসারী আল মাদানী (রহ.) তাঁহার মাতার নাম عمرة (আমারা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২২)

(২৭২২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ. وَلَكِنَّهُ قَالَ وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ.

(২৭২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, সাঈদ বিন মানসূর। আবূ রবী' খালাফ বিন হিশাম ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার সিথিতে মিস্‌কের চাকচিক্য প্রত্যক্ষ করিতেছি, অথচ তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। রাবী খালাফ (রহ.) وهو محرم (তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন) বলেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন ইহা ছিল তাঁহার ইহরাম বাঁধিবার সময়ের সুগন্ধি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَبِيصِ الطِّيبِ (মিশ্‌ক মিশ্রিত জারীরার চাকচিক্য)। وَبِيصِ শব্দটির و বর্ণে যবর ب বর্ণে যের ى বর্ণের পর ص দ্বারা পঠিত। ইহা بريق (ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, চাকচিক্য, চমক, ঝলক) অর্থে ব্যবহৃত। আল্লামা ইসমাঈলী (রহ.) বলেন, وَبِيصِ الطِّيبِ হইল تلالوه উহার (সুগন্ধির) ঝলকানি, চমক, উজ্জ্বলতা)। আর ইহা বস্তুগতভাবে বিদ্যমান ছিল, শুধু ঘ্রাণের জন্য নহে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২২)

فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার সিথিতে)। مَفْرِقِ শব্দটির م বর্ণে যবর ر বর্ণে যের এবং যবর দ্বারা পঠনও জায়িয। ইহা হইল মাথার মধ্যস্থলে চুলভাগ করার স্থান, যাহা সম্মুখদিক হইতে পশ্চাতের দিকে যায়। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২২)

(২৭২৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُهِلُّ.

(২৭২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মাথা সিথিসমূহে মিশ্‌কের চাকচিক্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার সিথিতে)। مَفَارِق শব্দটি مفرق (সিথি)-এর বহুবচন। মাথার যেই সকল অংশে সিথি কাটা হয় সকল অংশ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে। যেন উহার প্রতিটি স্থানকে এক একটি সিথি নামকরণ করা হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২২)

(২৭২৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُلَبِّي.

(২৭২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মাথার সিথিসমূহে মিশ্‌কের ঝলকানি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন।

(২৭২৫) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ وَعَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(২৭২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি অতঃপর রাবী ওয়াকী (রহ.)-এর বর্ণিত (পূর্ববর্তী) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(২৭২৬) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(২৭২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক মাথার সিথিসমূহে জারীরা মিশ্রিত ঝলকানি যেন আজও প্রত্যক্ষ করিতেছি। তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

(২৭২৭) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ إِنْ كُنْتُ لأَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(২৭২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিথিতে মিশ্‌কের চাকচিক্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি তখন মুহরিম অবস্থায় ছিলেন।

(২৭২৮) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَهُوَ السَّلُولِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ ابْنَ الأَسْوَدِ يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الدُّهْنِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.

(২৭২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম বাঁধিবার ইচ্ছা করিতেন তখন তিনি সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি ব্যবহার করিতেন। অতঃপর আমি তাঁহার মুবারক মাথায় ও দাড়িতে তৈলাক্ত চমক প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ وَبِيصَ الدُّهْنِ (তৈলাক্ত চকচকে)। সম্ভবত ইহা الدهن المطيب (তৈলাক্ত সুগন্ধির উজ্জ্বলতা) হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২২)

(২৭২৯) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(২৭২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আসওয়াদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সিথিতে মিশ্‌কের উজ্জ্বল্যতা যেন আজও প্রত্যক্ষ করিতেছি। অথচ তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ (মিশ্‌কের চাকচিক্যের দিকে ...)। পূর্ববর্তী (২৭১৮নং) রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, انه ذريرة (উহা জারিরা) এতদুভয় রিওয়ায়তে কোন বিরোধ নাই। হয়তো তাহারা মিশ্‌কের সহিত জারিরা মিশ্রিত করিত। যেমন পরবর্তী (২৭৩১নং) হাদীছে بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ (মিশ্‌ক মিশ্রিত সুগন্ধি) রহিয়াছে। -(ঐ)

(২৭৩০) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الإِسْنَادِ. مِثْلَهُ.

(২৭৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... হাসান বিন উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(২৭৩১) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ.

(২৭৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন মানী' ও ইয়াকূব দাওরাকী (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার ইহরাম বাঁধিবার প্রাক্কালে এবং কুরবানীর দিন বায়তুল্লাহ তাওয়াফ (তাওয়াফে যিয়ারত)-এর পূর্বে মিশ্ক মিশ্রিত সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করিতাম।

(২৭৩২) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو كَامِلٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذٰلِكَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْرَامِهِ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

(২৭৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও আবূ কামিল (রহ.) তাহারা ... মুহাম্মদ বিন মুনতাশির (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যিনি সুগন্ধি ব্যবহার করিয়াছে, অতঃপর মুহরিম অবস্থায় সকাল করিয়াছে। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি প্রত্যুষে এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধা পছন্দ করি না যে, আমি সুগন্ধি ঝাড়িয়া ফেলিতে ব্যস্ত থাকিব। এই কাজ (ইহরামের পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার) অপেক্ষা আমি আমার শরীরে আলকাতরা মাখা অধিক পছন্দনীয় মনে করি। (রাবী মুহাম্মদ (রহ.) বলেন) অতঃপর আমি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে, ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, "আমি প্রত্যুষে এমন অবস্থায় ইহরাম বাঁধিতে পছন্দ করি না যে, আমি সুগন্ধি ঝাড়িয়া ফেলিতে ব্যস্ত থাকিব। ইহা অপেক্ষা আমি আমার শরীরে আলকাতরা মাখা অধিক পছন্দনীয় মনে করি।" তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি নিজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধিবার পূর্ব (রাত্রি)-এ সুগন্ধি মাখিয়া দিয়াছি। অতঃপর তিনি তাঁহার সকল বিবিগণের সহিত তাওয়াফ (সহবাস) করেন। অতঃপর প্রত্যুষে ইহরাম বাঁধেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لأَنْ أَطَّلِيَ (আমি আমার দেহে আলকাতরা দ্বারা প্রলেপ দেওয়া ...)। আল্লামা সিন্দী (রহ.) বলেন, أَطَّلِيَ শব্দটির ط বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। ইহা باب افتعال হইতে, ইহার অর্থ নিজের শরীরে (আলকাতরা, চুন ইত্যাদি দ্বারা) প্রলেপ দেওয়া। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৩)

ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا (অতঃপর সকালে ইহরাম বাঁধেন)। 'আল মাওয়াহিবুল লাতীফাহ' গ্রন্থকার লিখেন, আল্লামা ইবন হাযম (রহ.) এই রিওয়ায়তের উপর আপত্তি করিয়া বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا কথাটি لفظ منكر (অপরিচিত শব্দ)। কারণ সর্বসম্মত মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুল-হুলায়ফায় যুহরের নামাযের পর ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছে আছে। তিনি আরও বলেন, সম্ভবতঃ হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এই কথাটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাযা উমরা কিংবা হুদায়বিয়া কিংবা জি'রানাহ-এর ইহরাম বাঁধিবার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। ফতহুল মুলহিম গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, তাঁহার এই কথার উপর আপত্তি আছে। কেননা, আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ইমাম বুখারী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে ইহাকে হুজ্জাতুল বিদায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই এইরূপ বলা উত্তম হইবে যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কথা ثم يصبح (অতঃপর ভোরে)-এর অর্থ ثم وقت يضحى (বেলা বাড়িবার সময়) হইবে। আর ইহা দ্বারা الصبح (ভোর) নির্দিষ্ট করা মর্ম নহে; বরং শুধু (সময়) মর্ম হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৩) (সবিস্তারিত ব্যাখ্যা ২৬৮৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৭৩৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا.

(২৭৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক দেহে সুগন্ধি মাখিয়া দিতাম। অতঃপর তিনি নিজ বিবিগণের সংস্পর্শে যাইয়া তাওয়াফ (সহবাস) করিতেন। অতঃপর সকালে সুগন্ধি ঝাড়িতে ঝাড়িতে ইহরাম বাঁধিতেন।

(২৭৩৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

(২৭৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ বিন মুনতাশির (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, প্রত্যুষে সুগন্ধির চিহ্ন দূরীভূত করা অবস্থায় ইহরাম বাঁধা অপেক্ষা প্রত্যুষে আলকাতরা মাখা অবস্থায় ইহরাম বাঁধা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। রাবী বলেন, অতঃপর আমি হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর খেদমতে যাইয়া তাঁহাকে ইবন উমর (রাযিঃ)-এর উক্তিটি জানাইলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক শরীরে সুগন্ধি মাখিয়া দিয়াছি। অতঃপর তিনি নিজ বিবিগণের সংস্পর্শে যাইয়া তাওয়াফ (সহবাস) করেন। অতঃপর মুহরিম অবস্থায় প্রভাত করেন।

بَابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ المأكول البرى او ما فى اصله ذلك على المحرم بحج او عمرة او بهما

অনুচ্ছেদ ঃ হজ্জ, উমরা কিংবা উভয় নিয়্যতে ইহরামকারীর জন্য স্থলের হালাল জন্তু কিংবা যেই জন্তু মূলতঃ স্থলের উহা শিকার করা হারাম হওয়ার বিবরণ

(২৭৩৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي قَالَ "إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ".

(২৭৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সা'ব বিন জাচ্ছামা লায়ছী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জংলী গাধা হাদিয়া দিলেন। আর তখন তিনি আবওয়া কিংবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা তাহার কাছে ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার চেহারায় মলিনতা লক্ষ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, ইহা আমি তোমার কাছে কখনও ফিরাইয়া দিতাম না যদি আমি মুহরিম না হইতাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ (তবে আমি মুহরিম) حُرُمٌ শব্দটির প্রথম বর্ণদ্বয়ে পেশ দ্বারা পঠিত حرام এর বহুবচন। যিনি হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন। আর সাঈদ (রাযিঃ) সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত রিওয়ায়তে لولا انا محرمون لقبلناه منك (আমি যদি মুহরিম না হইতাম তাহা হইলে তোমার হইতে এই হাদিয়া অবশ্যই গ্রহণ করিতাম) রহিয়াছে।

প্রকাশ থাকে যে, মুহরিম ব্যক্তি শিকার করা কিংবা অন্য কোন গায়রে মুহরিম ব্যক্তিকে শিকারের দিকে রাস্তা প্রদর্শন করা কিংবা ইশারা করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। উপর্যুক্ত কর্মসমূহের কোন একটি কর্ম করিলে জরিমানা ওয়াজিব হইবে। তবে মুহরিম ব্যক্তি শিকারকৃত প্রাণীর গোশত আহার করা সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা আছে। মুহরিম নিজের শিকারকৃত কিংবা অন্য কোন মুহরিমের শিকারকৃত গোশত মুহরিম ব্যক্তির জন্য আহার করা সর্বসম্মত মতে হারাম। যদি গায়েরে মুহরিম তথা হালাল ব্যক্তি নিজের জন্য কিংবা মুহরিম ব্যক্তির জন্য তাহার অনুমতিতে কিংবা বিনা অনুমতিতে শিকার করিয়া নিয়া আসে তাহা হইলে উহার গোশত মুহরিম ব্যক্তির জন্য আহার করা সম্পর্কে আলিমগণের মতবিরোধ আছে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, হযরত আলী, ইবন আব্বাস, ইবন উমর (রাযিঃ)। ইমাম লায়ছ, ছাওরী (রহ.) প্রমুখ আলোচ্য সা'ব (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছের ভিত্তিতে বলেন, মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকারকৃত জন্তু-জানোয়ারের গোশত আহার করা ব্যাপকভাবে (مطلقا) হারাম। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরত দেওয়ার কারণ মুহরিম অবস্থায় থাকাকে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিষিদ্ধের কারণ বিশেষভাবে ইহাই। তাহা ছাড়া সুনানু আবী দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে انه قال لناس من اشجع اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى له رجل حمار وحشى وهو محرم فابى ان يأكله قالوا نعم (হযরত আলী (রাযিঃ) অতি বীরত্বপূর্ণ লোকদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কি জান যে, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জংলী গাধার পা হাদিয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি উহা আহার করিতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহারা জবাবে বলিলেন, হ্যাঁ (আমরা জানি))।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে যদি মুহরিম ব্যক্তি নিজে শিকার করে কিংবা গায়রে মুহরিম ব্যক্তি মুহরিমের জন্য শিকার করে তবে এতদুভয় পদ্ধতিতে মুহরিম ব্যক্তির জন্য উহা আহার করা হারাম। তিনি হযরত সা'ব বিন জাচ্ছামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ দ্বারাই এইভাবে দলীল পেশ করেন যে, যদি হযরত সা'ব (রাযিঃ) জংলী গাধা জীবিত অবস্থায় হাদিয়া পেশ করিয়া থাকেন তবে তো জীবিত জংলী গাধা মুহরিমের পক্ষে যবাই করা জায়িয নাই আর যদি জংলী গাধার গোশত হাদিয়া পেশ করিয়া থাকেন তবে সম্ভবতঃ তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, উহা তাঁহার জন্য শিকার করা হইয়াছে। তাই তিনি ইহা ফেরত দেন।

অধিকন্তু আবূ দাউদ শরীফে হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারাও ইহার তায়ীদ হয়। عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحم الصيد لكم فى الاحرام حلال مالم تصيدوه او يصاد لكم (হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শিকারের

গোশত ইহরাম অবস্থায়ও তোমাদের জন্য হালাল যদি না তোমরা নিজেরা শিকার কর কিংবা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়)।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে মুহরিম নিজে শিকার করে নাই, কাহাকেও হুকুম করে নাই এবং ইশারা-ইঙ্গিতে সাহায্যও করে নাই। এমতাবস্থায় ইহরাম বিহীন ব্যক্তি যদি মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করিয়াও থাকে তাহা হইলেও উহা মুহরিমের জন্য আহার করা হালাল।

দলীল (১) সহীহ মুসলিম শরীফের (২৭৫০নং) হযরত তালহা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(আবদুর রহমান বিন উছমান তায়মী হইতে, তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ)-এর সহিত ছিলাম। তাঁহাকে (শিকারকৃত) পাখীর গোশত হাদিয়া দেওয়া হইল। তিনি তখন নিদ্রায় ছিলেন। আমাদের কতক উহা আহার করিলেন আর কতক বিরত রহিলেন। তালহা (রাযিঃ) নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে গোশত আহারকারীগণের অনুকূলে ফতোয়া দিলেন এবং বলিলেন, আমরা (ইহরাম অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ইহা (শিকারকৃত প্রাণীর গোশত) আহার করিয়াছি)।

(২) হযরত উমায়র বিন সালামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে ان البهزى اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم ظبيا وهو محرم فامر ابابكر ان يقسمه بين الرفاق (বাহয (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (জবাইকৃত) হরিণ হাদিয়া দিলেন আর তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে ইহা সাথীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন)। ইহা ইমাম মালিক, আসহাবে সুনান নকল করিয়াছেন। ইবন খাযীমা (রহ.) প্রমুখ সহীহ বলিয়াছেন। এই সকল হাদীছ দ্বারা মুহরিমের জন্য শিকারকৃত জন্তুর গোশত ব্যাপকভাবে (مطلقا) আহার করা জায়িয প্রমাণিত হয়।

(৩) সহীহ বুখারী শরীফে হযরত কাতাদা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ ঃ

حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابوعوانة حدثنا هو ابن وهب قال اخبرنا عبد الله بن ابى قتادة ان اباه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجا حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلتقى - فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأ و ا حمر و حش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلوا من لحمها فقالوا انا ناكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا مابقى من لحم الاتان فلما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كنا احرمنا وقد كان ابو قتادة لم يحرم فراينا حمر وحش فحمل عليها ابو قتادة فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم قلنا اتاكل لحم صيد و نحن محرمون فحملنا مابقى من لحمها قال امنكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها قالوا لا قال فكلوا ما بقى من لحمها -

(ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মূসা বিন ইসমাঈল (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তাহাকে তাহার পিতা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জে যাত্রা করিলে তাহারাও সকলে যাত্রা করিলেন। তাহাদের হইতে একটি দলকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য পথে পাঠাইয়া দেন। তাহাদের মধ্যে আবূ কাতাদা (রাযিঃ)ও ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা সমুদ্র তীরের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইবে আমাদের পরস্পরে সাক্ষাত হওয়া পর্যন্ত। তাই তাহারা সকলেই সমুদ্র তীরের পথে চলিতে থাকেন চলিবার পথে তাহারা সকলেই ইহরাম বাঁধিলেন কিন্তু আবূ কাতাদা (রাযিঃ) ইহরাম বাঁধিলেন না। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ তাহারা

কতগুলি জংলী গাধা প্রত্যক্ষ করিলেন, আবূ কাতাদা (রাযিঃ) গাধাগুলির উপর হামলা করিয়া একটি গাধীকে শিকার করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর এক স্থানে অবতরণ করিয়া তাহারা সকলেই ইহার গোশত খাইলেন। তারপর বলিলেন, আমরা তো মুহরিম, এই অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত জন্তুর গোশত আহার করিতে পারি? তাই গাধীটির অবশিষ্ট গোশত উঠাইয়া নিলাম। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহ্রাম বাঁধিয়াছিলাম কিন্তু আবূ কাতাদা (রাযিঃ) ইহ্রাম বাঁধেন নাই। এই সময় আমরা কতগুলি জংলী গাধা প্রত্যক্ষ করিলাম। আবূ কাতাদা (রাযিঃ) এইগুলির উপর আক্রমণ করিয়া একটি গাধী শিকার করিয়া ফেলিলেন। এক স্থানে অবতরণ করিয়া আমরা সকলেই ইহার গোশত আহার করিয়া নেই। অতঃপর (আমরা পরস্পর) বলিলাম, আমরা তো মুহরিম, এই অবস্থায় আমরা কি শিকারকৃত জানোয়ারের গোশত খাইতে পারি? এখন আমরা ইহার অবশিষ্ট গোশত নিয়া আসিয়াছি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন ঃ তোমাদের কেহ কি ইহার উপর আক্রমণ করিতে তাহাকে আদেশ বা ইশারা করিয়াছ। তাঁহারা বলিলেন, না, আমরা তাহা করি নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে বাকী গোশত তোমরা আহার করিয়া নাও। -সহীহ বুখারী ১ঃ২৪৬)

আল্লামা উছমানী (রহ.) স্বীয় শায়খ আল্লামা মাহমূদ (রহ.) হইতে নকল করেন যে, স্বভাবগতভাবে শিকারীগণ জংলী গাধার ন্যায় বিরাটাকারের জানোয়ারকে শুধু নিজে আহারের জন্য শিকার করে না। বিশেষ করিয়া আবূ কাতাদা (রাযিঃ) হজ্জের সফরে ছিলেন এবং তাঁহার সাথীগণ সকলেই মুহরিম ছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আবূ কাতাদা (রাযিঃ) নিজ মুহরিম বন্ধুগণকে সাথে নিয়া আহার করিবার উদ্দেশ্যেই শিকার করিয়াছিলেন। তাহা সত্ত্বেও তাহারা আহার করিয়াছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা আবূ কাতাদা (রাযিঃ)কে শিকারের জন্য আদেশ কিংবা ইশারা করিয়াছে কি না? যখন তাহারা না বাচক উত্তর দিলেন তখন তাহাদেরকে বাকী গোশত আহার করার অনুমতি দিলেন।

তাহাদের প্রদত্ত হযরত সা'ব (রাযিঃ)-এর হাদীছের জবাব।

(ক) মুহরিম লোকদের জন্য শিকারকৃত জন্তুর গোশত আহার করা নিষেধ বলিয়া ফেরত দেওয়া হয় নাই। কেননা, জমহুরে উলামার মতে শিকারকৃত জন্তুর গোশত মুহরিমদের জন্য হালাল। যাহা অন্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

(খ) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে বলিয়াছেন মুহরিমের জন্য শিকার করা হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া তিনি উহা ফেরত দিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে তো এই সম্ভাবনাও রহিয়াছে যে, কোন মুহরিম ব্যক্তি সা'ব (রাযিঃ)কে ইশারা ইঙ্গীতে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া তিনি উহা ফেরত দিয়াছিলেন। কিংবা জংলী গাধাটি জীবিত ছিল এবং জীবিত জংলী গাধা যবেহ করা মুহরিম-এর জন্য জায়িয নাই বলিয়া ফেরত দিয়াছিলেন। এই জন্যই হয়তো ইমাম বুখারী (রহ.) সা'ব বিন জাচ্ছামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছখানা সহীহ বুখারী শরীফে اذا اهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل (মুহরিম ব্যক্তিকে জীবিত জংলী গাধা হাদিয়া দিলে সে উহা কবূল করিবে না) অনুচ্ছেদে সংকলন করিয়াছেন।

অধিকন্তু ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, জীবিত জংলী গাধাটি ফেরত পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর উহার গোশত হাদিয়া হিসাবে পেশ করিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা কবূল করেন। যেমন হযরত সা'ব বিন জাচ্ছামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত অপর হাদীছে আছে انه اهدى للنبى صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحشى فاكل النبى صلى الله عليه وسلم منه واكل القوم (হযরত সা'ব (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জংলী গাধার পাছা হাদিয়া দিলেন তখন তিনি উহা হইতে আহার করিলেন এবং সাহাবাগণও আহার করেন)। ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন, ইহার সনদ সহীহ। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জীবিত গাধা ফেরত দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি গোশত আহার করিয়াছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) প্রদত্ত্ব আবূ দাউদ শরীফের হাদীছের শব্দ يصاد لكم এর অর্থ يصاد بامركم (তোমাদের নির্দেশে শিকার করা হয়)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, মুহরিম ব্যক্তি কোন গায়রে মুহরিমকে শিকার করার নির্দেশ কিংবা ইশারায় সাহায্য না করিলে তাহার শিকারকৃত জন্তুর গোশত মুহরিম-এর জন্য হালাল। আর ইহাই তো হানাফীগণের মাযহাব।

বলাবাহুল্য হাফিয যায়লিয়ী (রহ.) স্বীয় 'আত তাখরীজ' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন যে, কোন হালাল ব্যক্তি মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিকার করিলেও শিকারকৃত জন্তুর গোশত সংশ্লিষ্ট মুহরিম ব্যক্তির জন্য আহার করা জায়িয হইবার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সহিত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)ও রহিয়াছেন। আর ইমাম মালিক (রহ.)-এর সহিত ইমাম আহমদ (রহ.) রহিয়াছেন যে, উহা আহার করা হারাম।

সারসংক্ষেপ, কোন গায়রে মুহরিম ব্যক্তি নিজের জন্য শিকার করিয়া যদি কোন মুহরিম ব্যক্তিকে উহার গোশত হাদিয়া দেয় তবে ইহা সকলের মতে আহার করা জায়িয। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৪-২২৫, বজলুল মজহুদ ৩ঃ১২৯, আইনী ৩ঃ২২৪)

(২৭৩৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ أَهْدَيْتُ لَهُ حِمَارَ وَحْشٍ . كَمَا قَالَ مَالِكٌ . وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَصَالِحٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَخْبَرَهُ .

(২৭৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ বিন রুমহ ও কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) হাসান হুলওয়ানী (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী মালিক (রহ.)-এর অনুরূপ বলেন, আমি (সা'ব রাযিঃ) তাঁহাকে জংলী গাধার গোশত হাদিয়া দিয়াছিলাম। রাবী লায়ছ ও সালিহ (রহ.)-এর রিওয়ায়তে রহিয়াছে, সা'ব বিন জাচ্ছামা (রাযিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন।

(২৭৩৭) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمِ حِمَارِ وَحْشٍ .

(২৭৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে তিনি (সা'ব রাযিঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে জংলী গাধার গোশত হাদিয়া দিয়াছিলাম।

(২৭৩৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ "لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ" .

(২৭৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সা'ব বিন জাচ্ছামা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জংলী গাধার গোশত হাদিয়া পাঠাইলেন। তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। রাবী বলেন, ফলে তিনি উক্ত হাদিয়া তাহাকে ফেরত দেন এবং ইরশাদ করেন, আমরা যদি মুহরিম না হইতাম তাহা হইলে তোমার এই হাদিয়া কবূল করিতাম।

(২৭৩৯) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ. وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَجُزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا. وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ.

(২৭৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, রাবী হাকাম (রহ.) সূত্রে মনসূর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে যে, সা'ব বিন জাচ্ছামা (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জংলী গাধার পায়ের গোশত হাদিয়া দেন। রাবী হাকাম (রহ.)-এর সূত্রে শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে যে, জংলী গাধার পাছার গোশত, তখন উহা হইতে রক্ত ঝরিতেছিল। আর রাবী হাবীব (রহ.)-এর সূত্রে শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জংলী গাধার এক খন্ড গোশত হাদিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তিনি উহা (কোন মুহরিম ব্যক্তির নির্দেশ কিংবা ইশারায় শিকার করা হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিয়া) ফেরত দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

আলোচ্য হাদীছের রিওয়ায়তে শাব্দিক পার্থক্য থাকিলেও হাদীছের বিশুদ্ধতার উপর কোন প্রভাব ফেলিবে না। কেননা, সকল রিওয়ায়তই গোশতের উপর প্রয়োগ হয়।

(২৭৪০) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ قَالَ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ. فَقَالَ "إِنَّا لاَ نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ".

(২৭৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যায়দ বিন আরকাম (রাযিঃ) তাহার কাছে আসিলেন। তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)কে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিকারকৃত জানোয়ারের গোশত হাদিয়া দেওয়া হইয়াছিল উহার সম্পর্কে আপনি আমাকে কিভাবে অবহিত করিয়াছিলেন? রাবী বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, তাঁহাকে শিকারকৃত জানোয়ারের এক অঙ্গ হাদিয়া স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। তখন তিনি উহা ফেরত দিয়া ইরশাদ করিয়াছিলেন, আমরা মুহরিম অবস্থায় থাকায় এই গোশত আহার করিতে পারি না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(বিস্তারিত ২৭৩৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৭৪১) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِى يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ. فَأَسْرَجْتُ فَرَسِى وَأَخَذْتُ رُمْحِى ثُمَّ رَكِبْتُ فَسَقَطَ مِنِّى سَوْطِى فَقُلْتُ لأَصْحَابِى وَكَانُوا مُحْرِمِينَ نَاوِلُونِى السَّوْطَ. فَقَالُوا وَاللهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَىْءٍ. فَنَزَلْتُ فَتَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِى فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِى فَقَالَ بَعْضُهُمْ كُلُوهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تَأْكُلُوهُ. وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَمَامَنَا فَحَرَّكْتُ فَرَسِى فَأَدْرَكْتُهُ فَقَالَ "هُوَ حَلاَلٌ فَكُلُوهُ".

(২৭৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... আবূ কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (হজ্জের সফরে) বাহির হইলাম, এমনকি আমরা 'কাহা' নামক স্থানে যাইয়া পৌঁছিলাম। আমাদের কতক ইহরাম অবস্থায় আর কতক ইহরামবিহীন অবস্থায় ছিলেন। আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, আমার সাথীবর্গ কিছু একটার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। আমি তাকাইয়া দেখিলাম, উহা একটি জংলী গাধা। তখন আমি আমার ঘোড়ার জীন বাঁধিলাম এবং বল্লম হাতে নিলাম। তারপর ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিলাম। এমতাবস্থায় আমার চাবুক নীচে পড়িয়া গেল। আমি আমার সাথীদেরকে উহা তুলিয়া দেওয়ার জন্য বলিলাম, তাহারা মুহরিম ছিলেন। ফলে তাহারা আল্লাহর শপথ করিয়া বলিলেন, আমরা তোমাকে এই ব্যাপারে সামান্যতমও সাহায্য করিতে পারিব না। অতঃপর আমি নীচে অবতরণ করিয়া উহা তুলিয়া নিলাম। তারপর ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া গাধার পশ্চাদ্ধাবন করিলাম। উহা ছিল একটি টিলার আড়ালে। আমি বল্লমের আঘাতে উহাকে শিকার করিলাম। তারপর আমার সাথীগণের কাছে নিয়া আসিলাম। তাহাদের কতক বলিলেন, ইহা আহার কর, আর কতক বলিলেন, ইহা আহার করিও না। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখভাগে ছিলেন, আমি ঘোড়া চালাইয়া তাঁহার কাছে হাযির হইলাম (এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম) তখন তিনি বলিলেন, ইহা হালাল। সুতরাং ইহা তোমরা খাও।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِالْقَاحَةِ ('কাহা' নামক স্থানে)। القاحة শব্দটি ق এবং ح বর্ণে পঠিত। ইহাই সহীহ। ইহা মদীনা মুনাওয়ারা হইতে তিন মনযিল দূরে অবস্থিত একটি উপত্যকা। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আবূ সাঈদ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে 'উসফান' নামক স্থানে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু ইহাতে আপত্তি আছে। সহীহ হইতেছে যে, ঘটনাটি 'কাহা' নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল যাহা আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৬)

فَعَقَرْتُهُ (উহাকে শিকার করিলাম)। অর্থাৎ قتلته (আমি উহাকে হত্যা করিলাম)। মূলতঃ العقر শব্দটি الجرح (জখম করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং শিকারকৃত জন্তু জখম করার অর্থ হইতেছে উহাকে জবাই করা। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৭)

هُوَحَلَالٌ فَكُلُوهُ (ইহা হালাল, সুতরাং তোমরা ইহা খাও)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই বাক্যে امر এর সীগাটি ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত নহে; বরং মুবাহ-এর অর্থে ব্যবহৃত। কেননা, ইহা তাহাদের জায়িয হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা ছিল, ওয়াজিব হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে নহে। অর্থাৎ ইহা আহার করা তোমাদের জন্য জায়িয। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৭)

(২৭৪২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ".

(২৭৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা (রহ.) তাহারা ... আবূ কাতাদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন। যখন তিনি মক্কা মুকাররমার একটি পথে পৌঁছিলেন তখন তিনি স্বীয় কতক মুহরিম সাথীসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে পড়িয়া গেলেন। তবে তিনি মুহরিম ছিলেন না। এমতাবস্থায় তিনি একটি জংলী গাধা প্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় ঘোড়ায় আরোহণ করিলেন এবং সাথীগণকে নিজ চাবুক তুলিয়া দিতে বলিলেন। তাহারা উহা তুলিয়া দিতে রাযী হইলেন না। পুনরায় তাহাদেরকে নিজের বল্লমটি তুলিয়া দিতে বলিলেন, এইবারও তাহারা অস্বীকার করিলেন। অতঃপর তিনি নিজেই উহা তুলিয়া নিলেন এবং ঘোড়া হাকাইয়া গাধাটি শিকার করিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতক (মুহরিম) সাহাবী উহার গোশত খাইলেন এবং কতক উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পৌঁছিয়া তাঁহাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রচুর খাদ্য দয়াময় আল্লাহ তোমাদের দান করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَبَى بَعْضُهُمْ (আর তাহাদের কতক (আহার করিতে) অস্বীকার করিলেন)। প্রকাশ্য যে তাহাদের কাছে শিকারকৃত জন্তুটি নিয়া আসার সময়ে প্রথমে মতানৈক্য হইয়া কতক আহার করেন আর কতক বিরত থাকেন। অতঃপর আহারকারীগণের মধ্যেও আহার করিবার পর সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৭)

إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ (নিশ্চয়ই ইহা খাদ্য)। طُعْمَةٌ শব্দটি ط বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে طعام (খাদ্য) অর্থে ব্যবহৃত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৭)

(২৭৪৩) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضى الله عنه فِي حِمَارِ الْوَحْشِ. مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّضْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ".

(২৭৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, জংলী গাধা সম্পর্কিত হাদীছখানা রাবী আবূ নাসর (রহ.) বর্ণিত

হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে রাবী যায়দ বিন আসলাম (রহ.)-এর বর্ণনায় আরও আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কিছু গোশত তোমাদের নিকট আছে কি?

(২৭৪৪) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتُّهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَانْطَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرَفِّعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ انْتَظِرْهُمْ. فَانْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْقَوْمِ "كُلُوا". وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

(২৭৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সালিহ বিন মিসমার সুলামী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা হুদায়বিয়ার বৎসর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত গেলেন, তাঁহার সাথীবর্গ ইহরাম বাঁধিলেন আর তিনি (আবূ কাতাদা রাযিঃ) ইহরাম বাঁধিলেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হইল যে, শত্রুরা গাইকা নামক স্থানে ওঁত পাতিয়া রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার চলা অব্যাহত রাখিলেন। আবূ কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার সাথীগণের সহিত ছিলাম। তাহাদের কতক আমার দিকে দৃষ্টি করিয়া মুচকি হাসিলেন। আমি তাকাইয়া দেখি একটি জংলী গাধা। আমি বর্শার আঘাতে উহার গতি রোধ করিলাম এবং সাথীগণের সাহায্য চাহিলাম। কিন্তু তাহারা আমাকে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিল। আমি উহার গোশত আহার করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে পৃথক হইয়া পড়িবার আশংকা করিলাম। ফলে আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিবার লক্ষ্যে কখনও ঘোড়া হাকাইয়া আবার কখনও পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, মধ্যরাত্রিতে গিফার সম্প্রদায়ের এক লোকের সাক্ষাত পাইলাম এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কোথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাত পাইয়াছ? সে বলিল, আমি তাঁহাকে 'তিহিন' নামক স্থানে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি এবং তিনি 'সুকইয়া' নামক স্থানে দুপুরে কায়লূলা (মধ্যাহ্ন ভোজের পরবর্তী হালকা নিদ্রা যাপন) করার মনস্থ করিয়াছেন। (আবূ কাতাদা রাযিঃ বলেন) আমি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সাহাবাগণ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন এবং আপনার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত কামনা করিয়াছেন। তাহারা আপনার হইতে পৃথক হইয়া পড়িবার আশংকা করিয়াছেন। কাজেই আপনি তাহাদের জন্য অপেক্ষা করুন। অতঃপর তিনি তাদের জন্য অপেক্ষা করিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি শিকার ধরিয়াছি এবং উহার কিছু অংশ আমার নিকট অবশিষ্ট আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমরা খাও। আর তখন তাহারা মুহরিম ছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ (হুদায়বিয়ার বৎসর)। পরবর্তী ২৭৪৫নং উছমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব (রহ.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন এবং আমরাও তাঁহার সফরসঙ্গী হইলাম)। আল্লামা ইসমাঈলী (রহ.) বলেন, এই (উছমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব (রহ.)-এর) রিওয়ায়ত ভুল। কেননা, এই ঘটনা ছিল উমরার সময়কার। আর হজ্জের সফরে তো তিনি বহু লোক নিয়া একসাথে সড়ক পথে রওয়ানা করিয়াছিলেন, সমুদ্রতীরের পথে নহে। সম্ভবতঃ রাবী উমরার ইহরাম অবস্থায় রওয়ানা হওয়াকেই ভুলে হজ্জের ইহরাম বলিয়াছেন। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার বলেন, ইহা ভুল নহে; বরং রূপক অর্থে এইরূপ ব্যবহার করা যায়। মূলতঃ হজ্জ তো বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা হয়। যেন তিনি বলিয়াছেন خرج قاصدا للبيت (বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন)। এই কারণেই উমরাকে الحج الاصغر (ছোট হজ্জ) বলা হয়। অতঃপর আমরা মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মাকাদ্দামী (রহ.) সূত্রে আবূ আওয়ানা (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে এই শব্দে পাইয়াছি যে خرج حاجا او معتمرا (তিনি হজ্জ কিংবা উমরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন)। আল্লামা বায়হাকী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই রিওয়ায়তে আবূ আওয়ানা (রহ.) হইতে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু ইয়াহইয়া বিন আবূ কাছীর (রহ.) দৃঢ়ভাবে বলেন যে, ঘটনাটি عمرة الحديبية (হুদায়বিয়ার উমরা)-এর সময় হইয়াছিল। আর ইহাই নির্ভরযোগ্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৭-২২৮)

يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَيَّ (তাহাদের কতক আমার দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিলেন)। শারেহ নওয়াভী বলেন, আমাদের দেশের সকল নুসখায় إِلَيَّ শব্দের ى বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। আল্লামা কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, ইহা ভুল ও উচ্চারণ-বিকৃত। ইহা হইতে بعض শব্দ ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সঠিক হইতেছে يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ (তাহাদের কতক কতকের দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিলেন)। যেমন অন্যান্য সকল সূত্রে অনুরূপ আছে। অতঃপর আলোচ্য রিওয়ায়তের এই বাক্যের দুর্বলতা প্রমাণ করে বলেন যে, তাহারা যদি আবূ কাতাদা (রাযিঃ)-এর দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসেন তাহা হইলে তো ইহা শিকারের প্রতি বড় ধরণের ইশারা হইয়া যায়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেহ কি তাহাকে শিকারের নির্দেশ কিংবা উহার দিকে ইশারা করিয়াছিলে। তাহারা জবাবে বলিলেন, না। আর ইহা সর্বসম্মত অভিমত যে, কোন মুহরিম ব্যক্তি হালাল ব্যক্তিকে শিকারের দিকে ইশারা করিলে উহা হইতে আহার করিতে পারিবে না। তবে আহার করিলে জরিমানা ওয়াজিব হইবার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। শারেহ নওয়াভী বলেন, এই রিওয়ায়ত ও অন্য রিওয়ায়ত দ্বারা আলোচ্য হাদীছের বিশুদ্ধতা খন্ডন করা সম্ভব নহে। কেননা, শুধু কাহারও দিকে তাকাইয়া হাসি দেওয়ার দ্বারা ইশারা প্রমাণিত হয় না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৮)

وَهُوَقَائِلٌ السُّقْيَا (এবং তিনি 'সুকইয়া' নামক স্থানে দুপুরে কায়লুলা করার মনস্থ করিয়াছেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, قائل শব্দটি দুইভাবে বর্ণিত আছে। এতদুভয় বর্ণনার মধ্যে অধিক সহীহ এবং প্রসিদ্ধ হইতেছে (এক) الف এবং لام এর মাঝখানে همزه বর্ণ দ্বারা পঠিত। ইহা قيلولة (মধ্যাহ্নভোজের পরবর্তী হালকা নিদ্রা) হইতে উদ্ভূত। অর্থাৎ আমি তাঁহাকে রাত্রে তি'হিন নামক স্থানে ছাড়িয়া আসিয়াছি এবং তিনি মনস্থ করিয়াছেন 'সুকইয়া' নামক স্থানে কায়লূলা (মধ্যাহ্নভোজের পরবর্তী হালকা নিদ্রা যাপন) করিবেন। সুতরাং هوقائل এর অর্থ سيقيل (অচিরেই কায়লূলা করিবেন)। (দুই) انه قابل তথা باء বর্ণ দ্বারা পঠিত। যাহা বিরল ব্যবহার ও উচ্চারণ বিকৃতি। তবে যদি সহীহ হয় তাহা হইলে ইহার অর্থ হইবে তি'হিন নামক স্থানটি 'সুকইয়া'-এর বিপরীতে অবস্থিত। প্রথম পদ্ধতিতে هو সর্বনামটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে 'তি'হিন' স্থানের দিকে প্রত্যাবর্তিত। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে হাদীছের অর্থ 'আমি তাঁহাকে 'তি'হিন' নামক স্থানে ছাড়িয়া আসিয়াছি আর 'তি'হিন' স্থানটি 'সুকইয়া'-এর বিপরীতে অবস্থিত।' তবে নিঃসন্দেহে প্রথম পদ্ধতি অধিক সহীহ এবং বেশী ফায়দাযুক্ত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৯)

(২৭৪৫) حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ "خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي". قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ. فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ. فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. فَقَالَ "هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَىْءٍ". قَالَ قَالُوا لاَ. قَالَ "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا".

(২৭৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল জাহদারী (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সফরে বাহির হইলেন এবং আমরাও তাঁহার সফরসঙ্গী হইলাম। রাবী আবূ কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য পথে চলিলেন এবং আবূ কাতাদা (রাযিঃ)সহ কতিপয় সাহাবীকে (অন্য পথে চলার নির্দেশ দিয়া) ইরশাদ করিলেন, তোমরা আমার সহিত সাক্ষাৎ না করা পর্যন্ত সমুদ্র তীরের পথে অগ্রসর হও। রাবী আবূ কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, ফলে তাহারা সমুদ্র উপকুল বরাবর পথে চলিলেন, তাহারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথে মোড় নিলেন তখন আবূ কাতাদা (রাযিঃ) ছাড়া আর সকলেই ইহরাম বাঁধিলেন, তিনি ইহরাম বাঁধিলেন না। এই অবস্থায় চলিতে চলিতে হঠাৎ কতগুলি জংলী গাধা দেখিতে পাইলেন এবং আবূ কাতাদা (রাযিঃ) এইগুলিকে আক্রমণ করিয়া একটি গাধী শিকার করিলেন। অতঃপর তথায় অবতরণ করিয়া গাধীর গোশত আহার করিলেন। আবূ কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর তাহারা বলিলেন, আমরা শিকারকৃত জন্তুর গোশত আহার করিলাম অথচ আমরা মুহরিম। আবূ কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর তাহারা অবশিষ্ট গাধীর গোশত বহন করিয়া নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত মিলিত হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইহরাম বাঁধিয়াছিলাম কিন্তু আবূ কাতাদা (রাযিঃ) হইরাম বাঁধেন নাই। এমতাবস্থায় আমরা কতগুলি জংলী গাধা প্রত্যক্ষ করিলাম। আবূ কাতাদা (রাযিঃ) এইগুলির উপর আক্রমণ করিয়া উহাদের হইতে একটি গাধী শিকার করিয়া ফেলেন, অতঃপর আমরা তথায় অবতরণ করিয়া ইহার গোশত আহার করিয়াছি। অতঃপর আমরা পরস্পর বলিলাম, আমরা মুহরিম অবস্থায় শিকারকৃত জন্তুর গোশত আহার করিলাম অথচ আমরা মুহরিম। যাহা হউক আমরা অবশিষ্ট গোশত বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কেহ কি উহা শিকার করার নির্দেশ কিংবা ইশারার মাধ্যমে সহযোগিতা করিয়াছ? তাহারা (জবাবে) আরয করিলেন, না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তোমরা অবশিষ্ট গোশত খাও।

(২৭৪৬) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا". وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ "أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ". أَوْ "أَصَدْتُمْ". قَالَ شُعْبَةُ لاَ أَدْرِي قَالَ "أَعَنْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ".

(২৭৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কাসিম বিন যাকারিয়া (রহ.) তাহারা ... উছমান বিন আবদুল্লাহ বিন মাওহাব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন, তবে রাবী শায়বান (রহ.)-এর বর্ণনায় আছে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কেহ কি তাহাকে গাধীটি শিকার করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিলে? কিংবা উহার দিকে ইশারা করিয়াছিলে? আর শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি ইশারা করিছিলে কিংবা সাহায্য করিয়াছিলে কিংবা শিকার করিয়াছিলে? রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহায্য করিয়াছিলে কিংবা শিকার করিয়াছিলে? এই দুইটি বাক্য বলিয়াছিলেন কি না আমার জানা নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَشَرْتُمْ (তোমরা কি (শিকারের দিকে) ইশারা করিয়াছিলে)। 'মিরকাত' গ্রন্থে আছে الدلالة (নির্দেশনা, নির্দেশ, পথ প্রদর্শন, পরিচালনা, লক্ষণ, প্রমাণ) এবং اشارة (ইশারা করা, ইঙ্গিত দেওয়া, সঙ্কেত দেওয়া, নির্দেশ করা)-এর মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, প্রথমটি لسان (জিহবা, ভাষা, কথা)-এর সাহায্যে এবং দ্বিতীয়টি হাতের সাহায্যে করা হয়। আর কেহ বলেন, প্রথমটির অনুপস্থিতিতে এবং দ্বিতীয়টি উপস্থিতিতে ইশারা করা। আর কেহ বলেন, উভয়টির অর্থ এক। আর ইহা মুহরিম ব্যক্তির জন্য হারাম চাই হারম শরীফের বাহিরে হউক কিংবা হারম শরীফের অভ্যন্তরে। আর মুহরিম এবং গায়রে মুহরিম ব্যক্তির জন্য হারম শরীফের অভ্যন্তরে শিকারের দিকে ইশারা করা হারাম। অতঃপর তাহার উপর জরিমানা ওয়াজিব হইবে। ইহার বিস্তারিত শর্তসমূহ স্বীয় স্থানে ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৯)

أَوْ أَصَدْتُمْ (কিংবা শিকারের নির্দেশ দিয়াছিলেন।) কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, أَصَدْتُمْ শব্দের ص বর্ণে তাশদীদবিহীন পঠিত। ইহার অর্থ امرتم بالصيد (তোমরা শিকারের জন্য নির্দেশ দিয়াছিলে)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২২৯)

(২৭৪৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ رضى الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فَأَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي قَالَ فَاصْطَدْتُ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً. فَقَالَ "كُلُوهُ" وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

(২৭৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান দারেমী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা তাহাকে জানাইয়াছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হুদায়বিয়ার গযুয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। আবূ কাতাদা (রাযিঃ) বলেন, আমাকে ছাড়া বাকী সকলেই উমরার জন্য ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। আমি একটি জংলী গাধা শিকার করিলাম এবং আমার মুহরিম সাথীবর্গকে ইহার গোশত খাওয়াইলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাযির হইয়া তাঁহাকে জানাইলাম যে, শিকারকৃত গাধার অবশিষ্ট গোশত আমাদের কাছে আছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, উহা তোমরা খাও, আর তাঁহারা ছিলেন মুহরিম অবস্থায়।

(২৭৪৮) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَ "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَىْءٌ" . قَالُوا مَعَنَا رِجْلُهُ . قَالَ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا .

(২৭৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদা যাববী (রহ.) তিনি ... আবূ কাতাদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (এক সফরে) বাহির হইলেন। তাহারা সকলেই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আর আবূ কাতাদা (রাযিঃ) হালাল অবস্থায় ছিলেন, অতঃপর অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। তবে এই হাদীছে আছে তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের কাছে কি উহার কিছু আছে? তাহারা (জবাবে) আরয করিলেন, আমাদের কাছে উহার পা (-এর গোশত) আছে। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা নিয়া আহার করিলেন।

(২৭৪৯) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَإِسْحَاقُ عَنْ جَرِيرٍ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ فِي نَفَرٍ مُحْرِمِينَ وَأَبُو قَتَادَةَ مُحِلٌّ وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ "هَلْ أَشَارَ إِلَيْهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ أَوْ أَمَرَهُ بِشَىْءٍ" . قَالُوا لاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ "فَكُلُوا" .

(২৭৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা ও ইসহাক (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন আবূ কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবূ কাতাদা (রাযিঃ) একদল মুহরিম লোকের সহিত ছিলেন। তবে তিনি হালাল অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে (এতখানি অতিরিক্ত আছে যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কোন লোক কি শিকারের দিকে ইশারা করিয়াছে কিংবা কোনরূপ নির্দেশ দিয়াছে? তাহারা (জবাবে) আরয করিলেন, না। ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ইরশাদ করিলেন তাহা হইলে উহা তোমরা খাও।

(২৭৫০) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(২৭৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন উছমান তায়মী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, একবার আমরা ইহরাম অবস্থায় তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রাযিঃ)-এর সহিত ছিলেন। তাহাকে শিকারকৃত পাখীর গোশত হাদিয়া দেওয়া হইল এবং তালহা (রাযিঃ) তখন নিদ্রায় ছিলেন। আমাদের কেহ কেহ আহার করিলেন আর কেহ কেহ বিরত রহিলেন। অতঃপর তালহা জাগ্রত হইলে গোশত আহারকারীগণের অনুকুলে মত প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (ইহরাম অবস্থায়) উহা আহার করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ (তাহাকে (শিকারকৃত) পাখির (ভুনা) গোশত হাদিয়া দেওয়া হইল)। অর্থাৎ مشوى (শিক কাবাব) কিংবা مطبوخ (রান্নাকৃত) পাখীর গোশত। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩০)

وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ (এবং আমাদের কতক বিরত থাকিলেন)। অর্থাৎ এই ধারণায় যে, ইহা মুহরিম ব্যক্তিদের জন্য আহার করা জায়িয নাই। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩০)

بَابُ مَا يُنْدَبُ لِلْمُحْرِمِ وَغَيْرِهِ قَتْلُهُ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ হারম ও হারমের বাহিরে মুহরিম এবং হালাল ব্যক্তি কোন্ কোন্ জানোয়ার হত্যা করা জায়িয

(২৭৫১) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مِقْسَمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". قَالَ فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ قَالَ تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.

(২৭৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাহারা ... কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ এমন চার প্রকার অন্যায়কারী অবাধ্য জন্তু হারম শরীফ এবং হারম শরীফের বাহিরে হত্যা করা যায় ঃ চিল, কাক, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর। রাবী (উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি কাসিম (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, সাপের ব্যাপারে আপনার রায় কি? তিনি (জবাবে) বলিলেন ঃ উহাকে লাঞ্ছিতভাবে হত্যা করা হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ (সবগুলি অন্যায়কারী, অবাধ্য)। শারেহ নওয়াভী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এইগুলিকে فَاسِقٌ নামে নামকরণ অভিধানের দৃষ্টিতে খুবই যথার্থ হইয়াছে। কেননা, মূলতঃ الفسق এর আভিধানিক অর্থ الخروج (বাহির হওয়া, নির্গত হওয়া)। এই কারণেই তাজা চারা যখন খোসা হইতে বাহির হয় তখন বলা হয় فسقت الرطبة (তাজা চারা নির্গত হইয়াছে)। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ (সে তাহার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করিল। -সূরা কাহফ ৫০) অর্থাৎ خرج (বাহির হইয়া গিয়াছে)। رجل (লোক)কে فاسق হিসাবে নাম করণের কারণ হইতেছে যে, সে তাহার রবের আনুগত্য হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। কাজেই ইহা একটি বিশেষ বাহির হওয়া। আর জন্তু-জানোয়ারকে فسق (অবাধ্য) গুণে গুণান্বিত করিবার কারণ কেহ বলেন, প্রাণী হত্যা করা হারাম হওয়ার হুকুম হইতে এইগুলি বাহির হইয়া গিয়াছে। আর কেহ বলেন, আহার করা হালাল হওয়া হইতে এইগুলি বহির হইয়া গিয়াছে। যেমন আল্লাহ তাআলার ইরশাদ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ (যবেহ করা জন্তু, যা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় তা অবৈধ। -সূরা আনআম-১৪৫) এবং وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ (যেইসকল জন্তুর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় না, সেইগুলি থেকে ভক্ষণ করিও না। ইহা ভক্ষণ করা গোনাহ। -সূরা আনআম-১২১)। আর কেহ কেহ বলেন, এইসকল

প্রাণীগুলি কষ্ট প্রদান, অন্যায় করণ এবং অনুপকারী হওয়ার দিক দিয়ে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের হুকুম হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩০)

الْحِدَأَةُ (চিল, মাংসভোজী হিংস্র পাখি বিশেষ)। الْحِدَأَةُ শব্দটির ح বর্ণে যের د বর্ণে যবর, অতঃপর মদবিহীন همزه দ্বারা পঠিত। সাহিবুল মুহকাম (রহ.) হইতে মদসহ বর্ণিত আছে। এই শব্দে ة বর্ণটি একক বুঝানোর জন্য অতিরিক্ত লওয়া হইয়াছে স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইবার জন্য নহে; বরং ইহা تمرة শব্দের ة এর অনুরূপ। আল্লামা আযহারী (রহ.) হইতে শব্দটি همزه এর পরিবর্তে واو দ্বারা حدوة নকল করা হইয়াছে। আর কতক সূত্রে সামনে আগত রিওয়ায়তে حديا (চিল) বর্ণিত হইয়াছে। حديا শব্দটির ح বর্ণে পেশ এবং ى বর্ণে মদবিহীন তাশদীদসহ পঠিত। حدأة (চিল)-এর বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হইতেছে যে, সে পাখিদের সহিত অবস্থান করে। বলা হইয়া থাকে যে, সে ডান দিক হইতে ছোঁ মারিয়া (মুরগীছানা ইত্যাদি) ছিনাইয়া নেয়। -(ফঃ মুলঃ ৩ঃ২৩১)

وَالْغُرَابُ (কাক)। পরবর্তী (২৭৫২নং) সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব (রহ.) সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে الابقع (সাদা-কালো দাগযুক্ত নানান রঙ বিশিষ্ট) বন্দীত্বসহ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবনু খাযীমা (রহ.) বলেন, ইহা এমন একটি বাক্য যাহা مطلق (শর্তমুক্ত, নিরংকুশ)কে مقيد (শর্তযুক্ত)-এর উপর আরোপ করা হইয়াছে। আল্লামা ইবন কুদামা (রহ.) বলেন, ابقع বন্ধীত্বের কারণে সেই কাক সম্পৃক্ত হইল যাহার গোশত আহার করা হারাম এবং মানুষকে কষ্ট প্রদান করে।

উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে এই হুকুম হইতে সেই সকল ছোট কাক বহির্ভূত যাহারা শস্যদানা আহার করে। ইহাকে غراب الزرع (ক্ষেত কাক) বলা হয়। আবার الزاغ (ছোট কাক)ও বলা হইয়া থাকে। উলামা কিরাম ইহা খাওয়া জায়িয বলিয়া ফতোয়া দেন। ইহা ছাড়া সকল প্রকার কাকই الابقع এর অন্তর্ভুক্ত। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থকার (রহ.) লিখিয়াছেন, কাক পাঁচ প্রকার ঃ

(১) العقعق ঃ লম্বা লেজ বিশিষ্ট কাক আকৃতির এক প্রকার অলক্ষুণে পাখি। -(আল মু'জামুল ওয়াফী ৭০৩) কামুস অভিধানে আছে ইহা অতি সাদা পাখি যাহাতে কালো সাদা রেখা আছে। ইহার স্বর العين والقاف (আইন কাফ) সাদৃশ্য।

(২) الابقع ঃ যাহার পিঠ কিংবা পেট সাদা।

(৩) الغداف ঃ এক প্রকার পালক বহুল শকুন, দাঁড় কাক। অভিধানবিদগণের কাছে ইহাই الابقع বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাকে غراب البين (বিচ্ছেদ কাক)ও বলা হয়। কেননা, হযরত নূহ (আঃ) যখন ইহাকে কোন একটি দেশের খবর সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন সে মরদেহ ভক্ষণে লিপ্ত হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

(৪) الاعصم ঃ যাহার পা, ডানা কিংবা পেট শুভ্র অথবা রক্তিম বর্ণ।

(৫) الزاغ ঃ (ছোট কাক)। ইহাকে غراب الزراع (ক্ষেত কাকও) বলা হইয়া থাকে। ইহা শস্যদানা আহারকারী ছোট কাক। 'হিদায়া' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, হাদীছ শরীফে উল্লিখিত غراب (কাক) দ্বারা الغداف এবং الابقع জাতীয় কাক মর্ম। কেননা, এতদুভয় মরদেহ ভক্ষণ করে। غراب الزراع অনুরূপ নহে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩১)

الْفَارَةُ (ইঁদুর)। الْفَارَةُ শব্দের همزه বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইহাকে تسهيل (সহজ করিয়া)ও পড়া জায়িয। ইহরাম অবস্থায় ইঁদুর হত্যা করা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩১)

وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (হিংস্র কুকুর)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, পশুসুলভ কুকুর এবং শিকারী কুকুর ইহা যেন মিশ্রবস্তু। পাহারা ও শিকার করানোর কাজে নেওয়া যায়। ইহার মধ্যে চিহ্ন দেখিয়া চলা, ঘ্রাণের দ্বারা অবস্থা অনুধাবন, নজরদারি, নিদ্রার লঘুত্ব, প্রেমের ভান করা ও প্রশিক্ষণ লাভের গুণ রহিয়াছে যাহা অন্য কোন জন্তু জানোয়ারের মধ্যে নাই। কেহ বলেন, সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ) কুকুরকে নজরদারির জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হাদীছ শরীফে كلب العقور (হিংস্র কুকুর) দ্বারা কি মর্ম এই বিষয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতানৈক্য আছে যে, ইহা দ্বারা কি কুকুর হিংস্র হওয়া মর্ম না অন্য কিছু? এই ব্যাপারে সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) হইতে হাসান সনদে বর্ণিত, তিনি আবূ হুরায়রা (রাযি) হইতে, তিনি বলেন, الكلب العقور الاسد (হিংস্র কুকুর হইতেছে সিংহ)।

সুফয়ান (রহ.) হইতে, তিনি যায়েদ বিন আসলাম হইতে বর্ণিত, লোকেরা তাঁহাকে كلب العقور সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, اى كلب اعقر من الحية (যেই কুকুর সাপ হইতে অধিক আহত করে)। ইমাম যুফার (রহ.) বলেন, এই স্থানে كلب العقور দ্বারা বিশেষভাবে নেকড়ে বাঘ মর্ম।

ইমাম মালিক (রহ.) স্বীয় 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে বলেন, যেই সকল জন্তু-জানোয়ার মানুষকে আহত করে, আক্রমণ করে এবং আতঙ্কিত করে। যেমন- সিংহ, চিতাবাঘ, বাঘ ও নেকড়ে বাঘ ইহারাই العقور (হিংস্র)। অনুরূপ আবূ উবায়দ (রহ.) সুফয়ান (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন, ইহা জমহুরের অভিমত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, এই স্থানে الكلب দ্বারা الكلب الخاصة (বিশেষ কুকুর) মর্ম। এই হুকুমে নেকড়ে বাঘ ছাড়া অন্য কিছু যুক্ত হয় না।

আবূ উবায়দ (রহ.) জমহুরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত ইরশাদ দ্বারা দলীল দিয়াছেন যে, اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الاسد (হে আল্লাহ! আপনি আপনার কুকুরসমূহের মধ্য হইতে কোন কুকুরকে তাহার উপর কর্তৃত্ব দান করুন। অতঃপর তাহাকে সিংহ হত্যা করিয়াছে)। ইহা হাসান হাদীছ। হাকিম নকল করিয়াছে।

তিনি আল্লাহ তাআলার ইরশাদ দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ (যে সকল শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে। -সূরা মায়িদা- ৪)। كلب হইতে ইহার বুৎপত্তি। এই কারণে প্রত্যেক আহতকারীকে عقور (হিংস্র) বলা হয়।

تُقْتَلُ بِصُغْرِنَهَا (উহাকে লাঞ্ছিতভাবে হত্যা করা হইবে)। صغر শব্দটির ص বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। অর্থাৎ بمذلة واهانة (লাঞ্ছনা ও অবমাননার সহিত)। সাপ হত্যার ব্যাপারে শরীআতে স্পষ্ট হুকুম। যেমন, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাযিঃ) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে এবং সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত,

قال بينما نحن مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غار بمنى اذ نزل عليه 'والمرسلات' ، وانه ليتلوها و انى لاتلقاها من فيه وان فاه لرطب بها اذ وثب علينا حية فقال النبى صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبى صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها ، قال ابوعبد الله انما اردنا بهذا ان منى من الحرم وانهم لم يروا بقتل الحية بأسا -

(আবদুল্লাহ (রাযিঃ) বলেন, মিনাতে পাহাড়ের কোন এক গুহায় আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁহার প্রতি সূরা 'আল মুরসালাত' নাযিল হইল। তিনি সূরাখানি তিলাওয়াত করিতেছিলেন। আর আমি তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে গ্রহণ করিতেছিলাম। তাঁহার মুখ তিলাওয়াতের ফলে সিক্ত ছিল। হঠাৎ আমাদের সামনে একটি সাপ লাফাইয়া পড়িল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহাকে মারিয়া ফেল। আমরা দৌড়াইয়া গেলে সাপটি চলিয়া গেল। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, রক্ষা পাইল সাপটি তোমাদের অনিষ্ট হইতে যেমন তোমরা রক্ষা

পাইলে ইহার অনিষ্ট হইতে। আবূ আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী রহ.) বলেন, এই হাদীছ হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, মিনা হারম শরীফের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহারা সাপ মারাকে কোন প্রকার দোষ মনে করিতেন না)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩২)

(২৭৫২) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا".

(২৭৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন, পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণীকে হারম এবং হারমের বাহিরে হত্যা করা যায়। সাপ, আবকা কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর এবং চিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(২৭৫১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

ফায়দা

আলোচ্য হাদীছে পাঁচটি অনিষ্টকর জন্তুর কথা বলা হইয়াছে। আর পরবর্তী হাদীছে চারটি আর কোন কোন রিওয়ায়তে ছয়টি অনিষ্টকর প্রাণীর কথা উল্লেখ আছে। উত্তর এই যে, অধিকাংশের মতে مفهوم عدد (নির্দিষ্ট সংখ্যা) দলীল নহে। আর যদিও নির্দিষ্ট সংখ্যা দলীল হয় তাহা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট সংখ্যা চার ইত্যাদির সহিত হত্যা জায়িয হওয়ার হুকুম খাস হইবে না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমতঃ শুধু চারটির হুকুম বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর বর্ণনা করিয়া দিলেন যে, চারটি ছাড়াও হত্যা জায়িয হইবার হুকুমের মধ্যে চারের সহিত শরীক আছে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত অধিকাংশ রিওয়ায়তে পাঁচটি বর্ণিত হইয়াছে আর কোন কোন রিওয়ায়তে চারটি আর কোন কোন রিওয়ায়তে ছয়টি বর্ণিত হইয়াছে। আবূ দাউদ শরীফে আবূ সাঈদ (রাযিঃ) সূত্রেও শায়বান (রহ.)-এর ন্যায় ছয়টি রহিয়াছে কিন্তু উহাতে سبع العادى (সীমালঙ্ঘণকারী হিংস্র জন্তু) অতিরিক্ত রহিয়াছে। ফলে উহা সাত সংখ্যায় পৌঁছিয়াছে। ইবন খাযীমা ও ইবনুল মুনযির (রহ.) আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে নেকড়ে বাঘ ও চিতা বাঘ অতিরিক্ত বর্ণিত আছে। সহীহ মুসলিম শরীফের ২৭৫৩নং রিওয়ায়তে العقرب (বিচ্ছু)-ও রহিয়াছে ফলে সর্বমোট দশটি হইয়া যায়। যাহা হউক আলোচ্য হাদীছে উল্লিখিত পাঁচটি হত্যার উপর হুকুম নির্দিষ্ট নহে।

'হিদায়া' গ্রন্থকার (রহ.) পাঁচটি নকল করিয়া বলিয়াছেন এইগুলি কষ্ট প্রদানে সূচনাকারী। হাশিয়ায় লিখিয়াছেন উল্লিখিত পাঁচটি ব্যতীত যেই সকল জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে সূচনাতেই কষ্ট প্রদানের কারণ পাওয়া যাইবে উহাকেই হত্যা করা জায়িয। 'আশইয়া' গ্রন্থে আছে ঃ اتفاق کرده اند علماء بر جواز قتل محرم برایشاں را وہر موزی را که جائز است قتل محرم در حل وحرم (উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে উল্লিখিত অনিষ্টকর জন্তুগুলি এবং অনুরূপ প্রত্যেক অনিষ্টকর প্রাণীকে মুহরিম ব্যক্তির জন্য হিল্ল এবং হারম-এর মধ্যে হত্যা করা জায়িয।) 'বজলুল মজহুদ' গ্রন্থের ৩ঃ১২৮ পৃষ্ঠায় আছে الكلب العقور (হিংস্র কুকুর)-এর হুকুমের মধ্যে সেই সকল প্রাণী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে যাহারা সূচনাতেই আক্রমণ করিয়া কষ্ট প্রদান করে। যেমন সিংহ, নেকড়ে বাঘ, বাঘ ও চিতাবাঘ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তানযিমুল আশতাত ২ঃ১০৫-১০৬)

টীকা

فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ (হারম এবং হারম-এর বাহিরে)। মক্কা মুকাররমার চতুর্দিকের একটি নির্দিষ্ট স্থানকে حرم (হারম) বলে, যাহাতে প্রাণী নিধন করা নিষেধ। আর এই নির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত জমিনের যাবতীয় অংশকে حِلّ (হারম-এর বাহির) বলে। -(অনুবাদক)

(২৭৫৩) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

(২৭৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রাবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পাঁচ প্রকার দুষ্ট প্রাণীকে হারম এবং হারম-এর বাহিরে হত্যা করা যায়। বিচ্ছু, ইঁদুর, কাক, চিল ও হিংস্র কুকুর।

(২৭৫৪) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الإِسْنَادِ.

(২৭৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৭৫৫) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

(২৭৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণীকে হারম-এর মধ্যেও নিধন করা হইবে ঃ ইঁদুর, বিচ্ছু, কাক, চিল এবং হিংস্র কুকুর।

(২৭৫৬) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ.

(২৭৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচটি অন্যায়কারী জন্তু-জানোয়ার হারম ও হারম শরীফের বাহিরে হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। অতঃপর তিনি রাবী ইয়াযীদ বিন যুরাই' (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৭৫৭) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ".

(২৭৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, পাঁচটি জন্তু-জানোয়ারের প্রত্যেকটিই অন্যায়কারী। ইহাদেরকে হারম শরীফের অভ্যন্তরেও নিধন করা যাইবে। কাক, চিল, হিংস্র কুকুর, বিচ্ছু ও ইঁদুর।

(২৭৫৮) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " . وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ " فِي الْحُرُمِ وَالإِحْرَامِ " .

(২৭৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাহারা ... সালিম (রহ.) হইতে, তিনি নিজ পিতা হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, পাঁচটি প্রাণী হারম শরীফে ও ইহরাম অবস্থায় হত্যা করাতে কোন গুনাহ নাই ঃ ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর। রাবী ইবন আবূ উমর (রহ.) স্বীয় রিওয়ায়তে 'হারম শরীফে ও ইহরাম অবস্থায়' বলিয়াছেন।

(২৭৫৯) حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

(২৭৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ পাঁচটি জন্তুর প্রতিটিই অনিষ্টকর। কেহ উহা হত্যা করিলে তাহার কোন দোষ হইবে না ঃ বিচ্ছু, কাক, চিল, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।

(২৭৬০) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ أَوْ أُمِرَ أَنْ تُقْتَلَ الْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ .

(২৭৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... যায়েদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুহরিম লোক কোন কোন জন্তু-জানোয়ার নিধন করিতে পারে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সহধর্মিণী জানাইয়াছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, হিংস্র কুকুর ও কাক হত্যা করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিংবা রাবী বলেন, হত্যা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(২৭৬১) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَارَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ . قَالَ وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا .

(২৭৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... যায়দ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবন উমর (রাযিঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। মুহরিম ব্যক্তি কোন্ কোন্ জন্তু নিধন করিতে পারে? তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সহধর্মিণী বলিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিংস্র কুকুর, ইঁদুর, বিচ্ছু, চিল, কাক ও সাপ হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলেন, এমনকি নামাযরত অবস্থায়ও (উহা নিধন করা যায়)।

(২৭৬২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

(২৭৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন পাঁচটি জন্তু আছে যাহা মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করিলেও কোন গুনাহ নাই ঃ কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং হিংস্র কুকুর।

(২৭৬৩) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " .

(২৭৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি নাফি’ (রহ.)কে বলিলাম, আপনি ইবন উমর (রাযিঃ)কে মুহরিম ব্যক্তির জন্য কোন্ কোন্ জানোয়ার হত্যা করা হালাল বলিতে শুনিয়াছেন? তখন নাফি’ (রহ.) আমাকে বলিলেন, আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আমাকে বলিয়াছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি এমন পাঁচ প্রকার জানোয়ার আছে কোন ব্যক্তি উহাদেরকে হত্যা করিলে তাহার কোন গুনাহ হইবে না ঃ কাক, চিল, বিচ্ছু, ইঁদুর ও হিংস্র কুকুর।

(২৭৬৪) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كُلُّ هَؤُلاَءِ عَنْ

نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. إِلاَّ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحْدَهُ وَقَدْ تَابَعَ ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ إِسْحَاقَ.

(২৭৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কামিল (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবনুল মুছান্না (রহ.) তাহারা সকলেই নাফি' (রহ.) সূত্রে হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী মালিক ও ইবন জুরাইজ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে শুধু ইবন জুরাইজ (রহ.) ব্যতীত অন্য কেহ বলেন নাই যে, عن نافع عن ابن عمر رض سمعت النبى صلى الله عليه وسلم (নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ইবন ওমর (রাযিঃ) হইতে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি) এই রিওয়ায়তে ইবন জুরাইজ (রহ.) ইবন ইসহাক (রহ.)-এর অনুসরণ করিয়াছেন।

(২৭৬৫) وَحَدَّثَنِيهِ فَضْلُ بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَا قُتِلَ مِنْهُنَّ فِي الْحَرَمِ". فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

(২৭৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ফযল বিন সাহল (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি ঃ পাঁচ প্রকারের জানোয়ার হারম শরীফে নিধন করিলে কোন গুনাহ নাই। অতঃপর অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৭৬৬) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضى الله عنهما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "خَمْسٌ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ حَرَامٌ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهِنَّ الْعَقْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا". وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى.

(২৭৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এমন পাঁচ প্রকাবের জানোয়ার আছে যেইগুলি ইহরাম অবস্থায়ও কোন ব্যক্তি হত্যা করিলে তাহার কোন গুনাহ হইবে না; ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে, বিচ্ছু, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর, কাক এবং চিল। হাদীছ শরীফের শব্দ ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.)-এর বর্ণিত।

মুসলিম ফর্মা -১১-১৪/১

بَابُ جَوَازِ حَلْقِ الرَّأْسِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى وَوُجُوبِ الْفِدْيَةِ لِحَلْقِهِ وَبَيَانِ قَدْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ওযরের কারণে ইহরাম অবস্থায় মাথা মুন্ডানো জায়িয, মাথা মুন্ডাইলে ফিদইয়া দেওয়া ওয়াজিব এবং ফিদইয়ার পরিমাণ

(২৭৬৭) وَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِى أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضى الله عنه قَالَ أَتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قَالَ الْقَوَارِيرِىُّ قِدْرٍ لِى. وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ بُرْمَةٍ لِى وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى فَقَالَ "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ". قَالَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً". قَالَ أَيُّوبُ فَلَا أَدْرِى بِأَىِّ ذَلِكَ بَدَأَ.

(২৭৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ রাবী' (রহ.) তাহারা ... কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হুদায়বিয়ার সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন এবং আমি তখন চুলায়, রাবী কাওয়ারীরী (রহ.) বর্ণনায় বলেন, আমার রান্নার হাঁড়ির নীচে এবং রাবী আবূ রবী' (রহ.)-এর বর্ণনায় বলেন, রান্নার পাতিলের নীচে আগুন জ্বালাইতেছিলাম আর উকুন আমার মুখমন্ডলের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাথার পোকাগুলি কি তোমাকে কষ্ট দিতেছে? রাবী বলেন, আমি (জবাবে) আরয করিলাম জী হ্যাঁ। তিনি বলিলেন তাহা হইলে তোমার মাথা মুন্ডাইয়া ফেল এবং (ইহার জাযাস্বরূপ) তিনদিন রোযা রাখ কিংবা ছয়জন মিসকীনকে খাওয়াও কিংবা একটি কুরবানী কর। রাবী আইয়্যূব (রহ.) বলেন, আমার স্মরণ নাই তিনি (মুজাহিদ) কোন শব্দটি প্রথমে বলিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ (তোমার মাথার পোকাগুলি কি তোমাকে কষ্ট দিতেছে?)। هَوَامُّ শব্দটির م বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত هامة এর বহুবচন। ইহা হইতেছে বুকে ভর দিয়া চলাচলকারী পোকা। এই স্থানে মানুষের শরীরের সেই সকল পোকা মর্ম যাহা দীর্ঘদিন গোসল না করিবার কারণে অপরিচ্ছন্নতার দরুন মানুষের শরীরে সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ রিওয়ায়তে নির্দিষ্টভাবে উকুন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। 'মিরকাত' গ্রন্থে আছে هَوَامُّ শব্দটি هامة এর বহুবচন। উহা হইতেছে পিঁপড়া ও উকুন সদৃশ ধীরস্থিরে চলাচলকারী পোকা। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ২৩৫)

أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً (কিংবা একটি কুরবানী কর)। অর্থাৎ তুমি একটি পশু কুরবানী কর। نسك শব্দটি ইবাদতের উপর এবং বিশেষভাবে কুরবানীর উপর প্রয়োগ হয়। এই রিওয়ায়তের বাচনভঙ্গী পবিত্র কুরআনের আয়াতের অনুকূলে। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ) ফিদ্ইয়া দেওয়ার বিষয়ে ইচ্ছাধীকার প্রদান করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, আলোচ্য রিওয়ায়তখানা আরও স্পষ্টভাবে সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ঃ عن كعب بن عجرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت فانسك نسيكه وان شئت فصم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم الحديث (হযরত কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ) বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি চাহিলে একটি কুরবানী কর। তুমি চাহিলে তিনদিন রোযা রাখিতে পার এবং ইচ্ছা করিলে (মিসকীনকে) আহার করাইতে পার। আল-হাদীছ)।

'মুয়াত্তা মালিক' গ্রন্থে আবদুল কারীম (রহ.) হইতে অন্য সনদে বর্ণিত হাদীছের শেষ অংশে রহিয়াছে, তুমি ইহার যাহাই কর যথেষ্ট। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩৫)

(২৭৬৮) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.

(২৭৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী, যুহায়র বিন হারব ও ইয়াকূব বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... আইয়্যূব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(২৭৬৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضى الله عنه قَالَ فِيَّ أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ "ادْنُهْ". فَدَنَوْتُ فَقَالَ "ادْنُهْ". فَدَنَوْتُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ". قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَظُنُّهُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَأَمَرَنِي بِفِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ.

(২৭৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ হইয়াছে ঃ "যাহারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়িবে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে (এবং এই কারণে সে মাথা মুন্ডন করিয়া ফেলে) তাহা হইলে তাহাকে ফিদইয়া হিসাবে রোযা রাখিবে কিংবা খায়রাত দিবে কিংবা কুরবানী করিবে"। -(সূরা বাকারা ১৯৬)। রাবী বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিলাম, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, নিকটে আস। ফলে আমি নিকটবর্তী হইলাম। অতঃপর তিনি পুনরায় ইরশাদ করিলেন, আরও নিকটে আস। অতএব আমি আরও নিকটবর্তী হইলাম। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার (মাথার) পোকাগুলি কি তোমাকে কষ্ট দিতেছে? রাবী ইবন আওন (রহ.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি (কা'ব (রাযিঃ) জবাবে) বলিয়াছিলেন, হ্যাঁ। হযরত কা'ব (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রোযা কিংবা সদকা কিংবা কুরবানীর মাধ্যমে যাহা আমার জন্য সহজ উহা দ্বারা ফিদইয়া আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন।

(২৭৭০) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً فَقَالَ "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ". قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ". قَالَ فَفِيَّ نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ".

(২৭৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছে দাঁড়াইলেন আর তখন তাহার মাথা হইতে উকুন ঝড়িয়া পড়িতেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার (মাথার) পোকাগুলি কি তোমাকে কষ্ট দিতেছে?

আমি আরয করিলাম, জী, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে তোমার মাথা মুন্ডাইয়া ফেল। রাবী বলেন, অতঃপর আমার সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়– "যাহারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়িবে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে (এবং এই কারণে মাথা মুন্ডন করিয়া ফেলে) তাহা হইলে যে ফিদইয়া হিসাবে রোযা রাখিবে কিংবা সদকা করিবে কিংবা কুরবানী করিবে"। -(সূরা বাকারা ১৯৬)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি তিনদিন রোযা রাখ কিংবা এক ফারাক (তিন সা') খাদ্য ছয়জন মিসকীনকে (অর্ধ সা') করিয়া দান কর কিংবা কুরবানী, এইগুলির যাহা তোমার জন্য সহজ উহাই কর।

(২৭৭১) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ هَذِهِ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَالْفَرَقُ ثَلاَثَةُ آصُعٍ أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً". قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ "أَوِ اذْبَحْ شَاةً".

(২৭৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমায় প্রবেশের পূর্বে হুদায়বিয়া নামক স্থানে তাহার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তখন তিনি মুহরিম ছিলেন এবং রান্নার হাঁড়ির নীচে আগুন জ্বালাইতেছিলেন। এমতাবস্থায় তাহার (মাথা হইতে) চেহারার উপর দিয়া উকুন ঝরিতেছিল। তখন তিনি বলিলেন, তোমার এই পোকাগুলি কি তোমাকে কষ্ট দিতেছে? কা'ব (রাযিঃ) বলিলেন, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাঁহা হইলে তোমার মাথা মুন্ডাইয়া ফেল এবং (ইহার ফিদইয়া আদায় করত) ছয়জন মিসকীনকে (অর্ধ সা' করিয়া) এক ফারাক খাদ্য দান কর। উল্লেখ্য যে, তিন সা' খাদ্যে এক ফারাক হয়, কিংবা তিন দিন রোযা রাখ কিংবা একটি কুরবানী কর। রাবী ইবন আবূ নাজীহ (রহ.) বলেন, কিংবা একটি বকরী কুরবানী কর।

(২৭৭২) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ لَهُ "آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ". قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "احْلِقْ رَأْسَكَ ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا أَوْ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ".

(২৭৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার সময় তাহার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মাথার পোকাগুলি কি তোমাকে কষ্ট দিতেছে। তিনি (কা'ব (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার মাথা মুন্ডন করিয়া ফেল। অতঃপর (ইহার ফিদইয়াস্বরূপ) একটি বকরী কুরবানী কর কিংবা তিনদিন রোযা রাখ কিংবা তিন সা' খেজুর ছয়জন মিসকীনকে (অর্ধ সা' করিয়া) আহার করিতে প্রদান কর।

(২৭৭৩) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ رضى الله عنه وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الآيَةِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَقَالَ كَعْبٌ رضى الله عنه نَزَلَتْ فِيَّ كَانَ بِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ "مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ مِنْكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةً". فَقُلْتُ لاَ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قَالَ صَوْمُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ طَعَامًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً وَهْىَ لَكُمْ عَامَّةً.

(২৭৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাহারা ... আবদুল্লাহ বিন মা'কিল (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ)-এর কাছে বসিলাম তখন তিনি মসজিদে (কুফাতে বসা) ছিলেন। অতঃপর আমি তাহাকে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "ফিদইয়া হিসাবে রোযা রাখিবে, সদকা করিবে কিংবা কুরবানী করিবে।" -(সূরা বাকারা ১৯৬)। তখন কা'ব (রাযিঃ) বলিলেন, এই আয়াত আমার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে। (ঘটনা এই যে,) আমার মাথায় কিছু কষ্ট ছিল। অতঃপর আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়া যাওয়া হইল আর তখন আমার চেহারার উপর দিয়া উকুন গড়াইয়া পড়িতেছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি উহাতে মনে হয় যে, তোমার খুবই কষ্ট হইতেছে। তুমি কি একটি বকরী পাইবে। আমি আরয করিলাম, না। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় "ফিদ্ইয়া হিসাবে রোযা রাখিবে, সদকা করিবে কিংবা একটি কুরবানী করিবে।" -(সূরা বাকারা ১৯৬)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তিন দিন রোযা রাখ কিংবা ছয়জন মিসকিনের প্রত্যেককে অর্ধ সা' করিয়া খাদ্য প্রদান করিবে। রাবী (কা'ব রাযিঃ) বলেন, আয়াতটি যদিও বিশেষভাবে আমার সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে কিন্তু ইহার হুকুম তোমাদের সকলের জন্য ব্যাপক।

(২৭৭৪) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَعْقِلٍ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَدَعَا الْحَلاَّقَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ "هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ". قَالَ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ خَاصَّةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً.

(২৭৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... কা'ব বিন উজরা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, তিনি মুহরিম অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (সফরে) বাহির হইলেন। তখন তাহার (কা'ব রাযিঃ-এর) মাথা ও দাঁড়িতে উকুন ছাইয়া যায়। অতঃপর এই খবর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর একজন মাথা মুন্ডনকারীকে ডাকিলেন। সে তাহার মাথা মুন্ডাইয়া দিল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কুরবানীর পশু আছে কি? রাবী (কা'ব রাযিঃ) বলিলেন, আমি ইহা সংগ্রহ করিতে অক্ষম। তখন তিনি তাহাকে তিন দিন রোযা রাখিবার কিংবা ছয়জন মিসকীনের প্রত্যেক দুই জন

মিসকীনকে এক সা' করিয়া খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে তাহার সম্পর্কে অবতীর্ণ করিলেন নিম্নোক্ত আয়াত ঃ "যাহারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়িবে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে ..... (সূরা বাকারা ১৯৬)। অতঃপর এই হুকুম সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَلْ عِنْدَكَ نُسُكٌ (তোমার কাছে কুরবানীর পশু আছে কি?)। অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত সময় ব্যতীত মাথা মুন্ডানো নিষিদ্ধ। তবে কাহারো অসুস্থতার কারণে মাথায় কষ্টের অনুভব হয় তাহা হইলে ফিদইয়া বাবত তিনটির যে কোন একটি দ্বারা আদায়ের এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, কিন্তু আলোচ্য আবদুল্লাহ বিন মা'কিল (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, কুরবানী পশু না পাইলে অপর দুইটি তথা রোযা বা খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে ফিদইয়া আদায়ের এখতিয়ার রহিয়াছে। কেননা, হাদীছের শব্দ হইল, "অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছে কুরবানীর পশু আছে কি? তিনি (কা'ব রাযিঃ) বলিলেন, আমি উহা সংগ্রহ করিতে অক্ষম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে তিন দিন রোযা রাখার কিংবা ছয় জন মিসকীনের প্রতি দুইজন মিসকীনকে এক সা' করিয়া খাদ্য প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার মর্ম এই নহে যে, কুরবানীর পশু সংগ্রহে অক্ষম হইলেই কেবল রোযা কিংবা সদকা করা দ্বারা ফিদইয়া আদায় যথেষ্ট হইবে; বরং মর্ম এইরূপ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছে কুরবানী আছে কি না তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। যদি কুরবানীর পশু থাকে তবে কুরবানী, রোযা কিংবা খাদ্য সদকার যে কোন একটি দ্বারা ফিদইয়া আদায় করার এখতিয়ার আছে। আর যদি কুরবানীর পশু না থাকে তবে রোযা কিংবা সদকা-এর যে কোন একটি দ্বারা ফিদইয়া আদায়ের এখতিয়ার আছে। আল্লাহ তাআলা সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩৫, (اوانسك نسيكه) এর অধীনে লিখিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ (প্রতি দুই মিসকীনের জন্য এক সা' ...)। مِسْكِينَيْنِ শব্দটি দ্বিবচনে ব্যবহৃত। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, সহীহ মুসলিম শরীফের কতক নুসখায় আলোচ্য যাকারিয়া (রহ.)-সূত্রে ইবনুল আসবাহানী (রহ.) বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে যে, او يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع (কিংবা ছয় জন মিসকীনের প্রত্যেককে এক সা' করিয়া খাদ্য দানের নির্দেশ দিলেন) ইহা বিকৃত (تحريف)। সঠিক হইতেছে সহীহ মুসলিম শরীফের সেই সহীহ নুসখাসমূহ যাহাতে রহিয়াছে যে, لِكُلِّ مِسْكِينَيْنِ صَاعٌ (প্রতি দুই মিসকীনের জন্য এক সা') অর্থাৎ مِسْكِينَيْنِ শব্দটি দ্বিবচনে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৩৭)

بَابُ جَوَازِ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির জন্য শিঙ্গা লগানো জায়িয

(২৭৭৫) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

(২৭৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবী শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় শিংগা লাগাইয়াছিলেন।

(২৭৭৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ.

(২৭৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন বুহায়না (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা মুকাররমা যাওয়ার পথে মুহরিম অবস্থায় মাথার মাঝখানে শিংগা লাগাইয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত মতে ওযর থাকিলে মাথার মধ্যেও শিংগা লাগানো জায়িয। যদিও তখন চুল কর্তন করিতে হয়। তবে চুল কর্তন করিলে ফিদইয়া দিতে হইবে। চুল কর্তন না করিলে ফিদইয়া দিতে হইবে না। ইহার দলীল আল্লাহ তাআলার ইরশাদ ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (যাহারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হইয়া পড়িবে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহা হইলে উহার পরিবর্তে রোযা রাখিবে, সদকা করিবে কিংবা কুরবানী করিবে। -সূরা বাকারা ১৯৬) চুলবিহীন স্থানে ওযর ছাড়াও মুহরিম অবস্থায় শিংগা লাগানো জায়িয। ইহা ইমাম শাফেয়ী ও জমহুরে উলামার অভিমত। ইহাতে ফিদইয়াও দিতে হইবে না।

ইমাম মালিক (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, মুহরিম অবস্থায় ওযর ছাড়া শিংগা লাগানো মাকরূহ। হাসান বাসরী (রহ.) বলেন, ইহাতে ফিদইয়া দিতে হইবে। আর আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীছদ্বয় ওযরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার ওযরের কারণে মাথা মুবারকের মাঝখানে শিংগা লাগাইয়াছিলেন। জমহুরে উলামার দলীল হইতেছে যে, ইহরাম অবস্থায় রক্ত বাহির করা হারাম নহে।

আলোচ্য হাদীছ হইতে কয়েকটি মাসয়ালার উদ্ভাবন হয়। ওযরের কারণে মুহরিম ব্যক্তি মাথা মুন্ডানো, সেলাইযুক্ত কাপড় পরা ও পশু হত্যা করা প্রভৃতি জায়িয তবে তাহার উপর ফিদইয়া দেওয়া ওয়াজিব হইবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ -(শরহে নওয়াভী ১ঃ৩৮৩)

بَابُ جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম অবস্থায় চক্ষুদ্বয়ের চিকিৎসা করানো জায়িয

(২৭৭৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ فَإِنَّ عُثْمَانَ رضى الله عنه حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.

(২৭৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... নুবাইহ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা (মুহরিম অবস্থায়) আবান বিন উছমান (রহ.)-এর সহিত সফরে বাহির হইলাম। আমরা যখন মালাল নামক স্থানে পৌঁছিলাম তখন উমর বিন উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর চক্ষুদ্বয়ে পীড়া দেখা দিল। আমরা রাওহা নামক স্থানে পৌঁছিলে তাহার চোখের ব্যথা আরও তীব্রতর হইল। তখন আবান বিন উছমান (রাযিঃ)-এর কাছে (ইহার

চিকিৎসার ব্যাপারে জানার জন্য) লোক পাঠানো হইল। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, চক্ষুদ্বয়ে মুসববর (চুখে ব্যবহার যোগ্য এক প্রকার তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধ বিশেষ) মাখিয়া দাও। কেননা, হযরত উছমান (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, মুহরিম অবস্থায় এক ব্যক্তির চক্ষুদ্বয়ে পীড়া দেখা দিলে তিনি তাহার চক্ষুদ্বয়ে মুসব্বর মাখিয়া দিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنِ اضْمِدْهُمَا بِالصَّبِرِ (চক্ষুদ্বয়ে মুসববর-এর প্রলেপ দাও) اضمد শব্দটির م বর্ণে যের দ্বারা امر -এর সীগায় পঠিত। আর পরবর্তী ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ (তাহার চক্ষুদ্বয়ে মুসব্বর-এর প্রলেপ দিয়াছিলেন) বাক্যে ضَمَّدَ শব্দটি ماضى (অতীতকালের) সীগা م বর্ণে তাশদীদবিহীন বা তাশদীদসহ পঠিত। আর اضمد শব্দটি অভিধানে م বর্ণে তাশদীদবিহীন আসিয়াছে। ইহার অর্থ اللطخ (মাখিয়া দেওয়া, প্রলেপ দেওয়া, ময়লা করা ও কলুষিত করা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪০)

بِالصَّبِرِ (মুসব্বর দ্বারা)। الصبر শব্দটির ب বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। উহা প্রসিদ্ধ ঔষধ অর্থাৎ اكتحل عينيه بالصبر (মুসব্বরের প্রলেপ দিয়া তাহার চক্ষদ্বয় সতেজ করিয়াছে)। কামূস অভিধানে আছে الصبر শব্দটি كتف এর ওযনে। কবিতার প্রয়োজন ব্যতীত ص বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত নহে।

আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, الضَّمَّدَ শব্দটি الشد (বাঁধা, শক্ত করা, সুদৃঢ় করা। টাইট করা, জোর দেওয়া ও কঠিন করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত। যখন ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করা হয় তখন বলা হইয়া থাকে ضمد راسه وجرحه (তাহার মাথার ও জখমের উপর ব্যান্ডেজ করিয়াছে)। ضمد হইল সেই বস্ত্রখন্ড যাহা দ্বারা আহত অঙ্গের উপর ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া শক্ত করা হয়। অতঃপর জখম ও ক্ষত স্থানে ঔষধ মাখিয়া দেওয়া, প্রলেপ দেওয়া প্রভৃতির উপর ضمد শব্দ ব্যবহৃত হইতে থাকে যদিও ব্যান্ডেজ না করা হয়।

প্রকাশ থাকে যে, কোন মুহরিম ব্যক্তি যদি অল্প সুগন্ধিযুক্ত সুরমা চোখে ব্যবহার করে তাহা হইলে সদকা দিতে হইবে। আর যদি অধিক সুগন্ধিযুক্ত সুরমা ব্যবহার করে তবে দম ওয়াজিব হইবে। সুগন্ধিবিহীন সুরমা ব্যবহার করায় কোন ক্ষতি নাই এবং কিছু ওয়াজিবও হইবে না। মুহরিম ব্যক্তি মাথা ও চেহারা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন স্থানে ব্যান্ডেজ করিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না, তবে মাকরূহ। আর মাথা ও চেহারার এক চতুর্থাংশের অধিক ব্যান্ডেজ দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিলে দম ওয়াজিব হইবে। এক চতুর্থাংশের কম হইলে সদকা ওয়াজিব হইবে।

আল্লামা বায়হাকী (রহ.) আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন ঃ انها قالت فى الاثمد والكحل الاسود انه زينة نحن نكره ولانحرمه (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, কাজল এবং কালো সুরমা রূপসজ্জা বটে, ইহাকে আমরা মাকরূহ মনে করি, হারাম নহে)। ইহা ইমাম মালিক, আহমদ ও ইসহাক (রহ.)-এর অভিমত। তবে প্রয়োজনের সময় ভিন্ন কথা। সুগন্ধিবিহীন সুরমা মুহরিম ব্যক্তি ব্যবহার করা সকল ফকীহগণের মতে বৈধ। আর হানাফী ফকীহগণের মতে মেহেদী সুগন্ধি সাদৃশ্য। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪০)

(২৭৭৮) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

(২৭৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি ... নুবাইহ বিন ওয়াহব (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, উমর বিন উবায়দুল্লাহ বিন মা'মার (রহ.)-এর চোখ ফুলিয়া গেলে উহাতে সুরমা ব্যবহারের ইচ্ছা করিলেন। তখন আবান বিন উছমান

(রহ.) তাহাকে সুরমা ব্যবহার করিতে নিষেধ করিলেন এবং তাহাকে মুসব্বরের প্রলেপ দিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি হযরত উছমান বিন আফ্ফান (রাযিঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, তিনি এইরূপ করিতেন।

بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الْمُحْرِمِ بَدَنَهُ وَرَأْسَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম ব্যক্তির জন্য শরীর ও মাথা ধৌত করা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(২৭৭৯) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهٰذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذَا فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رضى الله عنه يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ اصْبُبْ. فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ.

(২৭৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা আবুদল্লাহ বিন হুনায়ন (রহ.) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও মিসওয়ার বিন মাখরামা (রাযিঃ) এতদুভয় আবওয়া নামক স্থানে (নিম্নোক্ত বিষয়ে) মতবিরোধ করিয়া আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, মুহরিম ব্যক্তি স্বীয় মাথা ধৌত করিতে পারিবে আর মিসওয়ার (রাযিঃ) বলিলেন, মুহরিম ব্যক্তি স্বীয় মাথা ধৌত করিতে পারিবে না। (রাবী আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন (রহ.) বলেন,) অতঃপর আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) আমাকে আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাযিঃ)-এর কাছে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করিলেন। আমি তাঁহাকে কূপের দুই খুঁটির মাঝখানে গোসলরত অবস্থায় পাইলাম, তিনি একটি কাপড় দ্বারা নিজেকে পর্দার আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে? আমি (জবাবে) বলিলাম, আমি আবদুল্লাহ বিন হুনায়ন- আমাকে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) আপনার নিকট এই মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম অবস্থায় কিরূপে মাথা ধৌত করিতেন? আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাযিঃ) নিজ হাত টানানো কাপড়ের উপর রাখিলেন এবং উহা একটু নীচু করিলেন যাহাতে তাহার মাথা আমার দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর তিনি তাঁহার গোসলে সাহায্যকারী লোকটিকে বলিলেন পানি ঢালিয়া দাও, ফলে সে তাঁহার মাথায় পানি ঢালিয়া দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি নিজ হাতদ্বয় সামনে ও পিছনে সঞ্চালন করিয়া নিজের মাথা মলিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ (মাথা ধৌত) করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ (দুই খুঁটির মাঝখানে) অর্থাৎ قرنى البئر (কূপের দুই খুঁটির মাঝখানে)। 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে কতক রাবী অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। অধিকন্তু ইবনু উইয়াইনা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে ان العمود

المنتصبان لاجل عود البكرة (কূপে প্রত্যুষে প্রত্যাগমনের নিমিত্তে সোজাভাবে স্থাপিত দুইটি খুঁটি) -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪০)

فَطَأْطَأَهُ (উহা একটু নীচু করিলেন) অর্থাৎ ازاله عن راسه (টানানো পর্দার কাপড়টি তাঁহার মাথা (বরাবর) হইতে সরাইয়া দিলেন)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪১)

هٰكَذَا رَأَيْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুরূপ করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি)। মুল্লা আলী কারী (রহ.) স্বীয় 'শরহে মিশকাত' গ্রন্থে বলেন, মুহরিম ব্যক্তি স্বীয় মাথা ধৌত করা জায়িয এমনভাবে যে, তাঁহার চুল যেন উৎপটিত না হয়। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। তবে যদি মুহরিম ব্যক্তি খতমী (একপ্রকার সুগন্ধি উদ্ভিদ যাহা দ্বারা ঔষধ তৈরী করা হয়) দ্বারা মাথা ধৌত করে তবে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর মত। তাহারা আরও বলেন, সামান্য সুগন্ধিযুক্ত পটাশ (اشنان) দ্বারা মাথা ধৌত করিলে সদকা ওয়াজিব হইবে। অবশ্য ব্যবহারকারী যদি উহা উশনান তথা পটাশ নামে ব্যবহার করে তবে সদকা ওয়াজিব হইবে। আর যদি সুগন্ধি নামে ব্যবহার করে তাহা হইলে তাহার উপর দম ওয়াজিব হইবে। 'কাযীখা' গ্রন্থে অনুরূপই আছে।

সুগন্ধিমুক্ত পটাশ, সাবান ও কুল গাছের পাতা প্রভৃতি দ্বারা মুহরিম ব্যক্তি স্বীয় মাথা ধৌত করে তবে ইহাতে কোন কিছু ওয়াজিব হইবে না। এই মাসয়ালায় ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি যদি গোসলের মাধ্যমে ময়লা দূর করার উদ্দেশ্য থাকে তাহা হইলে সদকা দিতে হইবে। কিন্তু ইহা হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে যঈফ সনদে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা খন্ডন হইয়া যায় যে, "একদা তিনি মুহরিম অবস্থায় জুহফা নামক স্থানে হাম্মাম খানায় প্রবেশ করিয়া বলেন, আমাদের শরীরে ময়লা-আবর্জনা সমাবেশ করা আল্লাহ তাআলার কোন ইচ্ছা নাই। অর্থাৎ শরীর হইতে ময়লা দূর করার কারণে ফিদইয়া ওয়াজিব হইবে না।"

নিরীক্ষিত অভিমত হইতেছে যে, মুহরিম ব্যক্তির জন্য স্বীয় শরীরের ময়লা-আবর্জনা দূর করার উদ্দেশ্যে গোসল করা সমীচীন নহে। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন المحرم اشعث أغبر (মুহরিম ধূলিময় এলোমেলো কেশবিশিষ্ট থাকা)। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪১)

(২৭৮০) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ بِهٰذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فَأَمَرَّ أَبُو أَيُّوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا عَلَى جَمِيعِ رَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا.

(২৭৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আলী বিন খাশরাম (রহ.) তাহারা ... যায়দ বিন আসলাম (রাযিঃ) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি বলিয়াছেন, হযরত আবূ আইয়্যূব আনসারী (রাযিঃ) স্বীয় হাতদ্বয় সামনে ও পিছনে সঞ্চালন করিয়া সম্পূর্ণ মাথা ভালোভাবে মলিলেন। অতঃপর মিসওয়ার (রাযিঃ) ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমি আর কখনও আপনার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইব না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا أُمَارِيكَ أَبَدًا (আমি আর কখনও আপনার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইব না)। لَا أُمَارِيكَ অর্থাৎ لا اجادلك (আপনার সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইবন না)। মূলতঃ المراء হইতেছে মানুষের কাছে যাহা আছে তাহা বাহির করিয়া আনা। যখন কাহারও নিকট হইতে কিছু বাহির করিয়া আনা হয় তখন বলা হয় أمرأ فلان فلانا (অমুক অমুকের নিকট হইতে কিছু বাহির করিয়া আনিয়াছে)। আল্লামা ইবনুল আম্বারী (রহ.) বলেন, ইহা المجادلة (বিতর্ক)-

এর উপর প্রয়োগ হয়। কেননা, দুইজন বিতর্ককারী প্রত্যেকেই অপরের নিকট হইতে দলীল (حجة) বাহির করিয়া আনে।

আলোচ্য হাদীছে অনেক ফায়দা তথা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় ঃ

(১) শরীআতের আহকামের ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে মুনাযার তথা বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আর তাঁহারা সকলই নস্সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

(২) খবরে ওয়াহিদ সাহাবাগণের নিকট গৃহীত ছিল।

(৩) গোসলের সময় পর্দা করা চাই।

(৪) পবিত্রতা লাভে অপরের সাহায্য নেওয়া জায়িয।

(৫) পবিত্রতা লাভের সময় সালাম, কালাম জায়িয। তবে গোসলকারী হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখা জরুরী।

(৬) মুহরিম ব্যক্তি স্বীয় মাথায় পানি দিয়া সিক্ত করিয়া হাতদ্বয় দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া গোসল করা জায়িয যদি সে চুল উৎপাটন হওয়া হইতে নিরাপদ হয়। ইহার দলীল হইতেছে যে, মুহরিম অবস্থায়ও ওযূতে দাড়ি খেলাল করা মুস্তাহাব।

বলা বাহুল্য ঃ চুল ঘর্ষণ করা ব্যতীত গোসল করাই নিরাপদ ও উত্তম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(ফঃ মুঃ ৩ঃ২৪১)

بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুহরিম অবস্থায় ইনতিকাল করিলে উহার বিধান-এর বর্ণনা

(২৭৮১) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ فَمَاتَ فَقَالَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

(২৭৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, এক ব্যক্তি নিজের উটের পিঠ হইতে পড়িয়া তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল এবং মৃত্যুবরণ করিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে কুল গাছের পাতা সিদ্ধ করা পানি দ্বারা গোসল দাও এবং দুই কাপড়েই কাফন পড়াও এবং তাহার মাথা আবৃত করিও না। কেননা, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিবসে তাহাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠাইবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ (আর তোমরা তাহার মাথা আবৃত করিও না)। অনুচ্ছেদের পরবর্তী ২৭৮২নং হাদীছে আছে ولا تحنطوه (তাহাকে সুগন্ধি লাগাইও না)। অপর রিওয়ায়তে আছে ولا تمسوه طيبا (আর তাহার দেহে সুগন্ধি মাখিও না)। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আহলে যাহির (রহ.) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণের পরেও ইহরাম অবস্থায় থাকে। এই কারণে তাহার মাথা ঢাকা এবং সুগন্ধি মাখিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। ইহা হযরত উছমান, আলী, ইবন আব্বাস (রাযিঃ), আতা, ছাওরী (রহ.)-এর অভিমত।

ইমাম আবূ হানীফা, মালিক ও আওযায়ী (রহ.) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে হালাল ব্যক্তির অনুরূপ কাফন-দাফন করিতে হইবে। আর ইহা হযরত আয়িশা, ইবন উমর (রাযিঃ) ও তাউস (রহ.) হইতে বর্ণিত। কেননা, ইহরাম একটি ইবাদত যাহা আরম্ভ করা হইয়াছিল মৃত্যুবরণের কারণে উহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। যেমন নামায, রোযা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন اذا مات ابن ادم

انقطع عمله الا من ثلاث (আদম (আঃ)-এর সন্তান যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি আমল ব্যতীত সকল আমল বন্ধ হইয়া যায়)। ইহরাম এমন একটি আমল যাহা উক্ত তিনটি আমলের অন্তর্ভুক্ত নহে। কাজেই মৃত্যুবরণের দ্বারা উহা বন্ধ হইয়া যাওয়াই সমীচীন।

হানাফী প্রমুখ আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, এই হাদীছের শব্দ ব্যাপক (عام) নহে; বরং ইহা নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত খাস। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপ ইরশাদ করেন নাই যে, يبعث يوم القيامة ملبيا لانه محرم (সে মুহরিম হইবার কারণে কিয়ামতের দিবসে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠিবেন)। সুতরাং অন্য কোন দলীল ব্যতীত ইহার হুকুম তাহাকে ছাড়া অন্য কাহারও ক্ষেত্রে বর্তাইবে না। আর এই হাদীছে তিনি ইরশাদ করিয়াছেন اغسلوه بسدر (তোমরা তাহাকে কুল গাছের পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দাও)। অথচ মুহরিম ব্যক্তির জন্য কুল গাছের পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল করা জায়িয নাই। অধিকন্তু আগত এক সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তে نهى عن تغطية وجهه (তাহার মুখ ঢাকিতেও নিষেধ করা হইয়াছে) অথচ তাহাদের মতেও জীবিত মুহরিম ব্যক্তির জন্য মুখ ঢাকিয়া রাখা নিষিদ্ধ নহে।

'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে আবদুর রাজ্জাক (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে, তিনি আতা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন خمروا وجوههم ولاتشبهوا باليهود (তোমাদের (মৃতদের) মুখমন্ডল ঢাকিয়া দাও। ইয়াহুদীদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করিও না)।

(২) 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে আছে ان عبد الله عمر لما مات ابنه واقد وهو محرم كفنه وخمر وجهه و رأسه وقال لولا انا محرمون لحنطنك يا واقد (হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)-এর ছেলে ওয়াকিদ মুহরিম অবস্থায় ইনতিকাল করিলে তিনি তাহাকে কাফন দিলেন এবং মাথা ও চেহারা ঢাকিয়া দিলেন এবং আফসোস করিয়া বলিলেন, হে ওয়াকিদ! আমি যদি মুহরিম অবস্থা না হইতাম তাহা হইলে তোমাকে সুগন্ধি মাখিয়া দিতাম)।

(৩) হাসান বাসরী বলেন, মুহরিম মৃত্যুবরণ করিলে হালাল হইয়া যায়।

(৪) আমির (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, اذا مات المحرم ذهب احرامه (মুহরিম যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তাহার ইহরাম চলিয়া যায়।

(৫) ইবরাহীম (রহ.) সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, اذا مات المحرم ذهب احرام صاحبكم (মুহরিম মৃত্যুবরণ করিলে তোমাদের সাথীর ইহরাম চলিয়া যায়)।

(৬) ইবন হাযম (রহ.) সহীহ সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত যে, মৃত্যুর পর মুহরিম মায়্যিতকে সুগন্ধি লাগাইয়া সংরক্ষণ করিবে এবং মাথা ঢাকিয়া দিবে।

(৭) জাবির হইতে, তিনি আবূ জা'ফর হইতে, তিনি বলেন, المحرم يغطى راسه ولايكشف (মুহরিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে তাহার মাথা ঢাকিয়া দিবে, খোলা রাখিবে না। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪২)

مُلَبِّيًا অর্থাৎ লাব্বাইক পাঠরত অবস্থায় থাকিবে। ইহার মর্ম হইতেছে যে, যেই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে সেই অবস্থায় কিয়ামতের দিন উঠিবে যাহাতে ইহা হজ্জের চিহ্ন প্রদর্শিত হয় যেমন শহীদগণ তাজা রক্তসহ কিয়ামতের দিন উঠিবে। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪২)

(২৭৮২) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ قَالَ أَيُّوبُ فَأَوْقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ وَقَالَ عَمْرٌو فَوَقَصَتْهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا وَقَالَ عَمْرٌو فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي".

(২৭৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আরাফাতের ময়দানে উকূফরত অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ সে স্বীয় বাহন হইতে নীচে পড়িয়া গেল। ইহাতে তাহার ঘাড় মটকাইয়া গেল এবং সে মৃত্যুবরণ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হইলে তিনি বলিলেন, তাহাকে কুল গাছের পাতা সিদ্ধ পানি দ্বারা গোসল দাও। তাহার দুই কাপড় দিয়াই তাহাকে কাফন পরাও। তাহাকে সুগন্ধি লাগাইও না এবং তাহার মাথাও আবৃত করিও না। রাবী আইয়্যুব (রহ.) বলেন, কেননা কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তাআলা তাহাকে তালবিয়া পাঠকারী অবস্থায় উঠাইবেন। আর রাবী আমর (রহ.)ও অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। (শুধু ملبيا (তালবিয়া পাঠকারী)-এর স্থলে يلبى (তালবিয়া পাঠরত) শব্দ বলিয়াছেন)।

(২৭৮৩) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلًا كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ.

(২৭৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত (আরাফার ময়দানে) উকূফরত ছিলেন। অতঃপর তিনি আইয়্যূব (রহ.) হইতে হাম্মাদ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

(২৭৮৪) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي".

(২৭৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন খাশরম (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন। সে উট হইতে পড়িয়া গেল এবং তাহার ঘাড় মটকাইয়া গেল। ফলে সে মৃত্যুবরণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে কুলগাছের পাতা সিদ্ধ পানি দিয়া গোসল দাও এবং তাহার দুইটি কাপড় দিয়াই কাফন দাও। তাহার মাথা অনাবৃত রাখ। কেননা, সে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠিয়া আসিবে।

(২৭৮৫) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ "فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا". وَزَادَ لَمْ يُسَمِّ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ حَيْثُ خَرَّ.

(২৭৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আসিয়াছিল, অতঃপর অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই রিওয়ায়তে আছে, কিয়ামত দিবসে তাহাকে তালবিয়া পাঠকারী অবস্থায় উঠানো হইবে। আর ইহাতে সাঈদ বিন জুবায়র (রাযিঃ) উল্লেখ করেন নাই যে, সে কোথায় উটের পিঠ হইতে পড়িয়া গিয়াছিল।

(২৭৮৬) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا".

(২৭৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তিকে মুহরিম অবস্থায় তাহার বাহন পিঠ হইতে ফেলিয়া তাহার ঘাড় মটকাইয়া দিলে সে মৃত্যুবরণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তাহাকে কুল গাছের পাতা সিদ্ধ পানি দিয়া গোসল দাও। তাহার দুই কাপড় দিয়া তাহাকে কাফন পরাও। তবে তাহার মাথা ও চেহারা ঢাকিবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন তাহাকে তালবিয়া পাঠকারী অবস্থায় উঠানো হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(২৭৮১নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(২৭৮৭) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا".

(২৭৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন সাব্বাহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিলেন। তাহার উষ্ট্রী (পিঠ হইতে ফেলিয়া) তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কারণে সে মৃত্যুবরণ করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে কুলগাছের পাতার সিদ্ধ পানি দিয়া গোসল দাও এবং তাহার (ইহরামের) দুই কাপড় দিয়া তাহাকে কাফন পরাও। তবে তাহার শরীরে সুগন্ধি লাগাইও না এবং তাহার মাথা আবৃত করিও না। কেননা, কিয়ামতের দিন তাহাকে তালবীদ (মাথার চুল গাম দিয়া আটকানো) অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مُلَبِّدًا (মাথার চুল গাম দিয়া আটকানো)। আল্লামা আইনী বলেন, مُلَبِّدًا শব্দটি تلبيد (গাদাগাদি করা, জমাট বাঁধানো) হইতে নির্গত। মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় চুল যাহাতে এলোমেলো না হয় সেই জন্য মাথা গাম জাতীয় বস্তু দিয়া চুলগুলি আটকাইয়া ফেলাকে تلبيد বলে। কাযী ইয়ায (রহ.) তালবীদ-এর রিওয়ায়তের উপর আপত্তি করিয়া বলেন, ইহার কোন অর্থ হয় না। 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থকার বলেন ইহার অর্থ হইতেছে ঃ আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাহাকে সেই আকৃতিতে পুনর্জীবিত করিবেন যেই আকৃতিতে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৩-২৪৪)

টিকা

أَبـو بِـشْـرٍ (আবূ বিশর রহ.)। শারেহ নওয়াভী বলেন, তিনিই আম্বরী। তাহার নাম ওলীদা বিন মুসলিম বিন শিহাব আল-বাসরী। তিনি তাবেঈ ও ছিকাহ রাবী। -(ফতহুল মুলহিম ৩ঃ২৪৩)

(২৭৮৮) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا وَلَا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

(২৭৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তিকে তাহার উট নীচে ফেলিয়া দিলে তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া মৃত্যুবরণ করে এমন অবস্থায় যে, সে মুহরিম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কুল গাছের পাতা দিয়া সিদ্ধ করা পানি দিয়া গোসল দিতে, সুগন্ধি না লাগাইতে এবং মাথা অনাবৃত রাখিতে হুকুম করেন। কেননা, কিয়ামতের দিন তাহাকে তালবীদ (চুল জমাট বাঁধা) অবস্থায় (মৃত্যুকালীন অবস্থায়) পুনর্জীবিত করা হইবে।

(২৭৮৯) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بِشْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْ نَاقَتِهِ فَأَقْعَصَتْهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يُمَسَّ طِيبًا خَارِجٌ رَأْسُهُ. قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ حَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا.

(২৭৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্‌শার ও আবূ বকর বিন নাফি' (রহ.) তাহারা ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছেন, এক ব্যক্তি মুহরিম অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আগমন করিল। অতঃপর সে নিজ উষ্ট্রীর পিঠ হইতে পড়িয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া মৃত্যুবরণ করিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কুল গাছের পাতা সিদ্ধ পানিতে গোসল দিতে, তাহার (ইহরামের) দুই কাপড়ে কাফন পরাইতে, সুগন্ধি না লাগাইতে এবং মাথা কাফনের বাহিরে রাখিতে হুকুম করিলেন। রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, অতঃপর আবূ বিশর (রহ.) আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন যে, তাহাকে এমনভাবে কাফন পরাও যাহাতে তাহার মাথা ও চেহারা বাহিরে থাকে। কেননা, তাহাকে কিয়ামতের দিন তালবীদ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হইবে।

(২৭৯০) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما وَقَصَتْ رَجُلًا رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَنْ يَكْشِفُوا وَجْهَهُ حَسِبْتُهُ قَالَ وَرَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ.

(২৭৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন, জনৈক ব্যক্তিকে তাহার বাহন (পিঠ হইতে) নীচে ফেলিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে সে মৃত্যুবরণ করে এমন অবস্থায় যে, সে তখন (মুহরিম অবস্থায়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কুল গাছের পাতা সিদ্ধ পানি দিয়া গোসল দিতে এবং তাহার চেহারা খোলা রাখার হুকুম করেন। রাবী বলেন, আমার মনে হয় যে, তাহার মাথা খোলা রাখিয়া কাফন পরাইতে সাহাবাগণকে নির্দেশ দেন। কারণ তাহাকে কিয়ামতের দিন উচ্চস্বরে লাব্বায়িক পাঠরত অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হইবে।

(২৭৯১) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "اغْسِلُوهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَلاَ تُغَطُّوا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي".

(২৭৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত এক ব্যক্তি ছিল। তাহার উষ্ট্রী তাহাকে পিঠ হইতে নিচে ফেলিয়া দিয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে সে মারা যায়। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা তাহাকে গোসল দাও, কিন্তু তাহার শরীরে সুগন্ধি লাগাইও না এবং চেহারাও ঢাকিও না। কারণ তাহাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হইবে।

১১তম খণ্ড সমাপ্ত

১২তম খণ্ডে কিতাবুল হজ্জ-এর বাকী অংশ